নারী-ঋষি

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"রয়েল বীণাপাণি অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৪০ সাল।

আমার যাবতীয় নাটকগুলিকে রূপ, রস ও সৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত করিবার
জন্য যিনি সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহার অভিনব প্রয়োগ-
নৈপুণ্যে মৎপ্রণীত নাটক সকল দর্শকের নিকট আজ আদরণীয়,
যিনি এই "নারী-ঋষি"কেও সর্ব্বসৌষ্ঠবে সৃষ্ট করিতে
অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভাবধারা পাত করিয়াছেন,
আমার সেই অকৃত্রিম বান্ধব—সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক—
নাট্য-কলা-শিল্পের উন্নতিকল্পে উৎসর্গিতপ্রাণ

শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল

মহাশয়ের কর-কমলে "নারী-ঋষি" উৎসর্গ করিয়া
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত
ব্রত ও কর্ত্তব্য সাধন করিলাম।

শুভ ঝুলন-পূর্ণিমা,
সন ১৩৪০ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন।

ভূমিকা।

নারী "ঋষি" হইতে পারে কি না, এই লইয়া অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈয়াকরণগণ আলোচনা করেন। নারী কবি হইতে পারেন, কিন্তু ঋষির বেলাতেই তো গোলযোগ!

নারী—বিশেষ ভারতের নারী না হইতে পারেন কি? পাকশালা পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের হাড়-পাঁজরা চিরিয়া ব্রহ্মসূত্র চালনা করিতে পারেন, রাজসভায় ধর্ম্মের তর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের মত স্মৃতি-শাস্ত্রকারকে "থ" বানাইয়া দিতে পারেন, পুরুষকে ছাড়িয়া সৃষ্টির কাজ হাতে লইয়া ভগীরথের মত সুসন্তানের জন্ম দিতে পারেন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে এলো-কেশে ভাসুর দেবরদের রক্তে স্নান করিতে পারেন, আবার একমাত্র মৃত পুত্রকে বুকে ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে শ্মশানে চিতায় তুলিতেও পারেন।

"নারী-ঋষি" সৃষ্টির সূচনার পূর্ব্বে ছিল, আদিতে ছিল, মধ্য সময়ে ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। প্রতীচ্য জগৎ নারীর ঋষিত্ব বুঝিয়াছে, তাই তাহারা আজ জগতে সর্ব্ববিষয়ে বরেণ্য। প্রাচ্য নারীর ঋষিত্ব-দাবীটা যে দিন হইতে দিতে চাহে নাই, সেই দিন হইতেই অবনতির পথে ছুটিয়াছে। প্রতীচির মত প্রাচী "নারী-ঋষি"র সম্মান কি করিবে? ইতি—

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

রবি, যম, পুরুষকার।

দ্যুমৎসেন	...	...	শাল্বরাজ।
সত্যবান	...	...	ঐ পুত্র।
দেবালীক	...	...	ঐ কোষাধ্যক্ষ।
কাত্যায়ন	...	...	দেবালীকের পুত্র।
বাহ্লীক	...	...	ত্রিগর্ত্তরাজ।
শ্বেতকেতু	...	...	ঐ সেনাপতি।
অশ্বপতি	...	...	মদ্ররাজ।
মাণ্ডব্য	...	...	ঋষি।
চৈতক	..	...	ঐ পুত্র।
গালব	...	...	বিশ্বামিত্রের পুত্র।
মাথুনা	...	...	মধুপজীবী।

রাজসচিব, দূত, ঘাতক, ব্রাহ্মণগণ, অমাত্যগণ, ঋষিগণ, নাগরিকগণ, তাপসগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, যমদূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শৈব্যা	...	...	দ্যুমৎসেন-মহিষী।
বীণা	...	...	দ্যুমৎসেনের ভ্রাতষ্পুত্রী।
মালবী	...	...	মদ্ররাজ-মহিষী।
সাবিত্রী	...	...	মদ্ররাজকন্যা।
পুষ্প	...	...	ত্রিগর্ত্তরাজ-মহিষী।
চন্দনা	...	...	মাথুনার স্ত্রী।

প্রাক্তনদেবী, মায়া-নারীগণ, তাপসকুমারীগণ, নাগরিকাগণ, সখিগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

নারী-ঋষি

প্রস্তাবনা।

গীত।

জয় জয় সতী রমণী।
পরমা প্রকৃতি প্রকৃত ভারতী,
তোমরা ভুবনমোহিনী॥
বক্ষ-পিযূষে মাতৃভক্তি,
রক্ষা করিতে দানবী শক্তি,
তড়িত-জড়িত শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
নমামি চরণে জননী॥
ধারিণী, তারিণী, কভু বা পালিকা,
পতিপদ-শিরে হতেছ সেবিকা,
অসীম মহিমা, উপমাবিহীনা,
প্রতিভা-সুষমাধারিণী॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ত্রিগর্ত্তরাজের মন্ত্রণা-কক্ষ।

বাহ্লীকের প্রবেশ।

বাহ্লীক। সুনিশ্চয় জ্ঞানহীন তারা,
বলে যারা মৃত্যু মাত্র একবার।
জীবনে মানব মরে কতবার,
কোন্ জন সংখ্যা করে তার!
এই সোনার ভারত আজি
তিন জনে হ'তেছে শাসিত।
মদ্রদেশে অশ্বপতি স্বর্ণ-সিংহাসনে,
যোগাতেছে প্রকৃতিপুঞ্জেরা
রাজার যা কিছু প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে।
দ্বিতীয় স্বরগ শাল্ব—রাজা তার
দ্যুমৎসেন সূর্য্যবংশধর,—
শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভাবে অদ্ভুত।
আমি বাহ্লীক ত্রিগর্ত্ত-আসনে,
সীমান্তেতে বসি একরূপ
রাজ্যের প্রহরী মত তাব।
কেন? ঐ মৃত্যু। মৃত্যু এসে
গ্রাসে যবে আত্মা মন মোর,

তখনি বিবেক হারায়ে ছুটি
তোষামোদ-ডালি দিতে উপহার।
লাভ কি আমার? পরমুখাপেক্ষী,
রাজা নাম সাজে কি আমার?

গীতকণ্ঠে বালকবেশী প্রাক্তনদেবীর প্রবেশ।

প্রাক্তনদেবী।—

গীত।

বুঝ্‌বে কে সে মজার ব্যাপার?
ব-কলমে চলেছে বিধি কর্ত্তা কর্ম্মের ব্যভিচার॥
বাবার বাবা খুঁজ্‌তে গেলে,
বেদান্ত যান রসাতলে,
স্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি বড়, এইটে শুধু মীমাংসার॥
সবার প্রাক্তন আমার হাতে,
আমার বরাত চল্‌ছে যাতে,
খুঁজ্‌লে সেটা নেতির ন্যাটা, দোহাই দেবেন দর্শনটারে॥

[প্রস্থান।

বাহ্লীক। একি! জাগ্রত না স্বপনের ঘোর?
অদ্ভুত ঘটনা! শিশু-মূর্ত্তি ধরি
কত গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'রে
গেয়ে গান গেল চ'লে প্রাক্তনের দেবী।
স্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি বড়? অদ্ভুত রহস্য!
দ্যুমৎসেন, বাহ্লীক ও অশ্বপতি,
এ তিনের কে বড় কে ছোট?

কার ভোগ্য সমগ্র ভারত ?
কে করে মীমাংসা এর !

গীতকণ্ঠে পুরুষকারের প্রবেশ ।

পুরুষকার ।—

গীত ।

এ ভারটা দাও না মোরে ।
লুকিয়ে থেকে ঘোরাও চাকা সাম্‌নে রেখে পুরুষকারে ॥
মাগীর হাতে চলেন মরদ,
সাংখ্যের ছবির ঐটে গলদ,
ভারবাহী বলদের মত থেকো না সেই বিশ্বাস ধ'রে ॥
বীজ না পেলে ফলবে নাকো,
যতই চষ' সারে ঢাকো,
এই জ্ঞানেতে জড় ঘোচাতে এস আমার শরণ ক'রে ॥

[প্রস্থান ।

বাহ্লীক । এও স্বপ্ন ! হোক্ স্বপ্ন, তবু সত্য ;
সনাতন অটল অচল সত্য চিরস্মরণীয় ।
কেও—শ্বেতকেতু ? কতদূর বীর
রাজ্যের সংবাদ করিলে সংগ্রহ ?

শ্বেতকেতুর প্রবেশ ।

শ্বেতকেতু । বর্ত্তমান ভারতের মানচিত্রখানি
না দানিবে তৃপ্তি রাজা দৃষ্টিতে তোমার ।
পাঞ্চাল, বিদেহ, চেদি, অযোধ্যা, কোশল,

দশার্ণ, গণ্ডক আদি পূর্ব্ব ভারতের
সাম্রাজ্য সকল মদ্রের পতাকাতলে
সম্মিলিত স্বাধীনতা-উপহার সহ।
দক্ষিণ ভারত আজি নহে কালি
মদ্ররাজ অশ্বপতি নামে দিবে জয়।
পূর্ব্বে কিরাত ও চীন সাগরের পারে
হেরিলাম মদ্র-আধিপত্য পরিপূর্ণভাবে।
বাকি মাত্র পশ্চিম ভারত,
তারা শুধু অচল অটল দেব
ল'য়ে স্বাধীনতা, রহে যথা
প্রকৃতিপালিত জীব প্রকৃতির কোলে।

বাহ্লীক। স্থতরাং মদ্রদর্প চূর্ণ করা
আশু প্রয়োজন, এই মনোভাব তব ?

শ্বেতকেতু। নহে কত দিন আর
ত্রিগর্ত্তের স্বাধীনতা রহিবে অটুট ?

বাহ্লীক। স্বাধীনতা কোথা মোর ? নামে রাজা,
কর্ম্ম ও শাসনভার প্রকারে শাল্বের।
দ্যুমৎসেন-আদেশ লইয়া
অর্থবল সেনাবল বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস
করিবার অধিকার মোর !
ত্রিগর্ত্ত শাল্বের সীমান্ত-পরিখা।
ত্রিগর্ত্তের রাজা আমি, প্রকারে
প্রহরী মাত্র—করদ ও মিত্র কভু,
এই দুই প্রহেলিকা-ভাগে।

রাজা ধর্ম্মেতে উন্মাদ,
নারী করে রাজ্যের শাসন ;
এক মাত্র পুত্র সত্যবান
নির্ব্বিবাদে প্রকৃতির উদারতামাঝে ।

শ্বেতকেতু । ওঃ—বাসনা তোমার শাল্ব-বিদ্রোহিতা ?

বাহ্লীক । আমার বাসনা ! শ্বেতকেতু !
বাসনা রহিত যদি,
তা হ'লে কি দ্যুমৎসেন
পারিত শাসিতে শাল্ব আমি বিদ্যমানে ?

শ্বেতকেতু । সর্ব্বনাশ !
মহারাজ ! ভুলিছ কেমনে
দ্যুমৎসেনের প্রীতি তব প্রতি যত ?
ধরি পায়, রাজার এ বার্দ্ধক্য সময়ে
কৃতঘ্নতা করিও না বিদ্রোহীর বেশে ।
সনাতন ধর্ম্মে রাখি শিরে—

বাহ্লীক । ধর্ম্ম ? রাজা কি রেখেছ ধর্ম্ম ?
কন্যাকাল হইল বিগত,
সমাজ বিরুদ্ধে গত,
তবু অচলায়তন মত নিরুদ্বেগে রাজা,
ভ্রাতুষ্পুত্রী বীণার না দেয় পরিণয় ।
আহুত করেছি যত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণে
কল্য সভামাঝে হ'তে উপস্থিত ;
করিব বিচার—কেন জাতিচ্যুত
না হইবে শাল্ব-অধিপতি !

কেন সীমান্তের দেবমন্দির সকল
এখনও তাহার অধীনে রবে ?   কেন—

শ্বেতকেতু । না মিলিলে যোগ্য পাত্র—

বাহ্লীক । আমি কি অযোগ্য তার ?
কুলে শীলে সৌন্দর্য্যে শৌর্য্যেতে
পৃথিবীতে মোর তুল্য আছে কোন্ জন ?
এক দোষ—বিবাহিত আমি,
কিন্তু মুখরা পুষ্পেরে
বহুদিন করিয়াছি ত্যাগ ।

পুষ্পের প্রবেশ ।

পুষ্প । কার সাধ্য ? কে বা পারে ?
প্রাজাপত্য-বিবাহের বিচ্ছেদসাধন
মানব তো ছার—
বিধি বিষ্ণু পারে না শঙ্কর ।
স্বামীর পশুত্ব ভাব
পাছে সঙ্ঘের বাহিরে যায়,
তাই আমি স্বেচ্ছায় রয়েছি দূরে ।

বাহ্লীক । এমনি দূরেতে রবে,
চাহ যদি নিজের কল্যাণ ।
সাবধান নারী !   পুনঃ যদি
বাহ্লীকের দৃষ্টিপথে হও আগুয়ান—

পুষ্প । দণ্ডিবে আবার তীব্র ?
সে তো সঙ্ঘের ভিতরে !

এই হের ললাটে এখনো ক্ষত
তোমার পাদুকাঘাতে,
পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত-চিহ্ন তোমারি হাতের।

বাহ্লীক। বিচলিত মস্তিষ্ক আমার
রাজকীয় সমস্যার তরে ;
অবিলম্বে করহ জ্ঞাপন
মনোভাব তোমার রমণী !

পুষ্প। আমি জীবনে মরণে তোমার কুশল চাই।
ভেবে দেখ, কার অন্নে আশৈশব
পালিত বর্দ্ধিত হ'য়ে
বসিয়াছ ত্রিগর্ত্ত-আসনে ?
বামনের চন্দ্র-সুধাপান সম অসম্ভব আশা !
বীণার পাণিগ্রহণে
করিও না সাধ রাজার বিরুদ্ধে প্রভু !

বাহ্লীক। দ্যুমৎসেন মত নারী-উপদেশ
শিরোধার্য্য করি চলে না বাহ্লীক।

পুষ্প। নারী কি নহেক সৃষ্ট সেই বিধাতার,
পুরুষ সৃজিত যার ?
পুরুষের সনে সমান আসনে
নারী কেন নাহি পাবে স্থান ?

বাহ্লীক। পাবে স্থান পুরুষের পদতলে নারী।

[পদাঘাত]

পুষ্প। এ তো বহুদিন হ'তে সহিতেছি,—
অভিনব পদাঘাতে কোথা ?

বাহ্লীক।　　পুনঃ যদি রাজকার্য্যে বাধাদানে
হও আগুয়ান, রবে নাকো প্রাণ,—
নৃশংসভাবেতে হত্যা করিব তোমায়!

পুষ্প।　　পূর্ব্বেতে সম্ভব ছিল, এখন কে পারে?
কার সাধ্য প্রাণ লহে মোর?
তুমি তুলিবে এই শান্তির সাম্রাজ্যে
রক্তময় বিদ্রোহ-নিশান,
আমি যাবো অগ্নিশিখা হাতে
পোড়াইতে তোমারি গৌরব;
তুমি ইচ্ছিয়াছ, তাণ্ডব নর্ত্তনে
বিশ্বাসহন্তার লীলা ক'রে যাবে
অকাতরে সুখময় শান্তের উপর,
আমি কিন্তু প্রতিপদে
প্রতিবন্ধক হইব তাহার।
নাহি চাহি তব পাশে
পত্নীর অবশ্যপ্রাপ্য শাস্ত্র বিধিমত,
কিন্তু চাহিব সতত—স্বেচ্ছায় না দাও,
বলেতে লইব কাড়ি বাসনার ধন,
ইচ্ছাশক্তি যখন যেমন জাগিবে এ প্রাণে।

[প্রস্থান।

বাহ্লীক।　　শুনিলে ও স্বচক্ষেতে হেরিলে এখন,
কত সুখপ্রদ মোর গার্হস্থ্য-জীবন?
কর্ম্ম-জীবনের শান্তিদাতা শ্বেতকেতু!
একমাত্র তোমারেই জানি চিরদিন।

গালব। স্বাগত হে নবাগত দ্বিজ!
নমস্কার করুন গ্রহণ।
আসন প্রস্তুত, নিঃসঙ্কোচে গ্রহণান্তে
সায়ং-সন্ধ্যা করুন সাধন।

চৈতক। ধন্যবাদ শিষ্ট অভ্যর্থনা হেতু।

১ম দ্বিজ। হের দ্বিজ! গতপ্রায় সায়ং-সন্ধ্যাকাল,
কি হেতু বিলম্ব? নিত্যকর্ম্ম শেষ হ'লে
আলাপন হবে পরস্পর

চৈতক। সুন্দর এ দ্যুমৎসেন-শাসিত সাম্রাজ্য;
পথে ঘাটে এত উদারতা
ভারতের এই এক ক্ষুদ্ররাজ্যমাঝে!
পার্শ্বে মদ্র ও ত্রিগর্ত্তে কেন পার্থক্যতা
জাতিবাদ জন্ম-কর্ম্ম অধিকারভেদ?

গালব। বুঝি দুর্দ্দমনীয় কোন
সাংসারিক অত্যাচারে হবে প্রপীড়িত,
নহে কেন সন্ধ্যার আহ্বানে
নাহি হেরি আগ্রহ তোমার?
হেরিতেছি স্কন্ধে উপবীত—

চৈতক। আছে—আছে—উপবীত আছে স্কন্ধে,
নির্বিষ সর্পের খোলস যেমন
প'ড়ে থাকে পথে ঘাটে ভগ্ন দেউলের গাত্রে
অবসন্ন হেমন্তের বুকে।

গালব। এ কি উন্মাদনা! কে তুমি ব্রাহ্মণ?

চৈতক। কে আমি?

কি উত্তর দিব—কে আমি ?
জন্ম কিংবা কর্ম্ম, চাহ কোন্ পরিচয় ?

গালব । পরিধেয় দ্বিজ-নিদর্শন ।
কোথা জন্ম ? বাস কোথা ? কেবা জন্মদাতা ?

চৈতক । ধীরে—একে একে !
হের বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ,
মানসিক দশা অবনত ততোধিক,
মস্তিষ্ক কি ঠিক রাখা যায় ?
একে একে কর প্রশ্ন উদার ব্রাহ্মণ !
হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রশ্ন তব কি কি ?
হ্যাঁ—জন্ম কোথা—কোথা বাস—
কেবা জন্মদাতা ? শোন—
যতদূর শুনিয়াছি ব'লে যাই !
শোনা কথা—বিশ্বাসের যোগ্য বোঝ
করিবে প্রত্যয়,—নাহি কর,
ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাহি তায় ।

গালব । বল প্রপীড়িত দ্বিজের নন্দন !
পারি যদি কিছু শান্তি দানিতে তোমায় ।

ই দিন উপরের আঁধার মেঘেতে
আবরি' বদন অয়নে চলিল ভানু
চুপি চুপি অভিসারিকার প্রায়,
নিম্নে সন্ধ্যার পচনীয় সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে
সহসা ঝরিল ক্লেদ কদর্য্য ভীষণ,
নমেরুর তলে এক নবীন যুবক

তাপসের আবরণে ঢাকা,
মন্মথের সদ্যস্পর্শ প্রাণখানা ল'য়ে—

গালব। তুমি !—তুমি মাণ্ডব্য-ঔরসে
স্বর্গবেশ্যা রম্ভার গর্ভেতে জাত
অস্পৃশ্য চৈতক—

চৈতক। হাঁ—আরও দূরে কর অন্বেষণ,
মাণ্ডব্য কাহার পুত্র ? তার পিতা ?
তার পিতামহ ? তার ? তার ?—
আদিতে না পারে ইতি—কেমন ?

২য় দ্বিজ। রম্ভাগর্ভজাত চৈতক ?

চৈতক। হ'তে পারি—পারি কেন, হবে বা !
দোষ কি তাহায় ? কর্ম্মে মাত্র
জীব-অধিকার ; জন্মের দায়িত্ব
দিতে পারে কিম্বা নিতে পারে
তুমি—আমি—এ বিশ্ব বিরাট।

গালব। এতদূর ? দূরে—দূরে
চ'লে যাও ছায়ার বাহিরে !

চৈতক। এত ঘৃণ্য জন্মের কারণ ?
জগদ্বরেণ্য মাণ্ডব্য-ঔরস,
সুগর্ভ রম্ভার—অপ্সরা সে,
যাহারে পাবার তরে দেবতারা
কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা সাধনা করে।
বাঃ ! দেবতার কাছে সে অপ্সরা,
মানবের পাশে স্বর্গ-বেশ্যা !

নাহি বর্ণ, বর্ণাশ্রমে
নাহি আর স্থান! কেমন?

গালব। জারজ যে জন, বর্ণ কোথা?
বর্ণাশ্রমে কোথা তার স্থান?

চৈতক। ভাল—ভাল,
হে ভারতের মস্তিষ্কের দল!
ভাল যুক্তি ধরিলে সম্মুখে;
কর্ম্মে নাহি দিলে অধিকার,
তবে জ্ঞান-অলঙ্কারে এইবার
সামাজিক সৌষ্ঠববর্দ্ধনে হবো অগ্রসর।
ভারতের জ্ঞান-শক্তি কর্ম্মবীজ
যাহা কিছু আদর্শ জগতে,
সকলি রাখিব আমি
জন্ম-প্রহেলিকা আবরণমাঝে;
ডিম্বের ভিতর জীবাণু যেমন,
তেমনি রাখিবে চৈতক
এবে মহত্তত্ত্ব জন্ম-সমস্যায়।

গালব। বৃথা বাক্যব্যয়; কেন সন্ধ্যাবিঘ্ন হেতু
সম্মুখে মোদের? দূর হও!

চৈতক। সন্ধ্যা? কাহার? কার স্তুতি কর
গায়ত্রীতে? ঐ গোলাকার
রক্তপিণ্ড সম যেটা অন্থের চালিত?
হৃদয়-মন্দির থাক্
চির-সন্ধ্যা-আধারেতে ঢাকা,

আর ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি কর স্তুতি
জড়পিণ্ড সম সূর্য্যের সম্মানে ?

গালব। আরে মূর্খ, ঋষিগণ সনে বাদ ?
জান না কি ব্রাহ্মণের অভিশাপে—

চৈতক। অঘটন সম্ভব সর্ব্বত্র !
হ'তো একদিন—যেই দিন
জন্ম ত্যজি কর্ম্ম আভিজাত্যে
দ্বিজ ছিল বর্ণাশ্রম গঠনে ব্যাপৃত—

গালব। বর্ণাশ্রম ল'য়ে পরিহাস !
তুমি কি বুঝিবে, জারজতনয় তুমি—
কি বুঝিবে জাতির মাহাত্ম্য ?
জন্ম-জন্মান্তর প্রাক্তনের ফলে
ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মিল ব্রাহ্মণ ;
বাহুতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র পদে—

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কবে ? কোথা ? কোন্ শাস্ত্রে ?

দ্বিজগণ। এঁ্যা ! একি !—মহারাণী !

চৈতক। একি—একি হে'রি হেথা !
স্বচক্ষেতে হেরিয়াছি মধ্য ভারতের
মদ্ররাজ্যে সৃষ্টি-সংহারিণী
এক নারী লভেছে জনম,
অন্য নারী অগস্ত্য-আশ্রমে
খেলিছে অশেষ খেলা,

কভু ভবার্ণবে, কভু রাজসভামাঝে,
যাগ্যবল্ক সনে কভু তর্ক-মীমাংসায়,—
অন্য শক্তি তুমি বুঝি এই ভারতের
মনীষীবেষ্টিত জাতি-তত্ত্ববাদমাঝে
পবিত্র গঙ্গার তীরে ?
চারি জাতি তুমিই কি সৃজিলে প্রথম,
আদর্শ হইবে যারা গুণকর্ম্ম-বিভাগেতে ?

শৈব্যা। যবে ভারতের নবোদিত
তরুণ অরুণালোকে
প্রথম বেদের গান গাহিতে গাহিতে
আগন্তুক সত্যাশিবগণ
সমবেত সরস্বতীতীরে,
সেই কালে অথবা পূর্ব্বেতে তার
প্রথম সৃষ্টির কত অগণিত
যুগ ও শতাব্দী অন্তে
ছিল কি গো চারি জাতি ?
তবে কেমনে সম্ভবে
চারি বর্ণ অঙ্গোদ্ভূত বিধাতার ?
প্রথম সমাজ গড়ি
মস্তিষ্কের ভার, রক্ষাশক্তি, জীবনীপোষণ,
সেবা মনোরম আদি গুণকর্ম্ম-বিভাগেতে
হইল বিভাগ যবে সেই একদলে,
তখন কি জন্মগত নিদর্শন ধ'রে
সম্পাদিত হয়েছিল বর্ণাশ্রম-ভেদ ?

চৈতক। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি'
অজ্ঞান-তমসা নাশি'
বর্ণাশ্রম-দুয়ারেতে
জ্ঞানালোকে কে তুমি রমণী?

শৈব্যা। দেশের পালিকা—দশের সেবিকা,
শৈব্যা নাম—দ্যুমৎসেন রাজার বনিতা।

গালব। রাণী! অনধিকার হেথায় তোমার,
চ'লে যাও নিজ কর্ম্মে দেবী!

১ম দ্বিজ। ভারতের সন্তানগণের জীবন্মৃত্যু
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্যা যেথায়,
সেথায় রমণী তব নাহি অধিকার।

শৈব্যা। রমণী? রমণী কি এতই ঘৃণিতা?
রমণী উত্তর কালে সন্তানজননী
গতানুগতিক এই সত্য একমাত্র যদি,
তবে রমণী কেন না করিবে দ্বিজ
বর্ত্তমান ঊষর ক্ষেত্রের পরে
উর্ব্বর শক্তির বীজ বপনে সহায়
ভবিষ্য সন্তানের মঙ্গলের তরে?

গালব। লজ্জা লাগে নারী,
তব সনে তর্কবাদে।
যাও চলি রাজার বণিতা,
অর্দ্ধ সান্ধ্যক্রিয়ামাঝে বাধাপ্রাপ্ত মোরা;
সমাপ্ত না হ'লে সন্ধ্যা,
ভয়ঙ্কর পরিণাম তোমা দোহাকার!

শৈব্যা। কাহার বন্দনা কর ?
"যত্র জীব তত্র শিব" নীতি
যাহাদের শাস্ত্রবিধি চিরন্তন,
তাহাদের সম্মুখেতে অনাদরে
অনাহূত অতিথি রহিবে,
আর স্তুতি ও বন্দনা যাবে
ওই জড় গোলাকার রক্তপিণ্ড আশে ?

২য় দ্বিজ। সর্ব্বনাশ ! ধর্ম্মপ্রাণ রাজা দ্যুমৎসেন
আস্তিকের আদর্শ জগতে,
তাঁর পত্নী নাহি মানে প্রত্যক্ষ দেবতা
দেব দেব সবিতা সূর্য্যেরে !

শৈব্যা। মানিব পূজিব সূর্য্যে,
পার যদি আবাহনে
আকাশ হইতে টানি'
ধরাপরে তপনে নামাতে।
কত অর্ঘ্য দিলে আজনম—
যুগে যুগে সুসজ্জিত অসংখ্য প্রমাণ,
কতই নতির ছন্দ
দ্বিজকণ্ঠে উঠিল নিয়ত ;
কৈ—ভানু যদি জাগ্রত দেবতা,
আস্তিকতার পোষকতা হেতু
কেন নাহি আসে ভকত সমীপে
বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান ব্রাহ্মণের তরে ?

গালব। বিনা সূর্য্য জগতের অস্তিত্ব কোথায় ?

শৈব্যা । জগতে শুধাও দ্বিজ !
অবশ্য উত্তর পাবে ।
অভাবের হেতু সৃষ্টি,
সৃষ্টি হেতু ধ্বংস,
ধ্বংস হেতু আবার সৃজন,—
স্বতঃসিদ্ধ প্রণালী সুন্দর !
রবি যদি কর নাহি দেন,
তা হ'লে কি বসুধা সম্রাজ্ঞীর হবে লোপ ?
নিয়ত সেবিকা প্রকৃতি দানিবে জেন'
অন্য প্রকারেতে সেই কর
পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন তরে ।

গালব । আরে ধর্ম্মহীনা নারী !
ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া বিঘ্ন হেতু
লহ অভিশাপ—"যে গরবে হ'য়ে
গরবিনী, দেবতা দ্বিজেরে হেথা
করিলে ঘৃণিত, সে গরব
যাবে অচিরেতে !" যদি যথার্থই
বিশ্বামিত্র-ঔরসেতে জন্ম হয় মোর,
তবে কহি পুনঃ—"রাজ্য হারাইবে—
অকালে মরিবে একমাত্র পুত্র সত্যবান
দুর্দ্দশার চরম সীমায় !"

শৈব্যা । বর সম শিরে ধরি দ্বিজ-অভিশাপ ।

গালব । আর তুমি হে চৈতক !
সম দোষে দোষী ; শুন অভিশাপ—

"এইরূপ সমাজবিচ্যুত হ'য়ে
অশান্তিতে রহিবে পথেতে নিতি
বর্ণাশ্রম সীমান্তের দূরে,
দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠরোগে সবার ঘৃণিত হ'য়ে ।

[গালব ও দ্বিজগণের প্রস্থান ।

চৈতক । ধিক্ ! অমৃতের সন্ধানপিয়াসী
সত্য-তত্ত্ব-অন্বেষী সাধকদল !
অমৃত-মোহেতে হারালে এ হেন সুধা !
কে তুমি মা ? ওই নীল নীরদনিভ
চিরশান্তিময় বক্ষেতে তোমার
কত শত অগণিত আতুর পেতেছে শয্যা,
ওই যে—ওই যে—
অঙ্গ হ'তে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটি'
ছুটিছে চৌদিকে,
শ্বেত সপ্ত অশ্ব-সংযোজিত
বিভাবসু-দিব্যরথ নেমেছে ভূতলে,
অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবী উপর,
পার্শ্বে উদ্বেলিত গঙ্গা ফুটন্ত বুদ্বুদে,
কোথা যাই—কোথা রক্ষা পাই !

[প্রস্থান ।

শৈব্যা । দারুণ পিয়াসা—কোথা জল ?
ভাগীরথী বহিছে পশ্চাতে
ফুটন্ত অপেয় পানীয়বক্ষে,
তৃষা কিসে যায় ?

গীতকণ্ঠে বালকবেশী প্রাক্তনদেবীর প্রবেশ।

প্রাক্তনদেবী।—

গীত।

কেন, আবেগপূরিত তৃষিত এ চিত মথিত হৃদয় সিন্ধু।
ওই সরমে জড়িত মরমতাপিত চাতক আশার বিন্দু॥
ফুটে ফুটে যেন ফোটে না, কথা কই কই কেন কও না,
বাসে আবরিত তনু শিহরিত রাহু গ্রাসে আহা ইন্দু॥

[প্রস্থান।

শৈব্যা। একি পুনঃ লীলা অভিনব!
চন্দনবাহিত সমীর পরশে
জাগে মনে কি যেন কি আশে!
একি জ্বালা! কোথা গেল ক্ষুধা—
জ্ঞানের পিয়াসা মোর!

গীতকণ্ঠে পুরুষকারের প্রবেশ।

পুরুষকার।—

গীত।

এখনো ফোটেনি কলি ফাটেনি গোলাপী দল।
অকালে কুসুম পাশে কেন গো মধুপদল॥
বসন্ত আসেনি তাই, বীণা বাজে না বাজে না সই,
সুরট মল্লার বই কি রাগিণী ধরে বল?
সাহানা সোহিনী সুরে, বেজেছিল প্রাণভ'রে,
পূরবীর তান পূরে শৈশব হৃদয়তল॥

[প্রস্থান।

শৈব্যা । বীণা ? সত্য বীণা থেমেছে এখন ?
কোথা পাত্র মনোমত ? কার হাতে দিব ?
কে তুলিবে তেমন ঝঙ্কার ?
পরমেশ ! সকলি তোমার ভার ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

উপবন ।

বীণা ও সখীগণ ।

সখীগণ ।—

গীত ।

বীণা বাজ তো—বীণা বাজ তো—
বিভোরা বীণা মদন-লালসা বাজ তো পুনঃ বাজ তো ।
প্রেম-অমিয়া রূপ অপারা রসধারা বীণা ঢাল তো ॥
মুকুতা উজোরকারী নাগরী,
আঁখিয়া কাজর তাহে উজোরি,
ইন্দিবর-বর প্রবর অম্বর নবকিশোরী বীণা সাজ তো ॥

[প্রস্থান ।

ধীর পদবিক্ষেপে সত্যবানের প্রবেশ ।

সত্যবান । আবার হেথায় নব অপূর্ব্ব সুষমা !
ওই দেখ্ বোন্, তমালের কালো ছায়াতলে

জোছনা-ওড়না গায়ে পরমাসুন্দরী নারী
লুকোচুরি খেলে যেন হেরিয়া মোদের!
ওই—ওই জেগেছে আবার!
ভাল ক'রে দেখ্—ওই যা!
সমীর পরশে লুকালো আবার।

বীণা। দাদা! ওই বুঝি আশা-নারী?
মানবহৃদয় ত্যজি কেন এল
নীরব প্রকৃতিবুকে, জান কিছু তার?

সত্যবান। তুমি সত্যবান-প্রিয়-ভগ্নী,
কিসে হয় তোমার মনের তৃপ্তি,
এই আশা অবিরত মোর।
শৈশবেতে হারা মাতা-পিতা
খুল্লতাততনয়া যে তুমি,
মোর বুকে মুখ রেখে
একদিন সব অশ্রু সাগর প্রমাণ
ঢেলে দিয়ে ভুলেছিলি শোক!

বীণা। দাদা! দেখ—দেখ,
তাল নারিকেল বৃক্ষচূড়া হ'তে
কেড়ে নিয়ে জোছনা সুন্দর
মেঘে শশী আবরিল মুখ;
কাঁপে পাতা, বিচ্ছেদ-বিরহে বুঝি?
ওই শোন প্রতিবাসী কোকিলা দোহেলা
তুলিল করুণ সুর
সহানুভূতি জানাতে বুঝি বা!

ভাই বোনে আবেষ্টনে
জোছনার সাজে এই যে ভ্রমণ,
এই শান্তি রহিত যগ্যপি দাদা আমরণ—

সত্যবান । রহিবে—সত্য করি বলি বোন্,
রহিবে নিশ্চয় ; রাখিব সর্ব্বস্ব ত্যজি
বিনিময়ে সুন্দর জীবন
আমাদের এই খেলা চিরদিন ।

বীণা । আঃ—একি ! পেচক ডাকিল তীব্র !
কেন দাদা, প্রাণ মন কাঁপিল আমার ?

সত্যবান । একি ! সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে থর-থর !
ধরিয়াছি—বোস্ বোন্
বোস্ এই লতাকুঞ্জদ্বারে ;
আয়—দুইজনে নিরজনে
শপথেতে হই লো আবদ্ধ—
পরিণয় কেহ না করিব ।

বীণা । দেখ—দেখ দাদা ! কি বিচিত্র
সুন্দর কুরঙ্গ, সাধ হয় পুষি সযতনে ;
ধ'রে এনে দিবে মোরে ?

সত্যবান । স্বাধীন কুরঙ্গ রঙ্গে ভ্রমে বনে,
ধরা দায়—ধরা কি সে দেয় ?
বীণা ! সাধ ক'রে অধীনতা-নিগড় কঠোর
কে চাহে পরিতে গলে ?

বীণা । তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান—রাজার কুমার,
অবন্তীর ভাবী ভাগ্যপতি !

ধনুর্ব্বাণ নিত্য সঙ্গী তব,
মৃগয়া না জান তুমি ?

সত্যবান। লক্ষ্য মোর সর্ব্বত্র অব্যর্থ ;
কিন্তু বোন্, এ তো নহে
মৃগয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র—কাল !

বীণা। না—না, মারিবে কি হেতু ?
জীববহিংসা জীবের আনন্দে ?
মাত্র ধ'রে দিবে, আমি পুষিব যতনে।

সত্যবান। তাই ভাল ;
লক্ষ্য করি গতিবিধি আমি,
ত্বরা করি আন তুমি ধনুর্ব্বাণ মোর।

[বীণার প্রস্থান।

সত্যবান। ঐ—ঐ পলাইল মৃগ !

ধনুর্ব্বাণহস্তে বীণার পুনঃ প্রবেশ।

বীণা। ঐদিকে, ঐদিকে দাদা—

সত্যবান। [ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া]
এইবার—কই ?—পুনঃ মিশাইল !
একি মায়া ! দেখা দেয়—
লক্ষ্য মাত্রে অলক্ষ্যে মিশায় !
কাজ নাই বোন্,
নিশ্চয় এ মায়া-মৃগ-খেলা।

বীণা। কি সুন্দর অপূর্ব্ব কুরঙ্গ,
সব দিয়ে নিতে হয় সাধ।

দাদা! দাদা! ঐদিকে,
ঐ—ঐ—হান শর—

সত্যবান। [শরত্যাগ] ব্যস্—লক্ষ্য সিদ্ধ,
না—না, কই মৃগ? কোথা মৃগ?
কোথা গেল শর মোর?

গীতকণ্ঠে রক্তাক্তবক্ষে প্রাক্তনদেবীর
পুনঃ প্রবেশ।

প্রাক্তনদেবী :—

গীত।

এই বুকে—ওগো এই বুকে,
বেজেছে বিষম অশনি সমান বিষমাখা বুঝি শরমুখে।
উদার প্রকৃতিকোলে, ছিনু গো সকলি ভুলে,
বিনা দোষে কেন হানিলে বল বাজ ফেলে মোর শত সুখে॥
জ্ব'লে মরি উহু জ্ব'লে মরি, বড় জ্বালা ওগো কিবা করি,
বসন তিতিয়া রুধির ঝরিয়া দরদরে ছোটে শত দিকে॥

[প্রস্থান।

সত্যবান। বীণা! বীণা!
একি জাগরণ অথবা স্বপন?

বীণা। দাদা! ভৌতিক উৎপাত বুঝি!
ভয় হয়, চল—উপবন ত্যজি
ত্বরা করি যাই প্রাসাদেতে।

সত্যবান। বালকের বাহ্য-আবরণে
আবরিয়া কমনীয়া কামিনীর বপু
সুনিশ্চয় মায়ার ছলনা!

বাণবিদ্ধ কৃষ্ণসার বালকের রূপে
গাহিল করুণ গান—
যেন ভবিষ্যের কত কথা দিয়ে বিরচিত।

বীণা । এমন শান্তির রাতে হিংসার প্রভাবে
দেখ দাদা বিমলিনা প্রকৃতি সুন্দরী !

সত্যবান । মরমে দারুণ ব্যথা বাজিল সহসা।
প্রকৃতির সুখকোলে মনসুখে ছিল
সেই মায়ার কুরঙ্গ, আমি কেন তার
সেই সুখে অন্তরায় হ'য়ে
প্রকৃতিতে বিকৃতি সৃজিনু !
শুন ভগ্নী. এই আমি আজি
মোর জননী, জন্মভূমি, মাতা গঙ্গা,
পিতা দ্যুমৎসেন, আকাশের শতেক দেবতা,
আমার ধর্ম্ম ও কোমল মর্ম্ম তুমি বীণা রাণী,
সকলের নামে করিনু শপথ—
আজি হ'তে ধনুর্ব্বাণ অথবা কৃপাণ
কিংবা কোনরূপ মরণ-আয়ুধ
কভু না স্পর্শিব আর !

[ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ]

বীণা । ছিঃ-ছিঃ, কি করিলে দাদা,
তুমি যে শাল্বের ভাবী অধিপতি !
এর পর অগণিত প্রজার সৌভাগ্য-সুখ
করিবারে নিরাপদ, নিয়ত ধরিতে হবে
আয়ুধ ভীষণ ; হয় তো বা রণক্ষেত্রে

রক্ত দিয়ে রক্ত নিতে হবে
যমের দোসর সম !

সত্যবান। হৃদয় পাতিয়া দিব বিপক্ষ অরাতিদলে ;
করুণা, ক্ষমা ও দয়া, এই তিন
আজি হ'তে হইল আমার
শম—দম—দণ্ড বোন্ !

সহসা শৈব্যার প্রবেশ

শৈব্যা। এ তো নহে ক্ষত্রোচিত বাণী—

সত্যবান। মা ! মা ! সন্তান তোমার
অকারণে হয়েছে নিষ্ঠুর,
তাই কি গো করুণার মূর্ত্তিময়ী
বিষম এ সন্ধিক্ষণে আসিলে সহসা ?

শৈব্যা। সত্যবান ! এক পুত্র যতদূর
আদরের হয় জগতেতে,
তা হ'তেও শতগুণ আদর যতনে
লালিত বর্দ্ধিত তুমি হইয়াছ আজনম।
দুই ভাই বোনে
শরতের মেঘশূন্য সুনীল আকাশে
চিন্তাহীন বিহঙ্গমদল সম
মনের আনন্দে ভ্রমিয়াছ এতদিন,
কিন্তু শাল্বের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বিধাতা !
তোমার কি সাজে এ ভাবে
এই নিশ্চিন্ত আলস্যে জীবনদান ?

বীণা! তোমারো বিবাহকাল
অতীতের পথে; আজি নহে কালি
যাবে পরগৃহে। আজিকার কুমারী,
ভবিষ্যে তুমিও হবে সন্তান-জননী।

বীণা। কাকী-মা! দূর হ'তে হেরিলে সংসার
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে;
তাই জীবন রাখিতে চাই
নিরজনে লোকালয়-বাহিরে সতত।
অকালে পুত্রের নাশে
জননীর মর্ম্মঘাতী শোক,
পতিহারা বিধবার করুণ রোদন,
অন্নতরে ক্ষুধিতের দীন আবেদন,
ব্যথিতের শত ব্যথা,
পীড়িতের রোগের যাতনা—
এই তো সংসার? যদি ও সকলে
শান্তি দিতে নাহি পাই শক্তির কণিকা,
তবে কিবা ফল সংসারে প্রবেশি?

সত্যবান। ক্ষণ আগে আমিও জননী
সংসারেতে দিয়েছিনু পদ,
পরিণাম—ভয়াবহ!
অপূর্ব্ব রমণী এক শিশু-আবরণে
বক্ষরক্তে সিক্ত ক'রে চ'লে গেল
গন্তব্যের পথ—পথভ্রষ্ট পদে পদে!
ত্যজিনু বাসনা, করেছি শপথ—

জীবনে না আয়ুধ ধরিব—
একমাত্র আশ্রয় যা সংসাররক্ষার মাতা !

শৈব্যা । পিতা তব ধর্ম্মেতে উন্মাদ,
বাহ্লীক প্রমাদ বাধায় বুঝি
ইন্ধনসঞ্চযে সীমান্তের দ্বারে !
কন্যাকাল অতীত বীণার,
অপরিণয় দোষে
শাল্বরাজবংশ আজি জাতিচ্যুত
সমাজ ও ব্রাহ্মণ-বিধানে ;
পুত্র ! তোমার কি সাজে
উদাসীনভাবে থাকা
এ হেন বিষম কালে ?

বীণা । কিছুতেই নয় । দাদা ! তুলে লও
সযতনে পরিত্যক্ত ধনুটি তোমার ।

সত্যবান । আঃ—স্থির হও বীণা !

শৈব্যা । দুর্ভিক্ষে সাম্রাজ্য যায়,
সীমান্তে রিপুর দল,
রাজ্যমাঝে মহাকাল
"সংহার—সংহার" রবে করিছে নর্ত্তন,
অবন্তীর ভাবী রাজা !
তোমার কি সাজে,
হেন উদাসীনভাবে অবস্থান ?

বীণা । কিছুতেই নয় । যাও দাদা !
গরবে ব'সোগে বীর শাল্ব-সিংহাসনে,

সীমান্তের রিপুদলে বিদলিতে ত্বরা
অভিযানে হওগে প্রস্তুত।

সত্যবান। আর তুই বোন্ রহিবি এমনি ভাবে
নীরব এ প্রকৃতির সুখময় বিজন অঙ্কেতে
সঙ্গীহারা উদাসপরাণে ?

শৈব্যা। সত্যবান !

সত্যবান। কেন মা ?

শৈব্যা। না পালিবে আদেশ আমার ?

সত্যবান। গর্ভে স্থান—শিক্ষাদান—ভরণ-পোষণ,
সকলি তো তোমারি জননী !
মাতা পুত্রে ভেদ কি কখন হয় ?
পালিব আদেশ তব,
কিন্তু অহিংসার মধুমন্ত্রে
নিরোধিব শত্রু-আক্রমণ।
তবে—তবে—কোথা রবে বীণা ?
পার্শ্বে রহি বীণা নাহি ঝঙ্কারিলে
কোনো সত্যে সত্যবান সমর্থ না হবে।

শৈব্যা। নহে শুধু রাজ্যের শাসন,
দুই ভাই বোনে
কর গিয়া সমাজের সন্দেহভঞ্জন।

সত্যবান। একমাত্র ভরসা,
তোমার ঐ চরণের আশীর্ব্বাদ মা গো !
আয় বীণা !

[উভয়ের প্রস্থান।

শৈব্যা। অভিশাপ—পুত্রের নিধন।
হয় তো বা অদৃষ্টলিখন—মরিবে তনয়
পিতা-মাতার জীবিত দশায়!
নিমিত্ত কারণ—দ্বিজ।
কি সাধ্য নরের প্রাণ ল'য়ে
বাল্যখেলা করা? পারে না যাহারা
হেথা মরা প্রাণ আবার ফেরাতে,
তাহারা কি পারে কভু
আয়ু হরি মরণ দানিতে?
এ সংসার কর্ত্তব্যে গঠিত,
নিশ্চেষ্টের স্থান হেথা নয়।
বানপ্রস্থে ঈশ্বরসাধনা
কবির কল্পনা মত বাস্তবরহিত।
তপস্যায় যদি কিছু পাই,
কেন না বিলাই তাহা
সত্যান্বেষী মানবসমাজে?
বিধি-ভেদে আশ্রম চারি মায়ার জগতে।
একই চুম্বন বণিতা ও দুহিতার মুখে,
শুধু ভাবের প্রভেদ।
পূজা এক—দেবতাও এক,
শুধু অধিকারী এক হ'য়ে
বহুধা বিভক্ত হয়
জ্ঞান, ভাব, সংস্কারভেদে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন।

গীতকণ্ঠে মাখনা ও চন্দনার প্রবেশ।

গীত।

চন্দনা।— ফুরিয়ে গেছে বনের মধু হ'য়ে আছি তালকাণা।
আপনি খেতে পাই না রে ঠাঁই, শঙ্খ্বা তুই দুখ হ' না॥

মাখনা।— শুক্নো চাকে খোঁচা মেরে, দেখ্বো ঝরে কি না ঝরে,
ফুল থেকে ফল হ'লো দেখে ভৃঙ্গ আমার আন্‌মনা॥

চন্দনা।— বেচবো কি আর হাটে, যদি ভরিস্ মধু পেটে,
জানিস্ ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে গেলেও আছে ধানভানা॥

মাখ্না।— তুই ফুটিয়ে দে লো ফুল, গন্ধে আসুক্ অলিকুল,
ভুল ক'রে আর মূল খাবো না করিস্‌নি আর প্যানপ্যানা॥

মাখ্না। এখন মধু তো আর পাওয়া যাবে না।

চন্দনা। মধু পাওয়াও যাবে না—বিক্রীও হবে না।

মাখ্না। সে কি?

চন্দনা। সহরে বিষম ব্যাপার! যে রকম তোড়জোড়, তাতে শীগ্‌গীর রাজা-রাজড়ার মধ্যে একটা যুদ্ধ্ বাধ্‌বে।

মাখ্না। কেন—যুদ্ধ বাধ্‌লে কি মধু খেতে নাই?

চন্দনা। না বঁধু, তা নয়; মধু পাবে কোথা? বেচ্‌তে যাবে কে?

মাখ্না। ভয় কি, তুই তো আর যুদ্ধ কর্‌তে যাচ্ছিস্ নি!

চন্দনা। ওরে মিনসে! যুদ্ধ্ বুঝি বেধেছে—ঐ দেখ!

মাখ্না। আয়—এই ঝোপটায় গা ঢাকা মেরে শোনা যাক্, ফস্ ক'রে দেখা দেওয়া হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবালীক ও কাত্যায়নের প্রবেশ।

দেবালীক। বাবা কাতু, এইবার কোল থেকে নেমে পা দু'খানার একটু সদ্ব্যবহার কর না বাবা, কোমর যে ভেঙ্গে পড়্লো!

কাত্যায়ন। তা হ'লে ঘোড়া-ঘোড়া খেলার মত আমায় নিয়ে চল—

দেবালীক। সর্ব্বনাশ! আদুরে ছেলের বায়নাকে বলিহারি! তবে এস বাবা, এইখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চল্‌তে আরম্ভ করা যাবে।

কাত্যায়ন। সেবার মায়ের সঙ্গে যখন মামার বাড়ী যাচ্ছিলুম, আর মা কেমন গড্‌গড্ ক'রে কোলে ক'রে যাচ্ছিল—আর তুমি পার না?

দেবালীক। তোমার মা যে পূর্ব্ব জন্মে কুম্ভকর্ণের মেয়ে ছিল বাবা!

কাত্যায়ন। বাবা! তুমি পালিয়ে এলে, বদ্ধ বাধ্‌লে যদি খোঁজে?

দেবালীক। চুপ—চুপ, বাতাসের কান আছে বাবা; অন্য কথা কও। হ্যাঁ দেখ, থাক্‌বে মামার বাড়ী—খালি খেলিয়ে বেড়িও না, প'ড়ো বাবা প'ড়ো! লড়াইয়ে কি হয় বাবা—খালি মানুষ মারা! আর লেখা-পড়ায় বাবা—রামার বিষয় নিয়ে শ্যামাকে রাতারাতি বড়লোক ক'রে দিতে পারা যায়। আচ্ছা বল দেখি বাবা—"দুগ্ধ হইতে ছানা মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।" এ ক্ষিদে তেষ্টার সময় আর কি বাজে প্রশ্ন কর্‌বো বাবা? বল তো চাঁদ, এই 'দুগ্ধ' কি কারক?

কাত্যায়ন। কেন, পেটের অসুখকারক?

দেবালীক। ধন্য রে আমার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ! এইবার বল দেখি, 'দুগ্ধ' কোন পদ?

কাত্যায়ন। চতুষ্পদ।

দেবালীক। আহা রত্নগর্ভা, এমন সময় তুমি বাপের বাড়ী ব'সে—ছেলের বিদ্যের দৌড়টা শুন্‌লে না!

কাত্যায়ন। কেন বাবা, হ'লো না? ও—তুমি গরুর দুধের কথা বল নি বুঝি? মাই-দুধ? তা হ'লে দ্বিপদ।

দেবালীক। ভয় হ'চ্ছে বাবা তোমার সম্বন্ধে; অনেকগুলো ম'রে হেজে তুমি জন্মেছ,—পায়ে চোরের বেড়ী, গলায় ফাঁসির দড়িতে কাণা কড়ি, মাদুলির কাঁড়ি, বাঘের নখ, সোনাবাঁধানো আমড়া তো আছেই, এইবার মুদ্দফরাসের চুলিকাটা কোদালভাঙ্গা এনে পরিয়ে রাখ্‌তে হবে—কি জানি, বিদ্যের ভারে দম আট্‌কে না ম'রে যাও!

মাখনা ও চন্দনার পুনঃ প্রবেশ।

মাখ্‌না। হ্যাঁগা ঠাকুর, তুমি কে?

চন্দনা। ছেলে নিয়ে কোথায় চলেছ গা?

কাত্যায়ন। বাবা! মা—

দেবালীক। ছিঃ বাবা, বল্‌তে নেই।

কাত্যায়ন। কেন বাবা, তুমিই তো বলেছ "মাতৃবৎ পরনারীষু", তা হ'লে এ তোমার বৌ?

চন্দনা। ওরে মিন্‌সে—

মাখ্‌না। চুপ কর্ না মুখ্যু মাগী! বিদ্যেয় তাই বলে।

চন্দনা। ও মা—ভাগ্যিস্ বিদ্যে শিখিস্ নি!

মাখ্‌না। কথার জবাব দিচ্ছ না যে! কি রকম লোক তুমি?

দেবালীক। তুই বেটা বামুনের পায়ে মাথা খুড়ে মাথায় ধুলো নিলি নি যে? কি রকম শূদ্দুর তুই?

চন্দনা। কেন—শুধু শুধু পায়ের ধূলো নিতে যাবে কেন? তুমি কে আমার সাত পুরুষের নাউখোলা এলে গা?

মাখ্না। তোমার মত বামুনের পায়ের ধূলো নেবো কেন? ছেলে-বেলায় মাই দিয়ে সারাটা জীবন তোমার জন্যে কেঁদে মরেছে, সেই বুড়ো মাকে যখন শত্রুরা বেঁধে মার্‌ছে, তখন তাকে বিপদে ফেলে পালাচ্ছ!

দেবালীক। ওরে বেটা, আমার মা বহুদিন মরেছে, গয়ায় পিণ্ডি অবধি হ'য়ে গেছে।

চন্দনা। যেখানে জন্মেছ—যে দেশে বড় হয়েছ—যার বুকের রক্তর মত জিনিষ খেয়ে বেঁচে আছ, সেটা বুঝি মা নয়?

কাত্যায়ন। বাবা! "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—বেশী তর্ক ক'রো না—বুনো জাত, মেরে বস্‌বে।

দেবালীক। ওরে মাগী, বলি শোন্।

চন্দনা। শুন্‌বো কি? আড়ালে ব'সে সব শুনেছি।

দেবালীক। আমি যে বামুন—যুদ্ধ যে আমার নিষেধ!

মাখ্না। কেন—আরও তো কত কাজ আছে!

দেবালীক। কে তোরা? এই, তুই কি বল্‌ছিস্?

কাত্যায়ন। বাবা! আর এগিয়ো না—"অঙ্কস্থ বামা গতি"—বামার অঙ্কে ঝাপিয়ে পড় বাবা!

মাখ্না। যম একবার বই কি আর দুবার নেবে?

দেবালীক। তাই তো!

কাত্যায়ন। বাবা! "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

দেবালীক। তুই থাম্ বেটা! আমার ছেলে হ'য়ে ডাংপিটে হ'তে চাস্?

মাথ্না। যাও—ফের, বামুনের ছেলে—দেশে ব'সে চণ্ডীপাঠটাও করগে না !

কাত্যায়ন। বাবা ! আমায় আট্‌কিও না বাবা—আমি চল্লেগ !

[প্রস্থান।

দেবালীক। ওবে—এই—ওরে শোন্,—সর্ব্বনাশ কর্‌লে—ওরে—বাপ পিতামহ যে পিণ্ডি পাবে না রে—

[প্রস্থান।

মাথ্না। দেশ কি হয়েছে বুঝ্‌ছিস ?

চন্দনা। আহা, রাজার তা হ'লে বড়ই বিপদ বল্ ! বিপদের দিনে সঙ্গীরা পালাচ্ছে।

মাথ্না। মরুক গে ! আমরা এই কাজ কর্‌বো, কারুকে দেশ ছেড়ে পালাতে দেবো না ; এই পথ ছাড়া শাল্ব সহর ছেড়ে পালাবার আর অন্য পথ নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অলিন্দ।

দ্যুমৎসেন ও দেবালীক।

দ্যুমৎসেন। বল কি, ত্রিগর্ত্তরাজ তা হ'লে সত্যই যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌লেন?

দেবালীক। আজ্ঞে, ঠিক যুদ্ধ নয়—

দ্যুমৎসেন। আবার নয় কি রকম? সীমান্তের দেব-মন্দির চূর্ণ করেছে তো?

দেবালীক। আজ্ঞে—ধূলিসাৎ—

দ্যুমৎসেন। পুরোহিতকে বন্দী করেছে তো?

দেবালীক। আজ্ঞে বন্দী নয়, হত্যা করেছে।

দ্যুমৎসেন। তবে আবার যুদ্ধ নয় কি রকম?

দেবালীক। আজ্ঞে! তবে ত্রিগর্ত্তরাজ বাহ্লীক প্রচার করেছেন যে, সমাজভ্রষ্ট শাল্বরাজের দ্বারা দেব-মন্দির কলঙ্কিত হ'চ্ছিল, তাই তার ধ্বংসসাধন কর্‌লেন।

দ্যুমৎসেন। সমাজভ্রষ্ট?

দেবালীক। শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ বাহ্লীকের শরণাগত রাজন্ —প্রতিকারের জন্য, আপনার বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত কর্‌বার জন্য।

দ্যুমৎসেন। হুঁ! তুমি এখানে কেন? তুমিও তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?

দেবালীক। সে কি কথা মহারাজ?

দ্যুমৎসেন। তুমি কয়দিন অনুপস্থিত ছিলে কেন?

দেবালীক। একমাত্র পুত্রকে নিরাপদ রেখে আস্তে।

দ্যুমৎসেন। পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—না? তোমরা আমাকে সংবাদ দেবে, না আমি তোমাদের গুপ্ত সংবাদ দিচ্ছি! আশ্চর্য্য, না?

দেবালীক। ক্ষমা করুন মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। আমার কোষাগার লুঠ কর্‌লে কে?

দেবালীক। দস্যুগণ।

দ্যুমৎসেন। কারা?

দেবালীক। তা কেমন ক'রে বল্‌বো?

দ্যুমৎসেন। কোষাধ্যক্ষ তুমি—তুমি বল্‌বে না তো বল্‌বে কে? তোমার শ্যালকগণই এই দস্যুতার নায়ক কি না? যাও—চ'লে যাও, তোমার ছায়াস্পর্শেও মহাপাপ—

দেবালীক। ক্ষমা করুন মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা কর্‌লে অনন্ত নরকের দ্বার উন্মোচিত করা হয়।

চৈতকের প্রবেশ।

চৈতক। আর নিরীহ আশ্রম-মৃগকে হত্যা কর্‌লে অনন্ত স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয়—কেমন?

দ্যুমৎসেন। একি! কি কদাকার—

চৈতক। হ্যাঁ—হ্যাঁ কদাকার; শুধু আকৃতিতে নয়, জন্মে—কর্ম্মে। এই দেখ, কুষ্ঠ রোগ সবে মাত্র দেখা দিচ্ছে; যেটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাও বিনষ্ট কর্‌তে—বিধাতার অসম্পূর্ণতাটা ব্রাহ্মণের অভিশাপে সম্পূর্ণ কর্‌তে। কিন্তু ক্ষত্রিয়! তবু আমি ব্রাহ্মণ, সমাজের শাস্ত্রে—ব্যবহারে—লোকাচারে; তুমি আমার পদধূলি মাথায় তুল্‌তে বাধ্য।

দ্যুমৎসেন। কে তুমি উন্মাদ?

চৈতক। কে আমি? ক্ষত্রিয়! তোমার কাছে "ব্রাহ্মণ" কে, তুমি-ই মীমাংসা কর না কেন?

দেবালীক। কি উদ্দেশ্যে, কার আদেশে এখানে প্রবেশ করেছ?

চৈতক। মহাশয়ের ঔরসদাতা নিশ্চয়ই বশিষ্ঠ আর গর্ভধারিণী অরুন্ধতী?

দেবালীক। পরিহাসের স্থান এটা নয়।

চৈতক। আহা, তা তো নয়-ই! অজানা একটা ঋষি আর একটা স্বর্গের বেশ্যার সমাগমে জন্ম নিয়েও ক্ষত্রিয়ের তোষামোদ এখন পর্য্যন্ত করতে পারিনি; আপনি যখন সেটাতে বিশেষ অভ্যস্ত, তাতে অমন ঔরস আর গর্ভ না হ'য়ে যায় না।

দেবালীক। প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রহরী—

দ্যুমৎসেন। স্থির হও। কার আদেশে এখানে এসেছ?

চৈতক। আদেশ মনের—প্রাণের—ব্যভিচারের; উদ্দেশ্য—অত্যাচার প্রতীকার জন্য রাজসমীপে আবেদন।

দ্যুমৎসেন। কি এমন অত্যাচারে তুমি প্রপীড়িত?

চৈতক। বিধাতার অত্যাচারে গর্ভে জন্ম, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে পিতামাতার অত্যাচার, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের, দেশের ও দশের অত্যাচার, আর উপস্থিত তোমার রাজ্যের অত্যাচার।

দেবালীক। রাজসমীপে শীঘ্র তোমার অভিযোগ শেষ ক'রে নাও ব্রাহ্মণ!

চৈতক। প্রতিকার হবে?

দ্যুমৎসেন। প্রতিকারের যোগ্য হ'লে—

চৈতক। মনে কর অযোগ্যই হ'লো!

দ্যুমৎসেন। ক্ষমতার মধ্যে হ'লে—

চৈতক। প্রতিশ্রুতি দাও!

দ্যুমৎসেন। শাল্বরাজের বাক্য শপথ অপেক্ষা মূল্যবান।

চৈতক। তোমার রাজ্যে, রাজপুরীর সীমানামধ্যস্থিত উপবনে একটা নিরীহ আশ্রম-মৃগ হত্যা হ'লো। অকারণে—মাত্র লালসাতৃপ্তির জন্য!

দ্যুমৎসেন। গুরুতর অপরাধ। সে মৃগ কি তোমার পালিত?

চৈতক। ধ'রে নাও—নয়; অভিযোগের অধিকারী তা হ'লে আমি নই? দশের বিপর্য্যয়—অনাচার চক্ষে দেখ্‌লেও ব্যষ্টির তা হ'লে সম্বন্ধ না থাক্‌লে প্রতিকারের অধিকার নাই—কেমন?

দ্যুমৎসেন। অবশ্যই আছে ব্রাহ্মণ!

চৈতক। তা হ'লে বিচার চাই।

দ্যুমৎসেন। দেবালীক! সন্ধান নাও; উন্মাদের কথা সত্য হ'লে এর প্রতিবিধান কর।

চৈতক। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমার ধর্ম্মে কি রাজা?

দ্যুমৎসেন। পক্ষকাল কোন তপোবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গো-ব্রাহ্মণের সেবা।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। যদি সে রাজার নিকট-আত্মীয় হয়?

দ্যুমৎসেন। দণ্ড, ব্যবস্থা, সকলের প্রতি—সকল অবস্থায় সমান।

শৈব্যা। সত্যবান!

সত্যবানের প্রবেশ।

শৈব্যা। আশ্রম-মৃগহত্যার জন্য তোমার এক পক্ষকালের জন্য নির্ব্বাসন—রাজার বিচারে—

বীণার প্রবেশ।

বীণা। কোন্ বিধিমতে ?

শৈব্যা। রাজধর্ম্মে।

দ্যুমৎসেন। যদিও একমাত্র পুত্র তুমি আমার, তথাপি আর্য্যশাসনাধিকারে বিপ্লব আন্‌তে আমি বাৎসল্য-মায়ায় আবদ্ধ হ'তে পারি না।

সত্যবান। প্রয়োজন নাই পিতা! অনুমতি করুন, এই দণ্ডে প্রায়শ্চিত্তসাধনে অগ্রসব হই।

বীণা। আমারি প্ররোচনায় দাদা মৃগহত্যা করেছে; কাকা! অনুমতি করুন, আমিও দাদার সহিত প্রায়শ্চিত্তসাধনে অগ্রসর হই।

দেবালীক। উচিত—উচিত।

দ্যুমৎসেন। আঃ—চুপ কর দেবালীক! ব্রাহ্মণ! মৃগ যদি তোমার হয়, তা হ'লে রাজপুত্র ও রাজকুমারীকে তোমার আশ্রমসেবার জন্য নিয়ে যাও।

চৈতক। এস রাজপুত্র—এস রাজকুমারী—

সত্যবান। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা! সেবাবৃত্তিসাধনের শক্তি যেন তোমার অলক্ষ্য আশীর্ব্বাদে পাই জননী! [রাজা ও রাণীর পদধূলি গ্রহণ]

দেবালীক। বেশভূষা অলঙ্কারে আর তোমাদের অধিকার নাই।

বীণা। চুপ্ কর চাটুকার নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! উপযুক্ত দাস-দাসী সঙ্গে দিন মহারাজ! রথ প্রস্তুতের আদেশ দিন!

শৈব্যা। বৃথা! সেবকের ও সকলে প্রয়োজন ?

সত্যবান। ভাল শিক্ষা দিলে গো জননী!
জন্ম-জন্মান্তরে তব ঋণ শোধনীয় নয়।
বীণা! শুন কথা, মোর সঙ্গ কর পরিত্যাগ।

দিনান্তে শাকান্ন, হয় তো বা
উপবাসে কেটে যাবে কত দিন—
কঠিন কঙ্করপূর্ণ ধরণী-শয্যায়
ব্যোম-আচ্ছাদনে অনাবৃত দেহে,
কেমনে—কেমনে তুই কুসুম-কোমলা,
সহিবি যাতনা ?
ওকি—চক্ষে কেন জল ?
ধর এই শিরস্ত্রাণ, কেঁপো না এমন—
মাতৃপদে দাও উপহার।
মণিমুক্তাময় কণ্ঠী খুলে নে ত্বরায় !
ধর্ এই বহুমূল্যবান্ মাল্য ;
এইবার হস্ত-শোভা যত খুলে নে ত্বরায় !

বীণা। আমি যাবো সাথে ; এক বৃন্তে
দুটী ফুল মত এতদিন রহি
কি সাধে ফেলিয়া যাও ?

সত্যবান। তবে খুলে ফেল অলঙ্কাররাশি।

বীণা। আশীর্ব্বাদ কর মহারাজ—

দ্যুমৎসেন। মঙ্গল হোক্।

শৈব্যা। পথের কুশল হোক্। পরিপূর্ণভাবে প্রায়শ্চিত্ত সাধনান্তর পক্ষকাল পরে আবার এস।

দ্যুমৎসেন। এ ভাবে এসো না ; যদি রাজপুরীর—রাজবংশের কালিমা—যেটা তোমার দ্বারা সৃজিত হ'চ্ছে, সেটা দূর করতে না পার, তা হ'লে এক পক্ষকাল তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে সমাজের চক্ষে পুরীটা যে পবিত্রতায় থাক্‌বে, তার ধ্বংসসাধন ক'রো না।

শৈব্যা। কি?

দেবালীক। আহা, বুঝতে পার্‌ছো না রাণী, রাজার অভিপ্রায়?

শৈব্যা। চুপ্ কর তোষামোদোপজীবী ব্রাহ্মণ! অনধিকার চর্চ্চায় রত হ'য়ো না।

দেবালীক। যে আজ্ঞে।

শৈব্যা। মহারাজ! তা হ'লে তোমার কথার অর্থে বুঝ্‌লেম যে, বীণা যদি পক্ষকালমধ্যে আপন পতি নির্ব্বাচন কর্‌তে না পারে, তা হ'লে তার প্রাসাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দ্যুমৎসেন। হাঁ—সমাজেরও এই অভিমত; পরোক্ষে এই উন্মাদ ব্রাহ্মণও সেই অভিমত জানাতে এসেছে।

শৈব্যা। পুত্র সত্যবান—আজকের ভিখারীবেশে যে পাশে দাঁড়িয়ে—কাল যে রাজ-রাজ্যেশ্বরবেশে শাল্ব-সিংহাসনে ব'সে শাসন করবে, তারও কি সেই অভিমত?

দ্যুমৎসেন। পুত্রের মতামত প্রদানের সময় এখন নয়।

সত্যবান। কেন পিতা, ভগিনীর সুখ-দুঃখের বিচার মীমাংসায় ভ্রাতার কি অধিকার নাই?

বীণা। দাদার মত আমিও কি চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌তে পারি না?

দেবালীক। না; শাস্ত্রমতে রমণী পরিণত বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ কর্‌তে বাধ্য—

শৈব্যা। যতই তার মন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ থাকুক্ না কেন? নিজের মনের প্রাণের এমন কি চিন্তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কদাকার পুরুষ হ'লেও, অনন্যোপায়ে বালিকা নিজের ভাগ্য ন্যস্ত কর্‌তে বাধ্য! কি সুন্দর সামাজিক তোমার বিধি-ব্যবস্থা!

চৈতক। অবশ্য; সৃষ্টির সহায়কল্পে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন অবশ্য-করণীয়।

দেবালীক। তুমি ঠাকুর যেমন কর্‌ছ। যাক্—তা হ'লে পক্ষান্তে স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করা হোক্—

বীণা। স্বয়ংবর! দীন নারায়ণসেবা
জীবনের মূল ব্রত যার,
সে কি কভু একজনে স্বয়ংবরে
দিতে পারে জন্মভরা আহুতি প্রেমের?

সত্যবান। নারী কি পারে না রাখিতে নীরেলা
জীবন সুন্দর আজনম দশের সেবায়,
পুরুষের প্রায় কৌমার্য্য-ব্রতটি ধার?

চৈতক। সৃষ্টির শৈশব হ'তে হেন বিধি
কোন দেশে কোন ভাবে হয়নি চালিত।

শৈব্যা। বিধি? কেবা দিল? কে রচিল বিধি?
স্রষ্টা কিংবা সৃষ্ট?
সত্যেতে মনুর বিধি
ত্রেতার খণ্ডিত হ'লো যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে,
পুনরায় দ্বাপরেতে সাঙ্খ্যও লিখিত,
পরাশর কলির বক্ষেতে,
নিত্য নব বিধি ও ব্যবস্থা
করিবে প্রচার দেশ, দশ, বুঝি!
চিরকুমার, শপথে আবদ্ধ অগস্ত্য যখন
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার অংশ ল'য়ে
সৃজিলা অপূর্ব্ব নারী 'লোপামুদ্রা' নাম,

পরে প্রকারে জনক হ'য়ে,
কোন্ বিধিবলে বিবাহ করিল তারে ?
কার ব্যবস্থায়—কাহার বিচারে ?

চৈতক। 'জননী রমণী-তত্ত্ব' সৃষ্টির চাতুর্য্য।
কে বুঝিবে সে রহস্য-লীলা ?

বীণা। রহস্য কি—অতীব সরল দ্বিজ!
হ'লে প্রয়োজন, কোন বিধি
পারে না রাখিতে পঙ্গুভাবে
মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যত।

সত্যবান। সত্য বোন, সত্য তোর এই তত্ত্ব-কথা।
ব্রাহ্মণ ত্বষ্টার পুত্র বিরাটেবে
বিনা অপরাধে হত্যা করি,
পরে অভিশাপ ডরে
যজ্ঞঘাতী নহুষে বসাল ইন্দ্র
স্বর্গের আসনে—কি কারণে ?
প্রয়োজন হয়েছিল তাই—
নতুবা অসংখ্য সৎকর্ম্ম সাধিয়া এ ভবে
তবু নর পায় না যে অধিকার,
সেই স্বর্গ-সিংহাসনে
যজ্ঞঘাতী নহুব কি পায় অধিকার ?
ইন্দ্র-আবেদনে রাবণের অস্ত্রগুরু
অগস্ত্য তাপস ধনুর্ব্বাণ সনে
রাবণের মৃত্যু-মন্ত্র কোন্ বিধিবলে
রক্ষ-অরি শ্রীরামেরে করিল প্রদান ?

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! ভীষণ সংবাদ!
সীমান্তের দুর্গ অধিকৃত বাহ্লীকের করে;
পঙ্গপাল মত আসিছে ত্রিগর্ত্ত-সেনা
শাল্ব-রাজ্য অধিকার হেতু।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। সত্যবান্! কোনটা প্রকৃত হেথা?
দেশ ও সমাজরক্ষা কোন্টা অগ্রেতে?

সত্যবান। আয় বীণা,
যাই মোরা সামাজিক দণ্ড ভুঞ্জিবারে।

চৈতক। তাই এস কুমার-কুমারী—

সত্যবান। কোথা? তোমার সাথেতে?
সমাজবিচ্যুত, মাণ্ডব্য-ঔরস—
অপ্সরার গর্ভ যার, তার সনে?
তা যদি সম্ভব হ'তো,
তা হ'লে কি জড়পিণ্ড করি
রাখিত বিধাতৃগণ
শিষ্য চন্দ্র-ঔরসেতে গুরুপত্নী
তারার গর্ভেতে জাত বুধেরে কখনো?

চৈতক। মহারাজ! একি বিধি পুনঃ?

দ্যুমৎসেন। রাজা হেথা মূক, রাজত্ব বিপদগ্রস্ত—

শৈব্যা। সমাজ তো নহে,
সত্যবান! হও আগুয়ান ব্রাহ্মণের সনে।

সত্যবান। এমন সোণার বিশ্ব দেখেছি যা হ'তে,
মানব বলিয়া গর্ব্ব যাহার কারণ,
পাইয়াছি নর-নরায়ণ-সেবা-অধিকার—
স্বর্গেরও দুর্লভ নিমিত্তে যাহার,
সেই মাতা তুমি—চিরপূজ্যা—
দেবতারও আরাধ্যা জননী!
বুঝ মাতা সন্তানের হৃদয়-আবেগ।
উভয় সঙ্কট এবে!
ত্যজিয়াছি আয়ুধ যে জনমের মত,
কেমনে মা রিক্তহস্তে যাই গো সমরে?

শৈব্যা। আমার আদেশ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য অর্পিয়া আমায়—

বীণা। আর তর্ক চলে না হেথায়।
পদধূলি ল'য়ে দাদা,
চল—হই আগুয়ান!

দেবালীক। মহারাজ! আমিও ব্রাহ্মণ।
প্রকারে রমণী যদি পুত্রের সহিত
সমাজের বিরুদ্ধ আচারে যায়,
ক্ষমা আর না করিব হেথা—

চৈতক। অভিশাপে ভস্মিব সকলে।
সাবধান রাজা! ক্ষমার আধার বিপ্র—

শৈব্যা। শিষ্য উতথ্য যখন প্রচেতা গুরুরে
দক্ষিণা দানে এক কোটী স্বর্ণ মুদ্রা তরে
কুবেরের দ্বারে হ'য়ে উপস্থিত

অভিলাষ অপূরণ হেতু
দেন অভিশাপ অকারণে,
তখন কেমন ক্ষমার আধার বিপ্র—

সত্যবান। মা! মা! পদে ধরি, হ'য়ো না চঞ্চল;
ধৈর্য্যেতে অতুল্যা তুমি,
এক পুত্র নির্দ্দিষ্ট দিনের তরে
হারাতে জননী কেন হও বিচঞ্চল,
শাল্ব-রাজ্যের অগণিত পুত্রের পালিকা?

বীণা। কাকা! দাও পদধূলি; পক্ষকালমধ্যে
পরিণয়-সূত্রে গাঁথিয়া জীবন,
তোমার মহৎ মান করিব প্রোজ্জ্বল।

শৈব্যা। তবে সত্যবান,
আশীষ লইয়া হও আগুয়ান্।

সত্যবান। একি মা, বিদায়ের কালে
পদ্মপলাশ লোচন তব জলসিক্ত কেন?
কোথা গেল সেই হাসি অধরে নয়নে,
কোথা গেল দৃষ্টি মনোরম?

দ্যুমৎসেন। সত্যবান! হও অগ্রসর
প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থে মৃগবধ হেতু।

দেবালীক। না—না, বিবেক ফিরেছে মোর,
দেশ আগে, পরে সমাজ শাস্ত্রের বিধি।

সত্যবান। একি পিতা!
একি মাননীয় কোষাধ্যক্ষ দ্বিজ?
সম্মুখেতে একি দৃশ্য ভয়াবহ?

মদগর্ব্ব সম্রাটের করস্থিত ভীম দণ্ড
উর্দ্ধোত্থিত বিচূর্ণিতে নিরীহ প্রজার
অগণিত শির যত।   শাস্ত্রের বর্ত্তমান
তথা ভাবী ভাগ্যবিধাতা দু'য়ের
করুণার দ্বারে তারস্বরে করিছে রোদন—
তুই বল্ বোন্, কি করি এখন ?

বীণা। আর ঐ দেখ দাদা, শান্ত তপোবনে
নিরুপদ্রবে তুলি সাম-গান
বেদান্তের অগ্নি-বাণী দীপ্ত লেলিহান্
ভাবী ভাগ্যবিধাতার সম্বর্দ্ধনা হেতু,
ভারতের ভারতত্ত্ব—জাতির মাধুর্য্য,
ধর্ম্মের গূঢ়ত্ব সনে জ্ঞানের সুষুপ্তি !

সত্যবান। তুলে নে তুলে নে বোন্ আপন বক্ষেতে
সংসারের মহত্ত্বমণ্ডিত পবিত্র উষ্ণীষ,
ঐ সানন্দে তুলেছে দ্বিজ পরাতে আমায়।
ক্ষোভে অভিমানে বাহুবদ্ধ বক্ষেতে জনক
চাপিয়া রেখেছে যত সমাজ-লাঞ্ছনা,
ভীতিপ্রদ ভুজঙ্গম সম ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে
চেতনা-প্রলুব্ধ ঐ চৈতক ব্রাহ্মণ
অভিশাপে ভস্মিতে জগৎ,
তীব্রনেত্রে বসুধার লক্ষ্যে
উপবীত ছিন্নতরে হয়েছে উদ্যত ;
মা—মা—রক্ষা কর—
রক্ষা কর দারুণ সঙ্কটে !

শৈব্যা । আর আমি হে মহত্ব ল'য়ে
নারীরে ঋষিত্ব দিতে দাঁড়ায়ে সম্মুখে
অগণিত সন্তানের বক্ষরক্তে সাজিয়া সুন্দর,
যমের নিয়ম দলি—তব তরে অসি ল'য়ে—

সত্যবান । আরও ভয়ঙ্কর ! কে কোথায় আছ,
বাজাও কালের ভেরী,
সাংখ্যের প্রকৃতি হেথা
পুরুষের জড়ত্ব নাশিতে
অশিবের বক্ষের উপর !
ঐ বাসবের বজ্রের নিনাদ,
ভেঙ্গে পড়ে আকাশ মাথায়,
প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে
ব্যাপৃত ভুবন, বসুধা চঞ্চল !
ফেলে দে মা—ফেলে দে কৃপাণ,
রৌদ্র রূপ কর্ সম্বরণ,
এইবার কোলে নে মা—
কোলে নে সন্তানে তোর !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

চিন্তামগ্ন বাহ্লীক।

বাহ্লীক। অগণিত মানবশোণিতে করি স্নান
দিনান্তে ডুবিল ভানু পশ্চিম সাগরে।
নিশার আঁধারে বিজয়ী আনন্দে,
অপমান বহি শিরে কালিমা-বদনে
পরাজয়ী বসিয়া বিরলে;
ভ্রাতৃহারা ভ্রাতার, পিতা তনয়ের,
আত্মীয় আত্মীয়-শোকে ভাসায় ধরণী।
উষার অরুণোদয়ে পুনঃ হবে
মৃত্যু-লীলা ভয়ঙ্কর!
রণশ্রান্ত তনু,
নাহি চাহে বিশ্রামের অবসর—
কি জানি, কেন বা!
দেখি যদি রমণীকণ্ঠের সুধা
পারে তৃপ্তি দানিতে আমায়!
কৈ—কোথায় নর্ত্তকীগণ?

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ।

নর্ত্তকীগণ ।—

গীত ।

কাজল-কালো আঁধার হিয়াতে আমরা পারি গো জ্বালাতে আলো ।
শত শরতের প্রভাতী রাগিণী বিধাতা মোদের কণ্ঠেতে দিল ॥
চোখে মুখে বুকে ঈষৎ চমকে,
জোছনা ঝরণা পলকে চলকে,
চন্দন-বীথি উজরি মারুতি সুবাস সুষমা ঢাল গো ঢাল ॥

শ্বেতকেতুর প্রবেশ ।

শ্বেতকেতু । অপরিচিতা কিশোরী জনেক
রাজ-দরশনপ্রার্থী ।

বাহ্লীক । নারী !—এ নিশীথে !—কোথা হ'তে ?
কোন্ জন—কি উদ্দেশ্য ল'য়ে ?

শ্বেতকেতু । রাজার আত্মীয় অতি,
শাম্বেতে বসতি—

বাহ্লীক । বিশ্রামে ব্যাঘাত ;
যাও—পাঠাও হেথায় ।

[শ্বেতকেতুর প্রস্থান ।

ক্ষণতরে অবসর লহ এবে
নর্ত্তকী সকল, রহ অপেক্ষায় বহির্দ্দেশে,
প্রয়োজন মত আহ্বানিব পুনঃ ।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

কেবা আসে এ বিষাদ-দিনে
আত্মীয়তা জানাতে আবার !

বীণার প্রবেশ ।

বীণা । মহারাজের মঙ্গল হোক্ ।

বাহ্লীক । কে তুমি কুমারী ?
কোন্ প্রয়োজনে আমার সদনে ?

বীণা । শাল্বপ্রজা, আসিয়াছি মহারাজ
করুণার দ্বারে তব
সন্ধি-রূপ ভিক্ষাপাত্র-করে ।

বাহ্লীক । সন্ধি ? কেন ? কেবা তুমি ?
কি সম্বন্ধ এ সমরে তব ?
কোন্ পক্ষ তোমার বাঞ্ছিত নারী ?

বীণা । তুমি নিজ আধিপত্য বর্দ্ধনের তরে
রণরঙ্গে মত্ত মহারাজ,
প্রতিবাদে শাল্বের ঈশ্বর
মৃত্যুমুখী অসিকরে তাণ্ডব নর্ত্তনে ;
মধ্যস্থতা হেতু অশ্বপতি মদ্রের নৃপতি
শাল্ব পক্ষে দিয়াছেন যোগ ।
নিরীহ বেতনভুক্ নিঃস্বার্থ মানব যত
জীবন আহুতি দিতে পরস্পর শক্রতাসাধনে ।
কাঁদিয়াছে প্রাণ—আত্মহারা তাই
পশিয়াছি ব্যাঘ্রের বিবর সম
তোমার শিবিরে সন্ধির প্রার্থিনী হ'য়ে ।

বাহ্লীক। শত ধন্যবাদ কর্ত্তব্যে তোমার ;
কিন্তু জেন' নারী, নারীর ঋষিত্ব শোভে
সাংখ্য দর্শনেতে মাত্র,
আর উপনিষদের হৃদয়পঞ্জরে ;
প্রকৃতিশাসক বাহ্লীক না মানিবে কথনো
নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ভবে—
যেটা ঋষিত্ব নামে চলেছে এ যুগে।

বীণা। নারীর ঋষিত্ব গর্ব্ব আছে যাহাদের—
তাহারা নেমেছে যুদ্ধে, আসে নাকো
কভু তারা জড় পুরুষের দ্বারে
ভিক্ষাপাত্র-করে বাঞ্ছার পূরণে।

বাহ্লীক। ধন্যবাদ সাহসে তোমার,
ধন্য শক্তি তোমার কুমারী !
সুনিশ্চয় "নারী-ঋষি" আখ্যায়িকা
শৈব্যার পালিতা, তারি বিদ্যালয়ে
ছাত্রীগণমধ্যে হবে শ্রেষ্ঠা তুমি !
মোর অনুমান অভ্রান্ত—

বীণা। ত্রিগর্ত্তের ভাগ্যের বিধাতা যিনি,
তার অনুমান অলীক হয় না কভু।

বাহ্লীক। তবে তুমি আমারি বাঞ্ছিতা
শাল্বরাজ-সহোদরকন্যা
ভুবনমোহিনী বীণা ?
সরোবর অগ্রসর পানীয়বক্ষেতে
তৃষিত সদনে, একি লীলা বিধাতার ?

বীণা । সন্ধি তবে হবে না রাজন ?

বাহ্লীক । হবে, বিনিময়ে তব ।
পার যদি মোর কণ্ঠে মাল্যদানে—

বীণা । সে মীমাংসা সন্ধিসূত্রে
পরস্পর আবদ্ধের পর ।

বাহ্লীক । জান, চিরশত্রু আমি শাল্বের চিরদিন ?

বীণা । না, হয়েছ সম্প্রতি ।
পূর্ব্বেতে যোগাতে কর,
সীমান্তের দ্বাররক্ষা ভার
শাল্ব প্রদেশের তোমার উপর ।

বাহ্লীক । কি সাহসে এসেছ রিপুর ঠাঁই ?

বীণা । কতবার জানাবো বেদনা ?

বাহ্লীক । ভ্রাতা তব সত্যবান বন্দীভাবে
আছে এই শিবিরের এক অংশে
পাষাণ স্থাপিত বক্ষে—

বীণা । আছি অবগত । এসেছিল ভাই মোর
নিরস্ত্রে আহতের সেবাকার্য্যে,—
বন্দী করি তারে, কলঙ্ক-কালিমা
আরও গাঢ় মসীলিপ্ত করেছ রাজন্ !

বাহ্লীক । ভেবেছ কি পরিণাম তব ?

বীণা । সর্ব্ব অত্যাচার সহিবার
ক্ষমতা না ধরি
আসি নাই রিপুর মন্দিরে ।

বাহ্লীক । বন্দী করি রাখি যদি ?

বীণা। হস্তে পদে লৌহের নিগড়,
বক্ষেতে পাষাণ দিয়ে
নির্ব্বাত আঁধার স্থানে রাখিবে তা জানি—

বাহ্লীক। আরও ভয়ানক দণ্ড !

বীণা। প্রস্তুত তাহাতে।
অন্ন-জল না করিয়া দান
ধীরে ধীরে মৃত্যুর যাতনা দিবে,
অবিরাম বেত্রাঘাতে—

বাহ্লীক। না—না, তা হ'তে ভীষণ !

বীণা। অর্দ্ধমৃত আহতের করুণ রোদন—
যাতনার দৃশ্য মর্ম্মন্তুদ,
এ হ'তে অধিক জ্বালা—

বাহ্লীক। আছে ; ভাব নারী,
রমণীর কি যাতনা অতীব ভীষণ ?

বীণা। এঁ্যা !

বাহ্লীক। কৌমার্য্যের ব্রত তব
চূরমার ক'রে দিব আগে,
পরে অঙ্কে বসাবো তোমায়
পত্নী জ্ঞানে সুচতুরা !

বীণা এঁ্যা ! তবে ?
এ চিন্তা তো আসে নি পূর্ব্বেতে !

বাহ্লীক। এস নারী, জানু পরে মোর—

বীণা। কৈ ইন্দ্র তব ঘন গুরুনাদ,
কোথায় বাসুকী তব তীব্র অষ্ট ফণা ?

বাহ্লীক। অরণ্যে রোদন সম
নিষ্ফল এ আবেদন তব।
কে আছে হেথায় নারী,
আমার কবল হ'তে রক্ষিবে তোমায় ?

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। আছে দাসী সহধর্ম্মিণী তোমার।
বাহ্লীক। আরে নারী কদর্য্যা কুৎসিতা ;
কেন এলে হেন কালে হেথা ?
পুষ্প। আমি যে সহধর্ম্মিণী তোমার।
যখনি ধর্ম্মের পথে হবে বিচলিত,
তখনি আসিয়া সহায় হইতে
একমাত্র অধিকার মোর।
বাহ্লীক। আমি জীবনে না চাহি তোরে ;
কেন প্রতি পদে বাধাদানে
অপমানে কর আবাহন ?
পুষ্প। আমার স্থাপিত পবিত্র মন্দির
হবে কলুষিত পশুর লীলায়,
আর আমি সীমন্তে সিন্দূর,
হস্তে লৌহ-চিহ্ন ল'য়ে
অবিরোধে সহিব তাহাই ?
বীণা। কে তুমি গো দেবী,
বচনেতে ঝঙ্কারিছ শত বেনুধ্বনি ?
পুষ্প। তোমারি অপর মূর্ত্তি।

একদা আমারও আছিল বালা
পরিপূর্ণ কৌমার্য্যের সরমজড়িত মন—

বাহ্লীক। যাও—কর স্থানত্যাগ,
নহে প্রহরীর করে হবে বিলাঞ্ছিত।

পুষ্প। সাথে দাও কুমারীকে যেতে,
অবিলম্বে ত্যজিব এ স্থান।

বাহ্লীক। যাও—যাও—[পুষ্পকে.বেত্রাঘাত]

বীণা। উঃ ! মা—মা ! চ'লে যাও,
আমি ভাগ্য বিলাইয়ে দিয়ে
ভাগ্যের বিধাতা পায়ে, এসেছি হেথায়
সব দুঃখ সহিবারে সতী !

পুষ্প। সতীর মন্দিরে তাও কি কথনো হয় ?
[বাহ্লীকের প্রতি] পায়ে ধরি,
আন ক্ষণতরে সুগতি তোমার—

বাহ্লীক। যাও—দূর হও—[বেত্রাঘাত]
এখনো নীরবে ? পদাঘাতে
চল তবে পথে—[পদাঘাত]

বীণা। চ'লে যাও দেবী !
আর যে পারি না সতী এ দৃশ্য দেখিতে!

বাহ্লীক। দূর হও জনমের তরে—

[গলদেশ নিপীড়ণে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ ও পুষ্পের প্রস্থান।]

বীণা। করুণার অবতার ! ধাতার এমন রাজ্যে
একি বীভৎস তোমার লীলা
বুঝিতে না পারি !

বাহ্লীক ।　　বুঝিবে এবার।
সপত্নীর আশঙ্কা বিগত—
পত্নীরে করেছি দূর,
তবে কেন দ্বিধা বরাননে,
এমন সৌন্দর্য্য ফুটায়ে এ আঁধার শিবিরে ?

বীণা ।　　দূর হ'তে দেখ শুধু,
পাবে তৃপ্তি অতি মনোরম ।
আকাঙ্ক্ষাতে অতীব মাধুর্য্য,
ভোগে তো তৃপ্তির অন্ত !
যতক্ষণ গাছে থাকে ফুটন্ত গোলাপ,
ততক্ষণ মধুরতা তার ;
স্পর্শে বা আঘ্রাণে
শুষ্ক মল্লিকার সনে পার্থক্য কোথায় ?

পুষ্প ও সত্যবানের প্রবেশ ।

পুষ্প　　ঐ হের রাজার দুলাল!
কি দশায় ভগ্নী তব পড়েছে বিপাকে ?

বাহ্লীক　　কোন্ জন মুক্তি দিল তোমা ?
এই দণ্ডে শিরশ্ছেদ তার ।

পুষ্প ।　　অবনত শির পদেতে তোমার ।
কোথা অস্ত্র ?　শীঘ্র হত্যা কর মোরে,
জীবন্তে এ দৃশ্য সহ্যের অতীত !

বাহ্লীক ।　　শুন যুবরাজ !　পাটরাণী হবে ভগ্নী তব ।
চ'লে যাও—ক্ষণতরে রহ বহির্দ্দেশে,

পিয়াসা মিটিলে আহ্বানিয়া তোমা
আত্মীয়তা-আলাপন করিব বিরলে।

সত্যবান। উঃ—ভগবান!
একমাত্র সত্যেরে আশ্রয় করি
বিনা অস্ত্রে এসেছি সমরে
আহত আতুরের সেবা-ব্রত ধরি।
মরেছে অজেয় বৃত্র,
মৃত্যুঞ্জয়ী রাবণও গিয়াছে শেষ
মৃত্যুর কবলে একমাত্র রমণী-ধর্ষণে,
সুর্পনখা নারীর লাঞ্ছনা হেতু
শেল-চিহ্ন সৌমিত্রীর বুকে—

বাহ্লীক। উপদেশ পরে; স্থান ত্যাগ কর অচিরাৎ,
নতুবা হারাবে প্রাণ অকালে হেথায়।

বীণা। দাদা! চ'লে যাও—নিরাপদে রাখগে জীবন,
মোর ভাগ্যে যা আছে তা হবে!

সত্যবান। তোরে ফেলি' সিংহের কবলে—

বাহ্লীক। বৃথা কালব্যাজ—চ'লে যাও সত্যবান!

সত্যবান। পদ যে ওঠে না,
মন যে চাহে না হ'তে অগ্রসর স্বইচ্ছায়—

বাহ্লীক। তবে দূর হও—

শ্বেতকেতুর প্রবেশ।

শ্বেতকেতু। মহারাজ! আত্মরক্ষা করুন সত্বর;
সহসা রন্ধনশালা হ'তে

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ আসি লেগেছে শিবিরে,
ঐ হের ক্রমে অগ্নি ব্যাপৃত চৌদিকে—

[প্রস্থান।

সত্যবান। আয় বোন্! আত্মরক্ষা করি আগে,
পরে পুনঃ স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিয়ে
এই দৃশ্য করিব সমাধা।

[বীণা সহ প্রস্থান।

বাহ্লীক। [পুষ্প প্রস্থানোদ্যত হইলে বাধা দিয়া]
তুই কোথা যাবি? এখনো বিলম্ব আছে
অনলের আসিতে হেথায়, তার পূর্ব্বে
দূর করি জনমের মত তোরে।
পথে পথে ভিখারিণী সমা—

পুষ্প। জান, আমি কে তোমার?
পথে নিরাশ্রয়ে তব সম দস্যুর কবলে
যায় যদি নারী-ধর্ম্ম মোর,
বাড়িবে কি সম্মান তোমার?

বাহ্লীক। ঠিক্! দাঁড়া! নারীর সৌন্দর্য্য কেশ,
ছুরিকায় কেটে দিই তোর—

[ছুরিকা দ্বারা বীণার কেশ কর্ত্তন]

না—না, তবুও রয়েছে রূপ শক্তি-আকর্ষণী!
আরক্তিম গণ্ডস্থল হ'তে
তুলে লই মাংস সুকোমল!

[ছুরিকা দ্বারা পুষ্পের গণ্ডস্থল হইতে মাংস কর্ত্তন]

হাঃ! হাঃ! হাঃ! এইবার চ'লে যাও,

চাহিবে না ভ্রমেও কখনো
তোর পানে কেহ।

বীণা। ভগবান! অবসান ছবি তবে—

[প্রস্থান।

বাহ্লীক। চ'লে গেল, ভাল হ'লো—ঘুচিল জঞ্জাল।
একি—এলো অগ্নি প্রকোষ্ঠে আমার!
কৈ বীণা—কতদূরে গেল বীণা এত স্বল্পক্ষণে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মদ্ররাজপুরী-সংলগ্ন উদ্যান।

গীতকণ্ঠে সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী।—

গীত।

কত কথা জাগে মনে ওগো থেকে থেকে।
কি যেন কে যেন নেমে আমারে ডাকে।
প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ যদি,
কেন অনুরাগে ফুল নিরবধি,
বাসে ভ্রমরা মলয়া-পরাগ মাখে।
দুহিতা মাতা ভগিনী স্ত্রী,
চারিরূপা নারী জগতশ্রী,
এ বাণী পীযুষবাহী ভারতে রাখে।

সাবিত্রী ।   আচার্য্যের মধু উপদেশে
সঞ্জীবিল প্রাণ আজিকার প্রাতে ।
দাসী, শিষ্যা, সখী ও তন্ময়ী,
এই চারি ভাবে স্বামীসেবা দানে
বিভু-ভক্তি আদর্শতা
জানায় নিয়ত নারী ঋষিত্ব-গরবে
সংসার-রূপ তপোবনমাঝে ।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ ।—

গীত ।

চুপি চুপি চুরি ক'রে পালিয়ে যায় ঐ ভোমরা বঁধু ।
সুবাস মেখে উদাস বাতাস শীষ দে' ফিরে গেল শুধু ॥
বিরহে গড়াগড়ি দেয় শেফালী, মানের কান্না কাঁদেন অলি,
ফাঁকতালে ঐ নগ্‌দা নাগর প্রজাপতি লোটেন মধু ॥
চুপ্ চুপ্ চুপ্ করিস্‌নিকো গোল, ফিরিয়ে নতুন ভোল,
বোল্‌তা আকাট ভাঙ্গবে কপাট ঘুম জাগাতে হাড় জ্বালাতে শুধু ॥

[প্রস্থান ।

সাবিত্রী ।   নির্ব্বিকারচিত্তে মোর সহচরীগণ
নেচে গেয়ে যাপিছে জীবন ।
এ সুন্দর কৌমার্য্যের খেলা
কেন নিরদয় বিধি, ভেঙ্গে দাও
যুবতী-জীবনে পরিণয়-পরিণামে ?

অশ্বপতি ও মালবীর প্রবেশ।

অশ্বপতি। সাবিত্রী! সাবিত্রী! কেন মা বিরলে?
বহুক্ষণ তব অন্বেষণে ভ্রমিতেছি মোরা,
আর তুমি হেথা চিন্তামগ্নহৃদে
কাহার চিন্তায় আছ আত্মহারা?

মালবী। বালিকা-বয়সে আচার্য্যের পাশে
উপনিষদের কূট তর্ক এসে
ঘটাতেছে বিপর্য্যয় কন্যার আমার।
কাজ নাই রাজা,
সাবিত্রীর বিদ্যাশিক্ষা আর।

সাবিত্রী। পিতা! এত শীঘ্র ফিরিবে যে তুমি
ত্রিগর্ত্ত-সমর হ'তে বিজয়-তিলক-ভালে,
এ যে স্বপনের অগোচর!

অশ্বপতি। সমরের হয় নাই শেষ।
মদ্রের বিজয়-বাদ্য বেজেছে সর্ব্বত্র,
মাতুয়ারা নট নারাযণ সুরে চিরদিন;
কিন্তু সাবিত্রী, ত্রিগর্ত্ত-সমরে শুধু
বাজিল প্রথম পরাজয়ে জয়-জয়ন্তীর
করুণ রাগিণী মদ্র-বাদ্য হ'তে।
কেন জান? প্রাণ বিচঞ্চল তব অদর্শনে;
তাই মাতা, পরাজয়-কালিমা-বদনে
যুদ্ধের প্রথম ভাগে
রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরিয়াছি দেশে।

মালবী ।   একমাত্র কন্যা তুমি,—
শত পুত্র সম আমাদের পাশে ।
রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী,
বিপদেতে দুর্গা তুমি—
ধৈর্য্যে অন্নপূর্ণা ;
তোমা হেন কন্যা-রত্নে
কার হাতে করিব অর্পণ,
এই চিন্তা প্রবল মোদের ;
এই কারণেতে রণে ভঙ্গ দিয়ে
ফিরেছেন রাজা অপমান-শিরে ।

সাবিত্রী   কি দুর্দ্দৈব মাগো !   আমার কারণ
পিতা মোর কলঙ্ক-কালিমা ল'য়ে
ফিরিলেন মদ্র-রাজধানীমাঝে !
কি হবে মা ?   দাও উপদেশ—
কি করিলে পিতৃমান হইবে বর্দ্ধিত ?

মালবী ।   পঞ্চদশ বর্ষ হয়েছে অতীত,
ষোড়শের পদার্পণে ঊর্ম্মিমালা
তোলাপাড়া করে কান্তির সাগরে তব ।
শুধু নহে ধর্ম্ম নষ্ট, জাতি-কুল যায়—
নষ্ট হয় বংশের গরিমা ।
বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী তুমিই ভাবহ মনে,
রাজার জীবনে বাকী কি রহিল আর ?

সাবিত্রী ।   বড় ব্যথা বাজিল পরাণে
শুনি এই নিদারুণ বাণী তব মুখে ।

আমার কারণ—স্নেহময় পিতা মাতা
এত মনোক্লেশে যাপিছ জীবন ?
সর্ব্ব চিন্তা সনে অশান্তি-কারণ
প্রকৃত আমিই এখন পিতা ও মাতার।
কহ কি উপায় মা গো!
প্রাণ দিলে হয় কি গো প্রতিকার মাতা ?

অশ্বপতি। সম্প্রদানকাল উপস্থিত তব,
কিন্তু তথাপি মা ত্রিভুবনে কোন জন
তব তরে নহে প্রার্থী সমীপে আমার।
ইচ্ছিয়াছি পাঠাইব তীর্থভ্রমণেতে তোমা ;
তীর্থেতে খণ্ডিত হবে কর্ম্মদোষ যত,
মন প্রাণ হইবে পবিত্র,
বহু সাধু সজ্জনের সনে হবে পরিচয়।
আমি অযোগ্য জনক,
আমা হ'তে হ'লো না সাধন
পিতার কর্ত্তব্য যত দুহিতার তরে।
নিজে তুমি পতিনির্ব্বাচনে
উদ্ধার করহ মোরে মহাদায় হ'তে।

সাবিত্রী। এমন যাতনা দিতে কন্যার জনম!

অশ্বপতি। জানি আমি, স্থিরবুদ্ধি, কর্ত্তব্য ও
শাস্ত্রজ্ঞানপরায়ণা বুদ্ধিমতী তুমি,
এই গুরুভার বহনেতে সম্পূর্ণ সমর্থা,
তাই পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
এই নিদারুণ বাণী শুনামু তোমায়।

মালবী ।　　সহায়তা হেতু দিব সাথে
　　লোক জন সেবক-সেবিকা ।

অশ্বপতি ।　　প্রাচীন অমাত্য যত হবে সাথী তব ;
　　তাহাদের ল'য়ে তীর্থে তীর্থে
　　নগরে নগরে ভ্রমি'
　　পতিরূপে তুমি মনোনীত
　　করিবে যাহারে, বিনা বিচারেতে
　　তারি করে সম্প্রদান করিব তোমায় ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

নিবিড় অরণ্য ।

গীতকণ্ঠে প্রাক্তনদেবী ও পুরুষকারের প্রবেশ ।

গীত ।

প্রাক্তন ।— তুমি বহু বাসনায় চাহ প্রাণপণে, আমি বঞ্চিত করিয়া দিই ।
　　তুমি তিলে তিলে রাখ যুগ যুগ ধরি, সেই সঞ্চিত কাড়িয়া লই ॥

পুরুষকার ।—আমি ফিরিয়ে আনি হারাণো ধন, অসম্ভবে করি সাধ্যসাধন,
　　কেমন চাবুক মেরে ঘুরাই তারে, অদৃষ্ট যা বল্‌ছ গো সই ॥

প্রাক্তন ।— তুমি সারাটি দিন খেটে মর, মাথার ঘর্ম্ম ফেলে দর-দর,
　　মিল্‌লো নাকো মজুরী তুই দিনভিখারী,
　　　　বল পুরুষকারে জুটলো কই ?

পুরুষকার।—তবু দেবো নাকো তোমার দোহাই, যতই বিফল হোক্, নাই—নাই,
আমি নবীন ভাবে তেজের রাগে, ঘুরিয়ে দেবো সাবেক বালাই॥

উভয়ের প্রস্থান।

সত্যবান ও বীণার প্রবেশ।

সত্যবান। হে অচিন্ত্য অব্যক্ত নারায়ণ !
রক্ষা কর ভগিনীরে মোর।
ত্রিরাত্র অতীত উপবাসে
প্রাণ মন নৈরাশ্য-তরাসে,
পথশ্রমে পদ যে ওঠে না তোর।
আয় বোন্. বোস এই অশ্বথের তলে
আমি খাদ্য ও পানীয় দেখি
কতদুর কি করিতে পারি
এই গহন কাননে !

বীণা। না—না দাদা, সঙ্গছাড়া হ'য়ে
পারিব না তিলার্দ্ধ রহিতে।
চারিদিকে শত্রুচর সন্ধানে মোদের
নানা বেশে নানা রূপ ধরি।
ক্ষুধা ও পিপাসা নাই,—
তোমার মুখের পানে চাহি যবে,
সব ক্লেশ দুর হয় মোর।

সত্যবান। নাহি ভয়—ক্ষণকাল রহ হেথা,
অতি ত্বরা ফিরিব আবার।

বীণা। যদি বন্দী হও—একা ল'য়ে যাবে,

নিপীড়ন একাকী সহিবে,
দূরে রহি কেমনে সহিব তাহা !
তার চেয়ে দুইজনে এক সাথে রহি
বন্দী হবো একটি শৃঙ্খলে,
একই বেতের ঘায়ে দুইজনে
সহিব নীরবে যত অত্যাচার ।

সত্যবান । হ'য়ে ক্ষত্রিয়সন্তান আয়ুধ ত্যজিয়া
বুঝি পরিণামে এই পরিণাম !
হয় তো বা পরাজয়ে অত্যাচারে
প্রপীড়িতা জন্মভূমি মোর,
হয় তো বা পিতা বন্দী,
হয় তো বা বাহ্লীক-পীড়নে
এতক্ষণে তারস্বরে কাঁদিছেন
জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা জনক আমার !
কাজ নাই আত্মগোপনের ;
ছেড়ে দে বোন্ !
ক্ষত্রিয়সন্তান—রাজার কুমার
বনবাসে—দীনবেশে—গুপ্তভাবে !
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বোন্,
ধরা দিই বাহ্লীক-শিবিরে ।

বীণা । তুমি যদি ধৈর্য্যহারা হেন,
তবে কোথায় আমার ঠাঁই ?

সত্যবান । ঐ খেদ—ঐ চিন্তা শুধু.
কোথা ঠাঁই তোর !

সকল বন্ধন ছিন্ন করি, হে বিধাতঃ !
কেন এই মায়ার শৃঙ্খলে
আবদ্ধ করিলে পদ ? ওহোঃ—বীণা !
হ'লো না—হ'লো না মোর আত্মসমর্পণ ;
ঐ শোন্ পিতার ক্রন্দন,
ঐ গৃহচ্যুত নাগরিকগণ
কাঁদে আকাশ কাঁপায়ে,
ঐ—ঐ নারী-নির্য্যাতন !

আহত অবস্থায় গীতকণ্ঠে পুরুষকারের প্রবেশ।

পুরুষকার।—

গীত।

জালিয়ে দেছে কুঁড়ে আমার, দেখ বেতের ঘায়ে রক্ত ঝরে।
মেরেছে ছেলে ও ভাই সামনে আমার নিঠুর ভরে॥
কেড়ে নেছে পত্নী মেয়ে,
ওগো বুকে পাথর দিয়ে,
ভাঙ্গা মানের ব্যথা প্রাণের জানাই বল ধরায় কারে ?

[প্রস্থান।

বীণা। ওঃ—প্রাণ ফেটে যায় !
না—না, আর না রোধিব ;
তুমি যে রাজার ছেলে—
ক্ষত্রকুলে লভেছ জনম,
দু'দিন পরেতে শাস্ত্র ভোগ্য তব,
প্রজাদের মান প্রাণ ধর্ম্মের রক্ষক !

ভাই! ঝাঁপ দাও—ত্বরা করি
দাও ঝাঁপ অত্যাচারস্রোতে।

সত্যবান। তুই বীণা একাকী রহিবি পথে,
কে দেখিবে সুখ-দুঃখ তোর?
যাক্ রাজ্য—হোক্ অত্যাচার
চরম সীমায়, ডুবে যাক্
জগত সংসার! নিরাশ্রয়া বীণা,
তোর ভাই আমি; চল বোন্,
যাই আরও—প্রকৃতির আরও
অন্ধকারভরা শান্তির কোলেতে। [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে প্রাক্তনদেবীর প্রবেশ।

প্রাক্তন।—

গীত।

ওগো হারিয়েছি যে দানবকরে রমণীর রমণীয় যেটা।
তারস্বরে কেঁদেছিনু রাখ্‌তে ধরম বৃথাই সেটা॥
আহা ব'লে কেউ এলো না, সতীত্ব তাই ফিরিল না,
বিধর্ষিতা আমি নারী, চোখের জলে বোঝাই এটা॥
দৈত্য দানার কবলগত, শাল্বের সৌন্দর্য্য যত,
বন্দী রাজা অত্যাচারে রাণীর দিশা করবে কেটা?

[প্রস্থান।

বীণা। এখনও নীরব ক্ষত্রিয়সন্তান!
শাল্ব যে অরাতিকরে,
বন্দী রাজা—নিরুদ্দিষ্টা রাণী;
না জানি কি মোহে
এখন' নিশ্চল তুমি বীরবংশজাত!

সত্যবান। নিরস্ত্রে ? হোক্ অস্ত্রহীন,
তবু যাবো অত্যাচার করিতে বিনাশ।
আয় বোন্, চল্ তবে
রণচণ্ডী নামে শুভ যাত্রা করি!

বীণা। এস ; বিভুপদে মাগি সর্ব্বত্র কুশল।
বিজয় লব্ধে এলে অবসর
একবার ভগিনীর করিও সন্ধান।
যদি থাকি এ জগতে,
রহিব হেথায় এই গহন কাননে ;
যদি মরি—লিখে যাবো এই বৃক্ষপত্রে,
ক'রো পাঠ, মনের বাসনা মোর
কি ছিল—কতদূর কিবা পুরিয়াছে,
পুরিবার কত অবশিষ্ট ছিল।

সত্যবান। সেকি! তুই না যাইবি সাথে ?
তবে—তবে—ওহো—

বীণা। আজি আর দণ্ড কয় অবসানে
রজনী প্রভাতে হবে পক্ষকাল
অবসান ; ভুলিছ কেমনে
সমাজের বিধি ও নিষেধ ?
বিনা পরিণয়ে অবন্তীতে
কোথা মোর স্থান ?

সত্যবান। উঃ—আর যে পারি না বোন্
দেহখানা রাখিতে সরল,
চল্ বোন্, খুজি কোন বিশ্রামের স্থান ;

তোর কোলে মাথা রেখে,
সর্ব্বংসহা বসুমতীবুকে
অঙ্গ ঢেলে নিদ্রার ধ্যানেতে
ভুলি গিয়ে জগৎ সংসার।

[উভয়ের প্রস্থান।

চৈতকের প্রবেশ।

চৈতক। বাঃ—বাঃ! মনোরম চক্র বিচালিত
লো নিয়তি, করেছে তোমার।
বিপদে চরিত্র গড়ে
পৃথিবীতে জীবন্মৃত আশাহীন যারা,
ঐ আদিম তত্ত্ব তুমি মাত্র পার
ঘুরাইতে নৈরাশ্যের কশাঘাতে শুধু।
সমাজের বুকে তরবারী ভরে
রাজ্যজয়ে মত্ত রে বাহ্লীক!
দেখে যা এ অরণ্যের মাঝে,
কি ভাবে হৃদয় জয় হয়
স্নেহ-রূপ আয়ুধে সুন্দর!

মাখনা ও চন্দনার প্রবেশ।

মাখনা। প্রণাম বাবাঠাকুর!
চৈতক। না—না, অভিবাদন, সাদর আহ্বান,
সম্মান কি সহানুভূতি,
কিছু নাই মোর তরে রে বন্য পুরুষ

সেই ধাতার জগতে, যে ধাতা
মোরে দিল এই ঘৃণ্য কুষ্ঠ রোগ,
আর সত্যবানে সুন্দর কমনীয়
তনু মনোরম। সত্যবানের বিধাতা
কভু হয় নাকো চৈতকের ধাতা।

চন্দনা। আহা বাবাঠাকুর, তোমার এ রোগে বড় যাতনা, না?

চৈতক। কিছু না; প্রথমের জঠর-যাতনা,
তারপর সংসারের, তারপর সমাজের—
না—না, কে তোরা হেথায়?

মাথ্‌না। আমি মাথ্‌না—এ চন্দনা, আমরা বুনো। মধু-টধু বেচি—বনের ফল খাই,—এই আধা পশু আধা মানুষ—

চৈতক। কেবা ঐ নারী?

মাথ্‌না। ওরে মাগী, পালিয়ে আয়।

চন্দনা। ভয় কি, চিবিয়ে খাবে না তো!

মাথ্‌না। গিলে গিলে—রসোগোল্লার মত টক্ ক'রে গিলে—

চৈতক। কহ সত্য কেবা ঐ নারী?

মাথ্‌না। আজ্ঞে বাবাঠাকুর, কি বল্‌বো—দু'জনে একসঙ্গে থাকি—

চৈতক। পত্নী, স্ত্রী তব?

চন্দনা। আজ্ঞে সেটা কেমন ক'রে বল্‌বো? আপনাদের সভ্যদের মত মন্তর প'ড়ে, বরযাত্রী খাইয়ে, এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে বিয়ে তো হয়নি—

চৈতক। গান্ধর্ব্ব-বিবাহে বদ্ধা সহধর্ম্মিণী তোমার?

মাথ্‌না। কি রে মাগী, বাবাঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে, সহমরণে যাবি কি না?

চৈতক। সহধর্ম্মিণী ; তুমি স্বামী,
স্বষ্টিতত্ত্বে পুত্রও আবার—

চন্দনা। ছিঃ ছিঃ দেবতা, ও কথা ব'লো না।

চৈতক। হাঁ ; স্বামী প্রবেশি জায়ার গর্ভে
পুত্ররূপে অন্য শরীরেতে।
পুত্র পিতার আত্মজ ;
মাতা রম্ভাগর্ভজাত আমি
মাণ্ডব্য-প্রতীক,
মাণ্ডব্যও প্রকারে চৈতক।

মাখ্না। ওরে মাগী, শাস্তবে যে তোকে গুরুস্থানীয়া ক'রে তুল্‌লে—

চন্দনা। তাই তো বলি, তোকে না খাইয়ে খেতে ইচ্ছে করে না কেন ?

চৈতক। দম্পতী !

মাখ্না। ও বাবা, দম ফাট্‌বে ব'লে শাপ দেয় যে !

চৈতক। পিপাসার্ত্ত আমি ;
বিধাতার প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক
সম ও অসমধর্ম্মী পদার্থের
যত অত্যাচার,
সব মোর সহ্যের ভিতর ;
কিন্তু অসহ্য এই জঠরের জ্বালা !
পানীয়—তৃষার্ত্ত ;
পার করিবারে এই উপকার ?
আমি নাহি চাই, চাহিছে জঠর।

মাখ্না। আহা ব'সো—ব'সো দেব্তা। আয় মাগী, জল খুঁজে আনি।

[মাখ্না ও চন্দনার প্রস্থান ।

চৈতক। উঃ, দারুণ যাতনা ক্ষত পরে মোর !
কীটের—জীবাঙ্কুর,
অতি ক্ষুদ্র সংসার-অর্ণবে,
তাহাতে কাতর ? স্বধর্ম্ম।
জন্ম হ'তে প্রবৃত্তি-তাড়না—
স্বতঃসিদ্ধ। যূপকাষ্ঠে
দ্বিখণ্ডিত ছাগ—পদগুলি তার
আকুল ব্যাকুল কিয়ৎকাল
ঐ প্রবৃত্তি-তাড়নে।
কেন—কেন এ ভাবে রহিনু ভবে ?
আজ যদি পিতা মাণ্ডব্য-আশ্রমে রহি
পরিণয়ে বদ্ধ হ'য়ে কাটাতেন কাল,
হয় তো বা এই পিপাসার কালে
আনিতে পারিত পত্নী সুস্নিগ্ধ পানীয় !
ওহো, কেন—কেন আমি এরূপ জীবনে ? [পতন]

বীণার প্রবেশ।

বীণা। প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে
শান্তিময়ী নিদ্রাকোলে
নিশ্চিন্তেতে ঘুমায়েছে দাদা ;
এই অবসর। পক্ষকাল অতীত মুহূর্ত্ত,

ওই ভানু রথের উপর উদয় অচল পথে,
আর না—আর যে পারি না অপেক্ষিতে;
পূর্ণভাবে উদিলে তপন
চ'লে যাবে পিতৃকুলমর্য্যাদা-গৌরব,
স্বর্গচ্যুত হইবেন পিতৃপিতামহগণ,
জাতিচ্যুত খুল্লতাত শাস্ত্রের ঈশ্বর।
দাদার অজ্ঞাতে চুপি চুপি
গাঁথিয়াছি মালা—কার গলে দিই?
ক্ষমা কর দিনমণি!
যতক্ষণ নাহি পাই মানবদর্শন,
ততক্ষণ উঠিও না প্রভু
বংশেতে কালিমা দিতে:
নাহিক বিচার, যেবা হোক্—
যারে পাবো তারে মালা দিব;
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী কি নির্ধন,
পুণ্যাত্মা অথবা পাপী,
যারে পাবো তার কণ্ঠে
বরমাল্য করিব অর্পণ।

চৈতক। কোথায় পালালি দম্পতি রে তোরা,
পিপাসায় যায় প্রাণ—

বীণা। এঁ্যা। ভগবান দিবাকর!
ধ্রুব সত্য তুমি; আবেদন মাত্রে
রাখিলে বংশের মান।
সমীরণ সনে ধর্ম্মসাক্ষ্যে

তোমার সাক্ষাতে রবি !
পতি ব'লে মালা দিনু কুষ্ঠরোগী গলে ।

[চৈতকের কণ্ঠে মাল্যদান]

চৈতক । এঁ্যা—একি ! কে তুমি ? কে তুমি ?

বীণা । নব পরিণীতা ভার্য্যা—সহধর্ম্মিণী,
সুখ দুঃখে অংশভাগিনী তোমার ।

চৈতক । ওহো—তু—মি ! কি করিলে
রাজার ঝিয়ারী ? অতি দীন,
কুষ্ঠরোগী, বিধাতার অভিশাপে
ক্লীবতা এসেছে দেবী
জরাজীর্ণ বয়সে আমার,
কি সাধে বরিলে তুমি ?
ফিরাইয়া লহ মাল্য—

বীণা । ত্রিলোক-আদর্শা মহীয়সী রম্ভার গর্ভেতে,
জগদ্বরেণ্য যমের শাসক মাণ্ডব্য-ঔরসে জাত
সুপণ্ডিত দার্শনিক মনস্তত্ত্ববিশারদ
সুবিখ্যাত তুমি, একি বাণী শুনে বীণা
শ্রীমুখে তোমার ? বিবাহ কি কামের
বন্ধন মাত্র ? সতীচক্ষে
পতি কি কুৎসিত কভু ?
পুরুষের সংযোগ ব্যতীত
অস্বীকার্য্য রমণীর পৃথক অস্তিত্ব ।
অসম্পূর্ণ স্ত্রী যে সতত ;
পুরুষ সম্পূর্ণ—আগুণ যেমন ।

জ্যোতিঃ, প্রভা, শিখা
প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে
অগ্নির মাঝেই রহে বিদ্যমান।

চৈতক। কে তুমি গো মহামহীয়সী,
বেদান্তের কূট ব্যাখ্যা জানালে আমায় ?
ওহো, তুমি শিষ্যা শৈব্যার।
কোথা রাণী! দেখে যাও
পরাজিত চৈতক হেথায়,
উচ্চকণ্ঠে গাহি তব জয়
জানাতেছে নারীর ঋষিত্ব আদর্শ জগতে।
আয় নারী-ঋষি !
আয়—আয় সহধর্ম্মিণী আমার,
এই নে—এই ছুরিকায় বক্ষবিদারণে
তপ্ত শোণিতেতে স্থাপিলাম ললাট-সৌন্দর্য্য,
সিন্দূরের বিনিময়ে সধবার চিহ্ন অপরূপ।

[বক্ষরক্ত লইয়া বীণার সীমন্তে অর্পণ।]

সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। বীণা! বীণা! কোথা গেলি ?
হাঃ বিধাতঃ, কেড়ে নিলে
দুর্দ্দিনের সাথীরে আমার !
একি! বীণা? একি! কি অপূর্ব্ব !
ললাটে সীমন্তে ও কি নিদর্শন ?

বীণা। দাদা! পক্ষকাল পরে ঐ হের

আবার গৌরব-সূর্য্য
উঠিয়াছে তেমনি গরবে
শাল্বরাজ-প্রাসাদের মর্য্যাদা-গগনে।
বরমাল্যে করেছি বরণ—

সত্যবান। কুষ্ঠরোগী—উন্মাদ—দরিদ্র—
বাসহীন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণের গলে?

বীণা। দাদা! বুদ্ধিমান তুমি;
হারায়ো না জ্ঞান ধৈর্য্য তব।
বিবাহিতা আমি যে এখন;
সতী কি পারে গো কভু
পতিনিন্দা শুনিতে শ্রবণে?
জান না কি, পতিনিন্দা শুনি
দাক্ষায়ণী দক্ষযজ্ঞ-সভাতলে
তনুত্যাগে জানালেন স্বামীর গরিমা?

সত্যবান। ধন্য ভগ্নি! ধন্য এই অপরূপ স্বার্থত্যাগ তোর,
আর ধন্য আমি—তোর মত রমণীর ভাই।
ঋষি তপোবনে পারে অনায়াসে
ষড়রিপু দলিতে চরণে,
কিন্তু তোর সম হেন ভাবে
জীবনের সকল আকাঙ্খা সব স্বার্থ
কেবা কবে দেছে বিসর্জ্জন?
ভারত! হেন নারী বিরাজে অঙ্কেতে তব,
তাই বুঝি মহত্ত্বে অবনীতলে তুমি মহীয়ান্!
"নারী-ঋষি" ভারতেই শোভে শুধু।

এস জ্ঞানের আধার যত তাপসের দল,
এস সাংখ্য-ন্যায়-দর্শনপ্রণেতা,
এস পৌরুষত্ব-গর্ব্বে গর্ব্বী পুরুষের দল !
শিক্ষা কর, ভিক্ষা মাগ "নারী-ঋষি" পাশে
এখনও অজানা যাহা বেদান্তের পর ।

শৈব্যার প্রবেশ ।

শৈব্যা । সত্যবান !

সত্যবান । এস মা, ভগিনী আমার
বংশমানমণ্ডিত উষ্ণীষ
পরাইতে তোমারি শিরেতে
অপেক্ষায় ঐ দেখ
সদ্যবিবাহিত স্বামীর পার্শ্বেতে ।

চৈতক । এস নারী-ঋষি !
ভক্তি-অর্ঘ্য সাজাইয়ে মানস-মন্দিরে
মগ্ন আছি ধ্যানেতে তোমার,
পূজা লহ—স্তুতি লহ—লহ নমস্কার ।

শৈব্যা । আদর্শ ব্রাহ্মণ ! বিধাতার অত্যাচারে
নাস্তিকের দলভুক্ত, আস্তিকের শিরোমণি !
কোটি জন্ম তোমার চরণে বসি,
তবে যদি বুঝি কিছু বেদ-বেদান্তে তোমার ।

বীণা । কাকী-মা !

শৈব্যা । আয়—বুকে আয় ; এ আনন্দ
শত পুত্রে পারে না দানিতে ।

বীণা । কুষ্ঠের কি নাহিক ঔষধ ?

শৈব্যা। আছে; জন্মার্জ্জিত অতি পাতকের ফলে
ভোগে জীব কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস,
গ্রহণ্যাদি রোগে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে
রোগ, রোগী, বৈদ্য ও ঔষধ পথ্য
হয় নির্দ্ধারিত। এখানে এ রোগে
ধন্বন্তরী তুমি মাত্র সতী!
তোমার হাতের সেবা—পরম ঔষধ,
পথ্য শ্রেষ্ঠ স্বামী প্রতি মধুর বচন।

চৈতক। কোথায় প্রকৃতি? চিরদিন
বিকৃতি ঘটায়ে করিয়াছি বাদ তব সনে,
কোথা তুমি? এস—আজি
পরস্পরে বদ্ধ হই প্রেমের শৃঙ্খলে।

শৈব্যা। সত্যবান! রাজ্য গেছে চিরদিন তরে।

সত্যবান। যাক্ মাতা,
মান ধর্ম্ম বেঁচেছে গৌরব।

শৈব্যা। মরিয়াছে আত্মীয় স্বজনগণ—

সত্যবান। কিন্তু বাঁচিয়াছে বিমান উপরে
পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ সকল।

শৈব্যা। পিতা তব বন্দীভাবে অরাতি-শিবিরে;
শুনিলাম, প্রকাশ্য স্থানেতে
নৃশংসভাবেতে হত্যা করিবে বাহ্লীক।

সত্যবান। ঐ এক খেদ শুধু;
এইখানে তর্ক নাই—যুক্তি নাই,
চলে নাকো নীতির দোহাই।

কিন্তু উপায় যে নাই—কি করিব
রিক্তহস্তে ? আয়ুধ যে ধরিবার নয়।

শৈব্যা। প্রতিজ্ঞা কি কিছুতেই ভাঙ্গিবার নয় ?

সত্যবান। ভাঙ্গিবার হইত যদ্যপি,
তা হ'লে কি অজ্ঞান শৈশব হ'তে
'সত্যবান' নামে মোরে করিতে প্রচার ?

শৈব্যা। তবে জীবনে যেন এ সত্য নাহি ভঙ্গ হয়।
বীণা ! তোর তরে নিশ্চিন্ত এবার।
যা' মা পতিসঙ্গে ছায়ার সমান ;
রাজা যদি বাঁচে, খোঁজ ক'রে
কুলাচার প্রথামত বিবাহের আয়োজনে
সম্প্রদানে হবি সমর্পিতা।

[প্রস্থান।

চৈতক। আজ ভয় হয় রহিতে পথেতে।
দুর্গম কাননে মুহুর্মুহুঃ
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ।
আয় নারী, পিতার আশ্রমে মোর—

বীণা। তাই চল নাথ। কিন্তু একবার
শেষ পরিণাম দেখে যাবো
অন্নদাতা পালক পিতৃব্য রাজার।

চৈতক। ভাল সতী,
চল যাই মনোসাধ মিটাতে তোমার।

বীণা। দাদা ! আসি তবে ; দৃষ্টির বাহিরে মাত্র
রহি যেন পরস্পর প্রাণের মাঝেতে।

যখনি আহার বা নিদ্রাকাল হবে সমাগত,
তখনি স্মরিব তোমা অশ্রু-নিদর্শনে।
বিদায়—নয়ন-সলিলে প্লুত—
অন্ধকার—অন্ধকার—

[উভয়ের প্রস্থান

সত্যবান। ধীরে ধীরে সুনীলিম যবনিকা
প'ড়ে গেল জীবন-নাট্যের
প্রথম অঙ্কের শেষে ; দ্বিতীয়
অঙ্কের সূচনা এবার। ঐ অর্দ্ধমৃত
যাতনায় দিশেহারা জনক আমার
তারস্বরে করেন রোদন,
ঐ গৃহচ্যুত নাগরিকগণ
ব্যোম-আচ্ছাদনতলে করে হাহাকার,
ঐ—ঐ ভেসে আসে
বিধর্ষিতা নারীর চীৎকার!
ওহো—নাহিক উপায়,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি।
যার তরে ভীষণ শপথ,
সে বীণা থামিয়া গেল
জনমের তরে—পর হ'য়ে চ'লে গেল
কেড়ে নিয়ে আবাল্যের যত প্রেম
সৌহৃদ্য ও মায়া, বিনিময়ে
দুই বিন্দু অশ্রু ত্যজি মাত্র,—
শপথ রহিল আমরণ শুধু।

ক্ষত্রিয়নন্দন—সিংহের শিবার বৃত্তি!
পুরুষের পৌরুষত্বত্যাগ!
বীরের জীবন-সাথী অসি, না—না—
সত্যবান আমি, সব যাক্—
বিশ্ব যাক্ কারণ-সাগরে,
"সূর্য্যচন্দ্রমসৌধাতা" কল্পান্তে বিলুপ্ত হোক্,
সত্যের প্রতিজ্ঞা মোর রহুক্ অটল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তপথ।

পলায়নোন্মুখ নাগরিকগণ ও দেবালীকের প্রবেশ।

দেবালীক। লম্বা লম্বা ঠ্যাং চালাও ভাই সব—একদম সরাসরি মদ্ররাজ্যে।

১ম নাগরিক। এই যে কোষাধ্যক্ষ মহাশয়, এ বিপদে আপনিই দিন বাগালেন; কোষাগার উজোড় ক'রে পত্নীর দ্বারা শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে—

দেবালীক। ঐটেই শেতলা ঠাক্রুণের বাহনের মত কার্য্য ক'রে ছিলুম বাবা! এখন বাপের বাড়ী যেয়ে টাকা নিয়ে উঠ্‌লে মেজাজ কেমন হয়, বোঝ তো? স্বামী তো স্বামী, বৈধব্য-যন্ত্রণাকে অবধি গ্রাহ্য করে না। ছেলেটা যে কোন্ চুলোয় গেল, তার কিছু জান কেউ?

আমি বাহান্ন বছরে যাতে ভরসা করি নি, মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েই ব্যাটা আমার দেশকে সমুদ্দুরের ভেতর থেকে টেনে তুল্‌তে চায় ।

১ম নাগরিক । আসুন, আর বিলম্ব কিসের ? চারদিকে ধর-পাকড় আরম্ভ হয়েছে ; আমরা পালাই—

শৈব্যার প্রবেশ ।

শৈব্যা । হতভাগ্য বিপন্ন শাল্ববাসীগণ ! চ'লে যেও না—দাঁড়াও । প্রান্তপথে এসেছ, আর কিছু দূর গেলেই চিরদিনের জন্য বংশানুক্রমিক-ভাবে সব হারাবে । একবার দেশের দিকে—জন্মভূমির দিকে তাকাও—

দেবালীক । তোমার জন্মভূমি মা-ঠাক্‌রুণের রাক্ষুসে ক্ষিদে কে মেটাবে মা ?

সকলে । আর দেরী কর্‌ছ কেন, বন্দী হবার সাধ ? বাবারে, ঐ যে লাল—ঐ নীল—

[শৈব্যা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

শৈব্যা । ভগবান ! যে শক্তি মৃত্তিকাকণা-আবরণে সাগরের গর্ভ হ'তে উত্থিত হ'য়ে দেশ মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল, সেই শক্তি মেদিনীর গর্ভ হ'তে উঠুক্, নতুবা শাল্বরাজের কোন উপায় নাই । কেঁদে কেঁদে অনুরোধ বিনয়ে সারাটা রাজ্যে ভিক্ষা কর্‌লেম, একটা সামান্য জীবও ধর্ম্মরক্ষায় রাজাকে উদ্ধার কর্‌তে এলো না !

জনৈক কিশোর সৈনিক ও কাত্যায়নের প্রবেশ ।

সৈনিক । কেন আস্‌বে না মা ?

শৈব্যা । কে তোমরা ?

কাত্যায়ন। আপনার প্রজা; শাল্বের বিপদে সাহায্য কর্‌তে বাপ মার আদুরে ছেলে আমরা, পালিয়ে এসেছি মা!

শৈব্যা। তোমরা আমাকে সাহায্য কর্‌বে?

সৈনিক। সাহায্যের জন্য দেখ্‌তে পাচ্ছ না মা, এই সব আঘাত?

শৈব্যা। তবে এস, বিজয়-যাত্রায় যাই; মরণকে চরণে দ'লে বিজয়-মাল্য কেড়ে আন্‌তে হবে। ঐ দেখ, ঘর-সংসার ছেড়ে পুর-মহিলারা পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে, জীবন-পণেও প্রতিবিধান করা চাই। আমি নারী—শক্তিরই অংশোদ্ভূতা; তোমরা বালক—ভবিষ্যের আশা। বর্ত্তমান শক্তির পশ্চাতে ভবিষ্য আশাটা রেখে, সম্মুখে অতীত গৌরব-কাহিনী জাগিয়ে চ' দেখি শিশু-মঙ্গলেরা বিজয়-গর্ব্বে, দেখি—অত্যাচারীর হাত হ'তে রাজদণ্ড খ'সে পড়ে কি না?

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

বাহ্লীক, শ্বেতকেতু, অনুচরদ্বয় সহ শৃঙ্খলাবদ্ধ
রাজা দ্যুমৎসেনের প্রবেশ।

বাহ্লীক। কি কারণে আনীত হেথায় তুমি
শাল্বরাজ, বুঝেছ কি কিছু?

দ্যুমৎসেন। নৃশংসভাবেতে হত্যা করিতে আমায়,
এনেছ আমায় হেথা জানি ভালমতে;

কিন্তু ভেবেছ কি আমার শোণিতপাত
বসুন্ধরা রহিবে নীরবে ?
বাসুকি না উদ্গারিবে হলাহল—
শুধু গর্জ্জিবে নিষ্ফল ?

বাহ্লীক। এখনও দাও যদি প্রতিশ্রুতি
এনে দিতে ভ্রাতুষ্পুত্রী বীণারে তোমার
মোর বিলাসের তরে—

সত্যবান। ওঃ—

বাহ্লীক। দিতে পারি, পেতে পার মুক্তি অচিরাৎ;
কর স্থির, ত্রিগর্ত্তরাজের এই অনুগ্রহ—

দ্যুমৎসেন। শত পদাঘাত অনুগ্রহে তব।
কি কহিব অপার দুর্ভাগ্য,
তাই ঘুরিল কালের চক্র হেন বিপরীত।
ক্ষাত্রধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন,
রণনীতি ব্যভিচারে ঢাকি
নিশীথে চোরের প্রায়
কাড়ি রাজ্য বন্ধন করেছ মোরে—

বাহ্লীক। শ্বেতকেতু! অকারণ কালব্যাজ;
ধীরে ধীরে কর হত্যা শাল্বরাজে হেথা।

শ্বেতকেতু। নীরবে—নির্জ্জনে ? ভেবে দেখ প্রভু!
রাজ্যব্যাপী ঘোষণায় রাজাদেশ
জানায়েছে নাগরিকগণে আসিতে হেথায়
এই হত্যাদণ্ড দর্শনের তরে,
কিন্তু একজনও নহে উপস্থিত।

বাহ্লীক ।　তবে তুমি চাহ প্রকাশ্য জনতামাঝে
এই দণ্ডে বধিতে রাজায় ?

শ্বেতকেতু ।　যারা পারে চিরতরে চ'লে যেতে
পরিবারবর্গ সহ ত্যজি জন্মভূমি,
তাহাদের রাজা—

বাহ্লীক ।　নাহি চাহি তব মুখে শুনিবারে
অরাতির যশোগান ।
বাহ্লীক সমরে জয়ী,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল গ্রাসিয়াছে
ত্রিগর্ত্তের বিষম প্রতাপ ।
নাহি চাহি এ জগতে অনুগ্রহ
সহায় কি সহানুভুতি কারও ;
তোমারে না চাহি—চাহি শুধু
নাসারন্ধ্র তব ঘ্রাণিবারে যশের
সৌরভ মোর, চাহি কর্ণ তব—
শুনিতে কীর্ত্তির গান মোর বিশেষণে ভরা,
চাহি জিহ্বা—উচ্চারিতে মোর স্তুতিবাদ ।

শ্বেতকেতু ।　এবে তুমি নরকপথের যাত্রী ;
বলেছি তো, ছায়া হ'য়ে যাবো তব সাথে ।

বাহ্লীক ।　কর অবিরাম ছুরিকা-আঘাত,
যাবৎ না মরে রাজা ।

শ্বেতকেতু ।　রাজা ! অন্তিমে আপন ইষ্টে
জন্মভরে ডেকে লও তবে
মুক্তি কিংবা মোক্ষ-কামনায় ।

দ্যুমৎসেন। কামনা হে শ্বেতকেতু !
চিরদিন অধর্ম্মবিনাশ।

বাহ্লীক। শ্বেতকেতু !

শ্বেতকেতু। প্রভু, এই যে প্রস্তুত।
রাজা ! তবে মরণেরে কর আবাহন।

দ্যুমৎসেন। নারায়ণ ! নারায়ণ !

শ্বেতকেতু ছুরিকাঘাতে উদ্যত, সহসা সত্যবানের প্রবেশ ও বাধাদান।

সত্যবান। না—না, তনয় জীবিতে
পারিবে না বধিতে পিতায়।

বাহ্লীক। স্বেচ্ছায় এসেছ ধরা দিয়ে
নিতে দণ্ড—সাধু সত্যবান !
ধন্য তুমি—শত ধন্য !

সত্যবান। ধন্যবাদে নাহি প্রয়োজন।
শুন রাজা ! সত্য বটে ত্যজিয়াছি
স্বেচ্ছায় আয়ুধ মোর,
তা ব'লে কি ভাবিয়াছ মনে—
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্,
দেবতাবৃন্দের তৃপ্তি,
ধর্ম্মের জাজ্জ্বল্য মূর্ত্তি,
যোগ-যাগ তপস্যার অধিদেবতা আমার
মহান জনক চক্ষের সম্মুখে হবে
নৃশংসভাবেতে হত, আর সন্তান

তাই নীরবে দেখিবে শুধু
না করিয়া প্রতিকার কিংবা বাধা দান ?

দ্যুমৎসেন । সত্যবান !

সত্যবান । পিতা—

দ্যুমৎসেন । প্রতিজ্ঞা দিও না জলাঞ্জলি ।

সত্যবান । এখনো প্রতিজ্ঞা !
কিসের প্রতিজ্ঞা আর ?
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের হেতু অনন্ত কালের
তরে দেহান্তে ভুঞ্জিব সেই
নরকের ভীষণ যাতনা,—
আর যা হ'তে দেহের সৃষ্টি,
আত্মা প্রতীক যাঁহার,
সেই জনক আমার তুমি
অত্যাচারে নিপীড়িত হবে,
প্রতিকার বিরতে তাহার
হবে বুঝি ত্রিযুগে ত্রিদিবে বাস ?
যে স্বর্গে পিতৃ-গান পিতার সম্মান
পিতৃপূজা নাই, সে স্বর্গ
নহে কাম্য তনয়ের তব ।

বাহ্লীক । শ্বেতকেতু ! অবিলম্বে রাজপুত্রে
বন্দী কর লৌহের শৃঙ্খলে ।

সত্যবান । সাবধান ! হেন শক্তিধর
এখানে কি—ত্রিলোকেতে আছে
সত্যবানে করে পরাজয় ?

রে সৈনিক! মুহূর্ত্তের তরে
ভিক্ষা দে রে অস্ত্রখানি তব,
বিনিময়ে দিব ধন অতুলন।
অস্ত্র—অস্ত্র—একখানা অস্ত্র শুধু!

সহসা কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। এই নিন্ যুবরাজ! [অস্ত্র দান]
সত্যবান। কে: তুই ভাই ?
কাত্যায়ন। বংশের দুলাল। ব্যথা পেয়ে
ব্যথা দিয়ে পিতায় মাতায়,
এসেছি ছুটিয়া দাদা।
সত্যবান। আত্মরক্ষা কর এবে
ত্রিগর্ত্তের পাপ সহচরগণ!
দ্যুমৎসেন। সত্যবান!
সত্যবান। কেন পিতা ?
দ্যুমৎসেন। রাজ্য, মান, যশ ও গরিমা
বিচূর্ণিত বাহ্লীকের পদে,
তবু গর্ব্ব এখনও আছে—
পুত্র মোর অটলপ্রতিজ্ঞ।
মরণের দ্বারে পদার্পণকালে
সে প্রত্যয় করিও না
সন্দেহ-মসীতে লিপ্ত।
সত্যবান। নীরবেতে সবো অত্যাচার ?
কাত্যায়ন। না—না, কিছুতেই নয়!

দ্যুমৎসেন। না—না, যদি যথার্থই
দিয়ে যাক ধর্ম্মেরে আকাঙ্ক্ষা যত,
অনুরোধ—পিতা আমি ভিক্ষা মাগি—

সত্যবান। তাই হবে পিতা—তাই হবে;
হ'য়ো না বিষণ্ণ দেব!
ওই সদাফুল্ল গর্ব্বোজ্জ্বল বদনেতে
নেহারিলে কালিমা দুঃখের,
বড় ব্যথা পাই প্রাণে।
তাই হবে—নীরবেতে স'হে
যাবো সব অত্যাচার।
জগতে তো সবই অত্যাচার!
তপোবনে দানবের অত্যাচারে
তাপস কাতর, প্রকৃতির অত্যাচার
গিরি তরু নদ নদী
সহিতেছে নীরবেতে নিতি,
ভালবাসা-অত্যাচার সহে যত
প্রণয়ীর দল, আমি কেন
না সহিব তবে পাপ-অনুচর
বাহ্লীকের অত্যাচার ভবে?

বাহ্লীক। শ্বেতকেতু! অগ্রে পিতার সম্মুখে
পুত্রে দণ্ড দাও;
হস্তপদ শৃঙ্খলিত করি
শিক্ষিত কুক্কুর দ্বারা করাও ভক্ষণ।

[শ্বেতকেতু সত্যবানকে বন্ধন করিলেন।]

দ্যুমৎসেন। সত্যবান! করিব কি ছিন্ন এ বন্ধন?
পদাঘাতে ভাঙ্গিব কি
এই ক'টা নগণ্যের শির?

সত্যবান। এ যে প্রেমের জগৎ পিতা!
তবে কেন বৃথা বিচঞ্চল?
ভেবে দেখ—প্রেমময় রচিত কুসুম
মধুপের শত অত্যাচার সহি
বিলাতেছে সুবাস কেমন!
ভয়ঙ্কর বিষধর দংশে অহরহ,
তবু স্নিগ্ধ গন্ধে তৃপ্ত করে চন্দন পাদপ।
সত্য বটে, অসিবলে রাজ্য
জিতিয়াছে কৃতঘ্ন বাহ্লীক,
কিন্তু তুমি স্নেহে
সমগ্র প্রজার হৃদি করিয়াছ জয়।

বাহ্লীক। ল'য়ে এস শিক্ষিত কুক্কুরদ্বয়ে।

[অনুচরের প্রস্থান।

সত্যবান। ধর্ম্ম! এখনও অচল অটল
সত্যপথে তব? এই আত্মা,
দেহ'পরে যত অত্যাচার দিবে—
সহিব সকলি, কিন্তু পিতৃ-
পীড়নেতে সংস্কারের বশে যদি
ধর্ম্ম! স্খলিত হইয়া যাও
হৃদয় ও বাহুর বাহিরে,
অপরাধ ক'রো না গ্রহণ।

দ্যুমৎসেন । ওহো—চক্ষের সম্মুখে
নির্য্যাতিত একমাত্র তনয় আমার !
কে আছ জীবিত ? বিশাল সাম্রাজ্যে
যদি কেহ রাজপক্ষে থাক, ছুটে এস—
তোমাদের শেষ আশা
ভাবী শাল্ব-নৃপতির প্রাণরক্ষা হেতু ;
নতুবা প্রলয়ে বসুধা যাবে—
অনাচার-কলঙ্কেতে ভারতের
ভাবী ইতিহাস কালিমামণ্ডিত হবে ।

বাহ্লীক । ক্ষণেক অপেক্ষা কর ।
শ্বেতকেতু ! সত্যবান কুকুরের
মুখে প্রাণ দিলে পিতা তার
যাতনায় হইবে কাতর—
সে দৃশ্যে আনন্দ পাইব সত্য,
কিন্তু যেই জন সুকোমল
অঙ্ক হ'তে মোর ল'য়ে গেছে কাড়ি
বিলাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান,
সে মরিবে বিনা যাতনায় ?
পিতৃ-যাতনা স্বচক্ষেতে হেরি
অর্দ্ধমৃত হোক্ আগে,
তারপর পিতা পুত্রে পরস্পর
যাতনা চাক্ষুষ করি
যাতনার কাতরোক্তি জ্ঞাপনেতে
তৃপ্তিদান করুক্ আমায় ।

সর্ব্বাগ্রেতে নৃপতির চক্ষু দু'টি
কর উৎপাটন।

শ্বেতকেতু। এইখানে রাজ-অধিকার মাত্র!
সমানে সমানে রণ কিংবা দণ্ড
চির প্রচলিত বিধি—

বাহ্লীক। আমার সেবক হ'য়ে
বিধি-অন্তর্ভুক্ত আজও তুমি ?

শ্বেতকেতু। যাই বল মহারাজ!
একে রাজা—সম্মানীয়,
তায় বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ণশ্রেষ্ঠ
পূজনীয় সদা, তার অঙ্গে
অত্যাচার! পারিবে না দাস।

বাহ্লীক। এত করুণার্দ্র তুমি অস্ত্র-ব্যবসায়ী ?
ভাল, নিজ হস্তে দণ্ড দিব তীব্র।
কোথা রাজা সেই দম্ভ তব ?
দেখে লও জনমের মত
বীণার ভাবী প্রেমিকে তোমার।

[ছুরিকা দ্বারা দ্যুমৎসেনের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিলেন।]

দ্যুমৎসেন। উঃ—নারায়ণ—নারায়ণ!

সত্যবান। উঃ—নিষ্ঠুর এ অত্যাচার
সহ্যের অতীত! এস শক্তি
অতুলন! শত অত্যাচারেও
এতদিন যাহা জোর ক'রে
রেখেছিনু চাপি হৃদিমাঝে,

আজি তাহা সহস্রগুণেতে
হও সুপ্রকাশ ! দেবতারা
আকাশে নীরব, যাতনার
হাহাকারে বসুমতী নিথর এখনো,
দধীচি তো মরা হাড়,
বজ্রনাদে কই অগ্নি জ্বলে ?
কোথা মেঘে চপলা চমকে ?
সকলে বিস্ময় করি
শক্তি—শক্তি—মহাশক্তি
জেগে ওঠ হৃদয়-মন্দিরে !
[শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া]
এই নাও অনুগ্রহদত্ত উপহার তব ।
[ছিন্ন শৃঙ্খল নিক্ষেপ]

কাত্যায়ন । যুবরাজ ! এখনো কি নীরবেতে
সবো অত্যাচার ?

সসৈন্য শৈব্যার প্রবেশ ।

শৈব্যা । কিছুতেই নয় ; আক্রমণ কর—বন্দী কর ।

বাহ্লীক । ভারতে এমন কেউ বীর আছে, আমায় বন্দী করে ? প্রস্তুত হও শ্বেতকেতু !

সত্যবান । মা !

শৈব্যা । স্মরণ রেখো, নাম তোমার সত্যবান ।

সত্যবান । ওহো, কেন—কেন তবে শৃঙ্খল ছিন্ন করলেম !

[সত্যবান ব্যতীত সকলের যুদ্ধ ।]

কাত্যায়ন। এই নাও মা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রজার ভক্তি-অর্ঘ্য।

[বাহ্লীককে বন্ধন করণ।]

শৈব্যা। শ্বেতকেতুকে বন্ধন কর।

[সৈন্যগণ শ্বেতকেতুকে বন্ধন করিল।]

শ্বেতকেতু। এর পরিণাম অতি ভয়াবহ রাণী!

শৈব্যা। এইবার ঐ দুই কুক্কুর দ্বারা ওদেরই মাংস খাওয়াও।

দ্যুমৎসেন। রাণী! ভবিতব্যে যা ছিল হয়েছে, তুমি নিষ্ঠুর হ'য়ো না।

সত্যবান। মা! জগতের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত
আজি যশোবাণী বহিয়া তোমার,
কলঙ্ক-কালিমা তায় ক'রো না অর্পণ।

শৈব্যা। রাজধর্ম্ম আমার উপর—

সত্যবান। সত্য; তথাপি মা অনুরোধ,
হ'য়ো না নিদয়া। বাহ্লীক-নিধনে
অত্যাচার হবে নিবারণ,
দেশে শান্তি ফিরিবে আবার,
দশের মঙ্গল হবে,
কিন্তু হিমসিক্তা মল্লিকার মত
কোমলায় হবে সর্ব্বনাশ;
তারস্বরে রোদনেতে তার
প্রলয় ঘটিবে—পৃথিবী কাঁপিবে,
বিধাতার অসাড়তা বিদূরিত হ'য়ে
মূর্ত্তিমান ধ্বংসের কারণরূপে
অবতারণা হইবে আবার।

শৈব্যা। অনুনয় বিনয়ের দিন অবসান,
এবে বিচারের কাল শুধু।

কিশোর সৈনিকবেশী পুষ্পের প্রবেশ।

সৈনিক। মা!
শৈব্যা। এস বালক! চির-অনুগৃহীতা
রহিনু তোমার ঠাঁই।
তুমি যদি সহায় হইয়ে
গুপ্তপথ না দেখাতে মোরে,
পূর্ব্ব হ'তে পলাতক সেনাগণে
উত্তেজনাবশে না ফিরায়ে
রাখিতে এমন, তা হ'লে কি
পাপীদের দণ্ড অবসর আসিত এমন?
মনোমত পুরস্কার অবশ্য তোমার—
সৈনিক। তবে দাও মা! রণ অবসান,
পুরস্কার ল'য়ে ফিরি গৃহে।
শৈব্যা। কি চাও বালক?
সৈনিক। বাঞ্ছা মোর হইবে পূরণ?
শৈব্যা। এমন কে আছে গৃহস্বামী,
দ্বারের ভিক্ষুকে করিবে বঞ্চিত?
কি চাও বালক?
সৈনিক। তোমার আজ্ঞায় অবিলম্বে
কুক্কুরের মুখে প্রাণ দিবে যারা,
তাহাদের মুক্তি ভিক্ষা চাই।

শৈব্যা। অ্যাঁ! কে তুমি সৈনিক ?

কাত্যায়ন। বিশ্বাসঘাতক! পুনঃ চাহ
বিশ্বাসে মজাতে কারে ?

সত্যবান। প্রেমময়! কি সম্বন্ধ তব
এই দুই পাপী সহ ?

শৈব্যা। বল—কি চাও বালক ?
ও—ঠিক, বন্দীদের মুক্তি—না ?
বন্দীরা তোমার কে ?
নীরব কেন—বল—

সত্যবান। বলিবার নাহি হেথা,
ভাষা যে নাহি মা এর।
[সহসা সৈনিকের উষ্ণীষ খুলিয়া দিয়া]
মা! মা! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও,
দয়া আজ রক্তমাংস দেহে।

শৈব্যা। মুক্তি দাও কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন। সে কি মা ?

শৈব্যা। প্রশ্ন নাই—উত্তর নাই—বিধি নাই—এ ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায়ও নাই; মুক্তি দাও।

[কাত্যায়ন বাহ্লীক ও শ্বেতকেতুকে বন্ধনমুক্ত করিল।]

দ্যুমৎসেন। চোখ গেলেও আর আক্ষেপ নাই। শৈব্যা—শৈব্যা! তুমি কি ?

শৈব্যা। অত বাড়িও না আমাকে; এস—পৃথিবীটার হৃদয় দেখিগে—

[দ্যুমৎমসেনকে লইয়া প্রস্থান।

বাহ্লীক। এস প্রিয়ে! তুমি এমন? তোমার স্বামীর জীবন-দানের পুরস্কার নেবে এস।

[পুষ্পের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কাত্যায়ন। যদি মায়ের প্রতি পুনরায় অত্যাচার করে—

সত্যবান। এখানে যদি নাই; সতী পতির সঙ্গে চলেছে, এ রাজ্যের বিধাতার হাতে এর মীমাংসা নয়।

শ্বেতকেতু। স্বর্গের দেবদেবীর প্রতীক তো তা হ'লে মর্ত্ত্যে পাওয়া যায়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন-সান্নিধ্য।

গীতকণ্ঠে তাপসগণের প্রবেশ।

তাপসগণ।—

গীত।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী,
কূজয়তি ভূশমনুবারং।
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে,
স্ফুটতি নলিনী চ জালম্॥
কুমুদ কলাপে, বিহিত ক-লাপে,
সীদতি রহসি বিশালম্।
নাগরী-বিশোভিতা, দ্বিজকুল-বনিতা,
ছায়াবিরাজিতা তটিনিতীরম্॥

[সকলের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ। এইখানেই অবস্থান করা যাক্ এস; রাজকুমারীর রথ এই পথ দিয়েই তপোবনে প্রবেশ করবে।

২য় ব্রাহ্মণ। ঐ না স্বর্ণরৌপ্যখচিত রথচূড়া দেখা যাচ্ছে?

১ম ব্রাহ্মণ। কৈ—কোথা? কাব্যশাস্ত্রী ভায়ার আর ধৈর্য্য থাকছে না যে!

২য় ব্রাহ্মণ। আরে ঐ যে তালীবনরাজির পশ্চাতে—

৩য় ব্রাহ্মণ। ও তো পম্পাসরোবরতীরস্থ কাঞ্চন পর্ব্বতের রজত-ধবল শৃঙ্গ নবোদিত সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হ'চ্ছে।

২য় ব্রাহ্মণ। ভাল কথা, দশ বারখানা রথ এসেছে না? সকল গুলিই কি ধনরত্নপূর্ণ?

১ম ব্রাহ্মণ। তা তো থাক্‌বেই। নিজের পাত্র নিজেই অন্বেষণের জন্য পৃথিবী ভ্রমণ কর্‌তে বাহির হয়েছেন, আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাক্‌বে না?

২য় ব্রাহ্মণ। তা হ'লে আজকে বোধ হয় রাজকুমারী মাণ্ডব্যের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌বেন।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। হে ভূ-দেবতাগণ!
আমার প্রণাম করুন গ্রহণ।

সকলে। মনোভিলাষ পূর্ণ হউক মা! তুমি কে?

সাবিত্রী। দেব-দ্বিজ-গুরুভক্তি পরায়ণ
মদ্ররাজ অশ্বপতি পিতা;
মালবের রাজকন্যা মালবী-গর্ভেতে জন্ম।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমি—তুমিই সাবিত্রী? পদব্রজে কেন মা?

সাবিত্রী। শুনিয়াছি পিতৃমুখে শাস্ত্রের বিধানে,
বিনীতভাবেতে হয় যেতে তপোবনমাঝে।
এমন নীরব শান্তি—আত্মভোলা
সৌন্দর্য্য-সুষমা, রথের ঘর্ঘর রবে
কেমনেতে ভঙ্গ করি দ্বিজ?

১ম ব্রাহ্মণ। ধন্য—ধন্য বিদুষী রমণী !
শত ধন্য কর্ত্তব্যে তোমার।

সাবিত্রী। ব'লে দাও—কত দূরে
কোন্ পথে মাণ্ডব্য-আশ্রম ?

১ম ব্রাহ্মণ। এখনো যে পঞ্চ ক্রোশ ব্যবধানে তুমি,
কেমনেতে পদব্রজে করিবে গমন ?

সাবিত্রী। প্রভাত-অরুণোদয়ে প্রথম দর্শন
ভবাদৃশ বিদ্বজ্জন-চরণ-পঙ্কজ,
অবশ্যই পাবো শক্তি গমনে তথায়।

১ম ব্রাহ্মণ। আমরা যে বহু আশা ক'রে
দাঁড়ায়ে মা তব প্রতীক্ষায় ;
অতি দীন দরিদ্র আমরা,
ভিক্ষা পাবো মনোমত অবশ্য তোমার ঠাঁই

৩য় ব্রাহ্মণ। গৃহে অন্নাভাব, দারিদ্র্যপেষণে
হের মাতা কঙ্কালসার দেহ আমাদের।

সাবিত্রী। বহু দূরে অপেক্ষায় রথ,
খাদ্য পেয় সকলি তথায়,
হেথায় আমার ঠাঁই কোন দ্রব্য নাই ;
আমিও এখন বিপ্র
তোমাদেরি মত প্রকৃত কাঙাল।

১ম ব্রাহ্মণ। সে কি মা ? অত বহুমূল্য
রাশি রাশি অলঙ্কার দেহে তব—

সাবিত্রী। এ সকলে ভরণ-পোষণ হয় কি গো
দেহসনে আত্মা ও মনের ?

ছিল জ্ঞান, এ সকল মাত্র
বিলাসের আবরণ। তাহা যদি হয়,
তবে এই লহ—যাহা কিছু
অঙ্গে আছে মোর, করি উন্মোচন।

[অলঙ্কার উন্মোচন]

১ম ব্রাহ্মণ। কৈ ভায়া, বিবাহার্থী হ'য়ে বাসনা জানালে না যে?

২য় ব্রাহ্মণ। নারায়ণ! দর্শনে যে মাতৃভাব প্রবল হ'লো; সে বাসনা কি ভ্রমেও মনে স্থান পায়?

৩য় ব্রাহ্মণ। মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

সাবিত্রী। লহ দ্বিজগণ! যত কিছু অলঙ্কার মোর,
সকলে সমানভাবে লহ গো বণ্টনে।

দ্বিজগণ। সে সব বুঝে নেবো মা! তোমায় আর তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে না।

সাবিত্রী। [দ্বিজগণকে অলঙ্কার দান করিল]

সকলে। তোমার মঙ্গল হোক্ জননী!

[দ্বিজগণের প্রস্থান।

সাবিত্রী। একি অপরূপ শান্তি মনোরম!
আভরণে কই জাগেনি তো প্রাণে কভু
হেন শান্তি হেন আশা এমন কল্পনা!

গীত।

তবে এস এস সে দিনে এস গো,
যে দিন আমার সব ফুরাবে।
জীবন্তে দিলে না দেখা যদি গো,
দিও দেখা সেই মরণ রবে॥

বুঝি তুমি চাহ নীরেলা,
বনে বনে তাই একেলা,
ভ্রমি দিন যামিনী গো চুপি চুপি
গোলমালে সব ভেঙ্গে যাবে ॥

মাখ্‌না ও চন্দনার প্রবেশ ।

চন্দনা। ওরে মিন্‌সে, বলেছি তো যে এ নিশ্চয়ই উপদেবতার কাণ্ড, ঐ ছাখ্—এখানে সত্যিকারের পরী দাঁড়িয়ে।

মাখ্‌না। তাই তো! মেয়েমানুষই তো বটে! উঃ—কি রূপ!

চন্দনা। আহা এমন রূপ, তবু গায়ে একখানাও গয়না নাই।

মাখ্‌না। বোঝ্ মাগী, খাঁটি জিনিষের কিছুই দরকার হয় না; যেখানে যত মেকী, সেখানে তত বেশী হৈ-রৈ আড়ম্বর।

সাবিত্রী। কে তোমরা নীরবে দাঁড়ায়ে
হেরিতেছ মুখপানে মোর?
চাহিবার যদি কিছু থাকে,
বনপ্রান্তে রাজপথে অপেক্ষায় রথ—
চাহগে সেথায়। সর্ব্বস্ব বিলায়ে
নিরাভরণ দানেতে এখন,
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে না হেথায়।

চন্দনা। ওরে মিন্‌সে—ঐ দ্যাখ্, পেছনের শুক্‌নো ডোবাটা জলে ভ'রে গেল; ঐ দ্যাখ্ পদ্ম ভাস্‌ছে—ঐ দ্যাখ্, কত মৌমাছি ভোম্‌রার হুড়োহুড়ি—

মাখ্‌না। তাই তো, নিশ্চয়ই এই পরীর আসাতে অঘটন ঘটেছে।

সাবিত্রী। নিরুত্তরে কেন দোঁহে?

কে তোমরা ?　কেন চিত্রপুত্তলিকা
সম নিশ্চলে এমন ?

মাথ্না ।　এই পরী ঠাকরুণ, আমরা বড় গরীব—

চন্দনা ।　ডাইনে আন্তে বাঁয়া ফাঁসে মা !　এ বেলা জোটে তো ও বেলা জোটে না ;　আমরা দীন—অতি দীন—

সাবিত্রী ।　উপস্থিত কিছু নাহি মোর ;
যাও রথের সমীপে,
আছে বৃদ্ধ অমাত্য যতেক,
মনোবাঞ্ছা মিটাবে দোঁহার ।

চন্দনা ।　ওরে মিন্‌সে !　রথ দেবে বল্‌ছে, চ' না—

মাথ্না ।　দূর মুখ্যু মাগী, ঘোড়ার খোরাক যোগাবি কোত্থেকে ? না পরী ঠাকরুণ, আমরা রথ চাই না ।

সাবিত্রী ।　অন্য কিছু নাহি মোর পাশে ;
চলিয়াছি পতি-অন্বেষণে,
তপোবনে ঋষির আশ্রম
দেখিবার বড়ই বাসনা,
তাই পদব্রজে সঙ্গীহারা ।
জান, কোথা মাণ্ডব্য-আশ্রম ?

চন্দনা ।　কাজের কথা উড়িয়ে দিচ্ছে ;　মিন্‌সে, ছাড়িস্ নি ।

সাবিত্রী ।　বিলম্ব কি হেতু ?
যাও রাজকর্ম্মচারীগণ পাশে,
পাবে দান মনোমত ।

মাথ্না ।　পরী ঠাক্‌রুণ !　যখন এত কথা কয়েছ, তখন ভয় ভেঙ্গে গেছে, আর কি ভুলি ?　অনাবিষ্টিতে বন হেজে পুড়ে ধূ-ধূ মাঠের মত

হয়েছিল, পুকুর চুলোয় যাক্—খানা ডোবা সব শুকিয়ে ফুটিফাক ছিল, তোমার গায়ের ঐ পদ্মগন্ধে কেমন ফোঁস্ মন্তরের চোটে সাজানো বন, খানা ডোবা পুকুর টই-টুম্বু জল।

চন্দনা। শুধু জল? ফুটন্ত পদ্ম, চারিদিকে মৌচাক। এবার মিন্‌সে, মধু বেচে দশ বার বছর পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাওয়া যাবে।

মাখ্‌না। এখন দাও দেখি একবার ঐ পায়ের ধূলো এই চাকে খোচা মার্‌বার আঁকশিটায়—

সাবিত্রী। সেকি?

মাখ্‌না। আর কি, না নিয়ে ছাড়্‌ছি না।

চন্দনা। তবে মিন্‌সে, মানত ক'রে ছোঁয়া।

মাখ্‌না। ঠিক বলেছিস্।

চন্দনা। মানত কর্ যে, এই বেথাবির আঁকশিটা সোনা হ'য়ে যাক্—

মাখ্‌না। দূর মাগী, তাতে ক'দিন চল্‌বে? চোরে চুরি কর্‌লেই গেল! তার চেয়ে মানত করি যে, যখন যা মনে ক'রে আঁকশিটা ছোঁয়াবো, তখনি যেন সেইটে ফলে।

চন্দনা। ঠিক্ বলেছিস্।

মাখ্‌না। এইবার পা দু'খানা তোলো দেখি পরী-ঠাক্‌রুণ!

সাবিত্রী। একি জ্বালা! নহি আমি
দেবী কি অপ্সরী ; আমি নারী,
অশ্বপতি রাজার নন্দিনী।

মাখ্‌না। ও রূপকথায় কি আর ভুলি ঠাক্‌রুণ? পা ছোঁয়াও—পা ছোঁয়াও—[সাবিত্রীর পদে আঁকশি স্পর্শ করাইল।]

মাখ্‌না। ওরে মাগী, তোর ঠাকুরই কলা সিন্নি খেলে দেখ্‌ছি যে! সত্যিই তো আঁকশিটা সোনার হ'য়ে গেল।

চন্দনা। আমার মানত যে আগে ছিল ; তোর ফল্‌লো কি না গ্যাখ্।

সাবিত্রী। 　　এত মাধুর্য্যতা তপোবনমাঝে !
　　　　তবে কেন বাঞ্ছে নর
　　　　সংসারের কোলাহলে রাখিতে জীবন ?
　　　　যাও দোঁহে নিজ নিজ কর্ম্মে এইবার,
　　　　যাই আমি ঋষির আশ্রমে।

মাখ্‌না। তা কি হয় মা-ঠাকৃরুণ ? খনি ছেড়ে কে মণি নিয়ে পালায় ? তোমাকে ছাড়্‌ছি নি।

সাবিত্রী। সেকি ?

মাখ্‌না। আর কি, জগন্নাথ দেব যেমন হাত পা গুটিয়ে মজার ঘর-জামাইয়ের মত খাচ্ছেন দাচ্ছেন, সেই রকম ব'সে ব'সে খাবো—শ্বাশুড়ীর মত তুমিও ব'সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যাবে।

সাবিত্রী। 　　সর্ব্বনাশ! সতী আমি—
　　　　চলিয়াছি পতি-অন্বেষণে,
　　　　অদম্য বাসনা ল'য়ে
　　　　কুলমান করিতে প্রোজ্জ্বল ;
　　　　স্পর্শমাত্রে ভস্ম হ'য়ে যাবে।

মাখ্‌না। ওরে মাগী, বলে কি রে ? ছুঁলে যে পুড়ে ছাই হবে বল্‌ছে !

চন্দনা। তুই অমনি বিশ্বাস কর্‌লি ? জলজ্যান্ত মানুষ অমনি পুড়ে ছাই হ'বি ?

মাখ্‌না। ওরে মাগী, এই যে গা চিড়্‌বিড় কর্‌ছে—

চন্দনা। আর তাই যদি হয়, মর্‌তে তো হবে সবাইকে একদিন ; এই দুর্দ্দিনে যদি তুই সত্যিকারের মরিস্, আমি একলা অবলা সরলা

বিরহ-জ্বালায় কোথায় খাট, কোথায় কাঠ, কোথায় বোষ্টম, কোথায় কি কর্‌বো? তার চেয়ে মরণ আর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই—এ তো আধিক্যে-তার কথা—

মাখ্‌না। আচ্ছা, তা হ'লে আধিক্যেটা তোর ওপর দিয়েই পরখ করি না কেন?

চন্দনা। হ্যাঁ—আমার সাজানো গোছানো সংসার, তুই মিন্‌সে অন্য মাগীকে এনে ভোগ কর্‌বি!

মাখ্‌না। তবে নে ধর্—চ্যাং-দোলাদোল ক'রে ধ'রে নিয়ে যাই—

সাবিত্রী। স্বেচ্ছায় যেতেছি আমি।
কেন নিরীহ দম্পতী
অকালে হারাবে প্রাণ?
নারায়ণ! পুনঃ একি খেলা
লীলাময় তব?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পম্পাতীর।

মাণ্ডব্যের প্রবেশ।

মাণ্ডব্য। বহুকাল পরে কেন পম্পা
তোরে হেরি ঘুরে ফিরে
অতীত ঘটনা যত আসে স্মৃতিপথে ?
সেই এক দিন—যেই দিন
'হা রাম—হা রাম' রবে
গগনমার্গেতে রামহারা সীতা
করিল রোদন তারস্বরে,
কেশ-আকর্ষণে দুষ্ট দশানন
অট্টহাস্যে লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ল'য়ে
চ'লে গেল বক্ষ দলি তোর,
সেই দিন জানকীর দুই বিন্দু
অশ্রু লভি চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি সম
উৎফুল্লিত হয়েছিলে তুমি ;
আর এক দিন—যবে
সৌমিত্রীর সাথে সীতাহারা রাম
'হা সীতা—হা সীতা' রবে
তব তীরে তারস্বরে কাঁদিয়া আকুল,
সে দিনও উৎফুল্ল তুমি
লভি নারায়ণ-নয়নের অশ্রুরাশি।

আজি কেন কি আনন্দে
বীচিবিক্ষোভিতা হেন
নির্ব্বাক নিষ্কম্প এই প্রভাত অরুণোদয়ে ?

চৈতক সহ বীণার প্রবেশ ।

বীণা। আর কতদূর প্রভু জন্মভূমি তব ?

চৈতক। এসেছি—এসেছি বীণা, আর ভয় নাই; এইবার বিশ্রাম পাবে—পথশ্রমের শ্রান্তি দূর করবে। ঐ যে—ঐ যে হংস-কারণ্ডব-কুমুদ-কহ্লারাদিবক্ষে শুভজলা পম্পা, বীচিবিক্ষোভে আমাদের শুভাগমন জ্ঞাপনে। ঐ যে চতুর্দ্দিকের তটভূমির উপর নবমুকুলিতা অশোক রংমশালের আলো ছড়িয়ে নবদম্পতীর সাদর আহ্বানে। আর ঠিক্ ওইখানে—বীণা, ঐ গিরিকর্ণিকার পার্শ্বে ঐ নমেরুকুঞ্জের তমোময় বক্ষে যুগ-যুগান্তরের মর্ত্ত্য-সাধনার একটা অভূতপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ বুকে ক'রে প্রেরণাসঞ্চালিতা রম্ভার আবির্ভাব হয়েছিল—ভারতবর্ষ পেয়েছিল একটা বিরাট প্রেমের বিশ্বব্যাপী দীপ্তি, হারিয়ে ফেল্‌লে শুধু সংসার-প্রেমিকের অভাবে। যমশাসক সদ্যতপভঙ্গোত্থিত মাণ্ডব্যের অভ্যুদয়ে সব নষ্ট হ'লো।

মাণ্ডব্য। কে তোমরা নর-নারী ?

চৈতক। বীণা ! পরিচয় দাও ; আমাদের গন্তব্য স্থান আর কত-দূরে, জিজ্ঞাসা কর ;

মাণ্ডব্য। পরিচয়দানে বাধা থাক্‌লে প্রয়োজন নাই ; তবে আমার আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণে বাসনা থাক্‌লে করতে পার।

বীণা। আমি আমার সদ্যবিবাহিত স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলেছি ; সুদীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ পথে পথে ভ্রমণ করছি, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হ'তে পারছি না। প্রভু ! বল্‌তে পারেন, ঋষির আশ্রম কতদূর ?

মাণ্ডব্য। ঋষির নাম?

চৈতক। মাণ্ডব্য।

মাণ্ডব্য। তা এখানে কেন মা? সে তো এক ক্রোশ পশ্চাতে ফেলে এসেছ। তোমরা যা খুঁজ্‌ছ, তা ক্রোশাধিক ব্যবধানে পূর্ব্বভাগের জঙ্গলের মধ্যে—

বীণা। আমরা খুঁজ্‌ছি দেবতা—

মাণ্ডব্য। হাঁ বুঝেছি; তোমরা তো রাজ্যহারা দ্যুমৎসেনের আত্মীয়, জন্মভূমি হারিয়ে রাজার সন্ধানে চলেছ?

বীণা। আপনার অনুমান অলীক নয়, কিন্তু—

মাণ্ডব্য। ভয় নাই মা! রাজ্যহারা চক্ষুহারা দ্যুমৎসেন, পত্নী-পুত্রাদি সহ কাম্যকবনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে শান্তিতেই আছেন।

বীণা। না প্রভু, তা নয়; আমরা খুঁজ্‌ছি দেবতা ঋষির আশ্রম।

মাণ্ডব্য। মাণ্ডব্য-আশ্রম? কেন?

বীণা। ঋষি ব্যতীত অপরকে বল্‌বার নয়; ঋষি না হ'লে অন্য কেহ বুঝ্‌বে না।

মাণ্ডব্য। কেন?

চৈতক। যদি মাণ্ডব্য বা আত্মীয় বা অনুগৃহীত হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন; আর যদি তা না হও, এ প্রশ্নের উত্তরও নিষ্প্রয়োজন।

মাণ্ডব্য। একি প্রহেলিকা! সাধ্বী! মাণ্ডব্য তোমার কে?

বীণা। তিনিই জানেন।

মাণ্ডব্য। তুমি মাণ্ডব্যের কে?

বীণা। পুত্রবধূ।

মাণ্ডব্য। এঁ্যা!

চৈতক। কেবা তুমি? কেন চমকিলে ঋষি
এমন সরল পরিচয়ে?
নিশ্চয় মাণ্ডব্য তুমি।

মাণ্ডব্য। হাঁ—হাঁ, কে তুই ঘৃণিত?

চৈতক। ঘৃণিত? তোমারও কাছে?
কি দেখিছ বদনে আমার?
তোমারি প্রতিচ্ছায়া পড়েছে
দর্পণে যেন—না?
জন্ম দেছ চোরের মতন,
চোরের মতন চুরি ক'রে নিয়েছ লাবণ্য,
রম্ভার সেই স্বর্গীয় সুষমা;
চোরের মতন সন্তানে ত্যজিয়া পথে
মুদিতনয়নে বক-ধার্ম্মিকের মত
বসেছিলে তপস্যার ভাণে,
পরিণাম—সাথে সাথে!
চোরের মতন চোরগণ সাথে
রাজাদেশে শূলদণ্ডে হইলে দণ্ডিত।

মাণ্ডব্য। বহু অতীতের কথা—

চৈতক। সুতরাং বিস্মৃতির পথে;
অতএব স্বীকার্য্য কভু এ নয়—
তুমি পিতা—জন্মদাতা,
আমি পুত্র তোমারি ঔরসে?

বীণা। এমন সোনার লগ্ন
হেলায় না যায় ঋষি!

মাণ্ডব্য। হ'তে পারি নারীধর্ম্ম রক্ষা হেতু
রম্ভার বল্লভ বারেকের, তথাপি—

চৈতক। হ'তে পার বল্লভ নারীর
বারেকের, নহে জন্মভরা ?
বাঃ—কি সুন্দর শাস্ত্রের বিধান !
ভ্রমরার মত নানা ফুলে নানা ভাবে
মধু লুটিবার অধিকার পুরুষেরি শুধু,
নারীর তরেতে মাত্র এক !
প্রাজাপত্য বিবাহ-বন্ধনাবদ্ধা
পিতৃগৃহে সর্ব্বরূপে পরাধীনা নারী
পুরোহিত-বদননিঃসৃত মন্ত্রের ভাবার্থ
অজ্ঞাতে পোষা পাখী মত পড়া বোল্
প'ড়ে গিয়ে একবার বামে বসে যার,
সে যদি ক্লীব, মূর্খ, কুষ্ঠরোগী,
হত্যাকারী, চোর, অধার্ম্মিক হয়,
নীরবেতে সহিতে হইবে রমণীরে ?
ধন্য স্মৃতি ! শত ধন্য বিধানে তোমার ?

মাণ্ডব্য। না—না, নহিস্ রে পুত্র মাণ্ডব্যের কভু ;
পুত্র নাহি পারে পিতৃ সনে
হেন ঘৃণ্য তর্ক ল'য়ে বিসম্বাদে।
পঙ্কিল বাসনা ল'য়ে কামেতে বিভোরা
রম্ভা এল মেদিনী উপরে,
অপদার্থ কোন কামুকের সংবাসে
জন্ম দিল তোর—

চৈতক। জন্মদাতা চিরপূজ্য জনক মহান ;
ন্যায়-তর্কে নাহি চলে আত্মীয়তা বাধা।

মাণ্ডব্য। ন্যায় ? কোন ন্যায় মতে
জারজসন্তান আসি
বর্ণাশ্রমে চাহে অধিকার ?

চৈতক। ওহো—বসুমতী !
তব বক্ষে এই কি জনক ?

বীণা। পিতা ! কন্যা কি গো নহে যোগ্যা
আশ্রমেতে স্থান পাইবার?

মাণ্ডব্য। বিধবা হইলে মাতা,
সাদরে বরণ ক'রে তুলিতাম ঘরে ;
কিন্তু পরে পিতৃ-সম্ভাষণকারী যেই,
সে যে স্বামী তব—

চৈতক। সাবধান ঋষি !
সহ্যের বাহিরে চলে ক্রমে স্পর্দ্ধা তব।

মাণ্ডব্য। শোন্ মূর্খ ! শুন বালা !
রজনী প্রভাতে হবে মৃত্যু
স্বামীর তোমার অভিশাপে মোর।

বীণা। আমিও দিনু অভিশাপ—
এ রজনী কভু যেন প্রভাত না হয়।

চৈতক। কি করিলে পরস্পর ? ভারত !
তোমার ন্যায়ের পথ কণ্টকে আকীর্ণ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিলাস-কক্ষ।

ধীরে ধীরে বাহ্লীকের প্রবেশ।

বাহ্লীক। উঃ—কি অপমান! রণজয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ মুহূর্ত্তে পরাজয়ের বজ্রাঘাত! আমারি পদাঘাতে বিদূরিতা ধর্ম্মপত্নীর ছলনায় আমার পরাজয়! দ্যুমৎসেনকে রাজ্যচ্যুত ক'রে নিষ্কণ্টকে শাল্ব-রাজ্য ভোগ কর্‌ছি বটে, তবু শান্তি নাই। না—এইবার অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হ'তে হবে পৃথিবীব্যাপী যশোগৌরব লাভে। মদ্রদেশ অধীনে আন্‌তে হবে; সন্ধিসূত্রে না হয়, রক্তপাতে সাধন কর্‌বো। বাহ্লীক-শাসন আসমুদ্র বিস্তার কর্‌তে চাই।

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। সঙ্গে সঙ্গে সুনাম ও সার্ব্বজনীন প্রীতি—

বাহ্লীক। এস, মুহূর্ত্তের অদর্শনে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলেম। পুষ্প! যখন চিনি নি, তখন অন্য কথা ছিল; যখন উত্তমরূপ চিনেছি, তখন কি আর বিচ্ছেদ-বিরহ সহ্য করা যায়? বিবাহের পর থেকে কত খেলা কত লীলা করেছিলেম, তখন এমন ক'রে তোমায় দেখিনি। বরাবর দেখে এসেছিলেম—ঐ চপল চক্ষের উপরিস্থিত যুগ্ম ভ্রূ দু'টী—যেন মন্মথের পুষ্প ধনু, ঐ ক্ষীণ কটি যেন বসন্তের আস্তরণ; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি ঐ ভ্রূতে স্নেহের আবাহন—ঐ বক্ষ নিষ্কাম প্রণয়ের তৃপ্তিস্থল—ঐ কটি অশান্ত বাহুর আলিঙ্গনের আধার।

পুষ্প। ছিঃ—ছিঃ মহারাজ, সামান্যা কুৎসিতা রমণী আমি, প্রথম যৌবনের সে প্রিয়দর্শন মুখে আজ কালিমার ছায়া, কেশদাম তোমার দ্বারা বিধ্বস্ত, রক্তিম কপোল তোমার ছুরিকায়—

বাহ্লীক। উঃ! আর না—আর ব'লো না। জান কি পুষ্প, আমি এই দ্যুমৎসেনের পরিত্যক্ত প্রাসাদে কি ভাবে দিন অতিবাহিত কর্ছি? তোমার সঙ্গহারা হ'লে এই সকল প্রাচীরগাত্র হ'তে কারা যেন অট্টহাস্যে আমায় বধ কর্তে উদ্যত হয়। রাজপুরীর প্রত্যেক দ্রব্যটা জাগিয়ে দেয় আমার নৃশংসতার—আমার পাপের ভীষণ পরিণাম।

পুষ্প। এক বৎসর রাজ্য জয় ক'রে আমাকে নিয়ে দিন রাত প্রমোদে আছ, এক মুহূর্ত্তের জন্যও রাজসভায় উপস্থিত হও নি। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, অমাত্যেরা বিরক্ত, প্রজাবর্গ দোষ দিচ্ছে আমাকে; বল্ছে—স্ত্রৈণ রাজার রাজ্য থাকে না। আপনার এই সাম্রাজ্য-গরিমা—যেটা অসংখ্য কোটী নররক্ত—অগণিত সতীর অভিশাপে—লক্ষ লক্ষ পতি-পুত্রহারার অশ্রুজলে অর্জ্জিত, সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কি এমনি-ভাবে অর্দ্ধপথে এসে থেমে যাবে?

বাহ্লীক। থাক্বে না; যে আগুন জ্বেলেছি, তার স্ফুলিঙ্গ অর্দ্ধ ভূমণ্ডল গ্রাস কর্তে ছুটেছে দেখ্ছ না? সুবিশাল রাজ্য তো প্রতিষ্ঠা হয়েছে!

পুষ্প। হয়েছে বটে, কিন্তু অটুট থাক্বে কি?

বাহ্লীক। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

পুষ্প। আপনি নিজে।

বাহ্লীক। সেকি! কিসে?

পুষ্প। রাজার রাজ্য আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অতি যত্নে রক্ষিত না হ'লে যে ভেঙ্গে যায়।

বাহ্লীক। এখন এস, সারাটা রাত পিপাসার্ত্ত হ'য়ে আছি—

পুষ্প। ছিঃ—ছিঃ মহারাজ, পাশবিক বৃত্তিকে এত প্রশ্রয় দেবেন না।

বাহ্লীক। তবে তুমি কেন আবার আমার কাছে ফিরে এলে? এস—কাছে এস; পত্নী কি স্বামীর—

পুষ্প। বিলাসের সামগ্রী নয়; পত্নী ধৈর্য্যে জননী, বিপদে অংশ-ভাগিনী, সম্পদে লক্ষ্মীদায়িনী, স্নেহে ভগিনী, যত্নে সেবিকা।

বাহ্লীক। আমার কি অধিকার নাই তোমার উপর বলপ্রয়োগের?

পুষ্প। কেন? স্বামী ব'লে? ভরণপোষণ করছেন ব'লে? মহারাজ! মানুষের উপর মানুষের অধিকার ব'লে বিশেষ একটা কিছুই নাই, থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়।

বাহ্লীক। তুমি যত ন্যায়ের তর্ক উপস্থিত কর না কেন, আমি বাসনা চরিতার্থ করবোই!

পুষ্প। তুমি আমাকে যখন পদাঘাতে দূর করেছিলে, তখন এই সর্ব্বনেশে বয়স ও রূপ নিয়ে আমায় পথে পথে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, বনের হিংস্র পশুর ও নগরে মানব-পশুর হাত থেকে নিস্তার পাবার বল সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখতেম। এই দেখ—

বাহ্লীক। কি ও?

পুষ্প। হলাহল; বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হ'লে রক্ষার একমাত্র উপায় এই।

বাহ্লীক। স্বামীর মনতুষ্টিসাধন—

পুষ্প। পত্নীর অবশ্য করা কর্ত্তব্য। সংগীতে অশান্ত মনে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আপনি তো নাচগানে বিশেষ অনুরাগী; নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাহ্লীক। তুমি?

পুষ্প। নাচ-গানে তৃপ্তিলাভের পর নর্ত্তকীদের বিদায় দিলে আবার আস্‌বো।

বাহ্লীক। তুমি কাছে থাক্‌বে না?

পুষ্প। থাকা কি উচিত? ত্রিগর্ত্ত ও বর্ত্তমান শাম্বের রাজরাণীর কি রাজার পার্শ্বে ব'সে সে গান শোনা উচিত? ভেবে দেখুন, গাইবে কারা? বারাঙ্গনারা; গাইবে কি? যে স্বরে উন্মাদনা আনে, ভাষায় পঙ্কিল ভাবটাকে জাগরিত করে—

বাহ্লীক। নিষ্ঠুর! চ'লে যেও না।

পুষ্প। অনুরোধ শুন্‌বো—নৃত্যগীতের পর।

[প্রস্থান।

বাহ্লীক। যে পথে একবার পা দিয়েছি, সে পথ হ'তে ফির্‌লে আর তেমন হ'তে পার্‌বো না—অবসন্ন কৈশোরে যেমন ছিলেম। শূন্যে প্রাসাদ গ'ড়ে তোলাও বোধ হয় ততটা দুঃসাধ্য নয়, যতটা দুঃসাধ্য মানুষের সৎ চরিত্র আবার গ'ড়ে তোলা। চরিত্র গেলে আর ফেরে না; সুতরাং পুষ্প, ভুলি নি যেমন তোমার অসংখ্য অবাধ্যতায় তুমি আমার পত্নী, তেমনি এটাও ভুলি নি যে তোমার সেই সব অত্যাচারের একমাত্র শাস্তি দিতে হ'লে চাই তোমাকে বিলাসের কীট ক'রে তুল্‌তে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ—

গীত।

মদন-মদিরা-মাতুয়ারা প্রাণে এসেছি বঁধুয়া মোরা।
বুকে মুখে চোখে মাখিয়া অমিয়া হয়েছি কাম-বিভোরা॥
তুমি যে এখন শারদ রাতের, বাঁশীর ররাব মোহিনী তানের,
মৃগ্ধ হ'তে মুগ্ধ ওগো সুখ প্রিয় ধর প্রীতি-রতি-ধারা।

মিটি-মিটি কেন এখনো জ্বলিয়া,
সরমে জাগায় আলো না নিভিয়া,
উচাটন মন ব্যাকুল এখন, লাজ ভাঙ্গ মনোচোরা॥

বাহ্লীক। এ গান তোদের কে শিখিয়েছে?

১ম নর্ত্তকী। মানুষে নয়।

বাহ্লীক। কি?

১ম নর্ত্তকী। আমাদের কেহ শিখায় নি রাজন্!

বাহ্লীক। তবে জান্‌লি কেমন ক'রে? ভাষার রচনা কার?

১ম নর্ত্তকী। আমাদের যৌবনের অতৃপ্ত লালসার।

বাহ্লীক। হুঁ; পুষ্প!

পুষ্পের পুনঃ প্রবেশ।

পুষ্প। মহারাজ!

বাহ্লীক। গান আমায় তৃপ্তি দিতে পার্‌লে না।

পুষ্প। তা না পারুক্, কিয়ৎকালের জন্যও মনটাকে অন্যভাবে রেখেছিলে তো?

শ্বেতকেতু। [নেপথ্যে] মহারাজের জয় হোক্।

বাহ্লীক। শ্বেতকেতুর কণ্ঠস্বর না? অনায়াসে এখানে আস্‌তে পার।

শ্বেতকেতুর প্রবেশ।

বাহ্লীক। সংবাদ কি শ্বেতকেতু?

শ্বেতকেতু। বহু অনুসন্ধানে বীণার সন্ধান পেয়েছি।

বাহ্লীক। কোথায়?

শ্বেতকেতু। সে এখন এক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের পত্নী।

বাহ্লীক। হুঁ। সত্যবান?

শ্বেতকেতু। পিতা মাতার সহিত তপস্বী।

বাহ্লীক। বীণাকে আন্‌তে পার্‌লে না?

শ্বেতকেতু। পার্‌লেম না নয়—আন্‌লেম না।

বাহ্লীক। কেন?

শ্বেতকেতু। বিবেক বাধা দিলে, রাজাদেশ না পাওয়ার কারণ স্মরণ করিয়ে—

বাহ্লীক। রাণী শৈব্যা আর বীণাকে যদি আমার সাম্‌নে না আন্‌তে পার, তা হ'লে বন্ধু—

শ্বেতকেতু। বন্ধুত্ব না রাখাই ভাল। তা বন্ধুত্ব রাখ্‌বার বাসনা আর নাই—কারণ, এখন মহারাজ অহর্নিশির বন্ধু পত্নীকে পেয়েছেন, তবে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ এ জীবনে তো ঘোচাবার নয়।

বাহ্লীক। ইচ্ছা কর, ঘোচাতে পার।

শ্বেতকেতু। না, শপথ ক'রে একবার দাসত্ব-শৃঙ্খল সাদরে পায়ে পরেছি—ছিন্ন কর্‌বার নয়।

বাহ্লীক। তা হ'লে রাজকর্ম্মচারী! উপযুক্ত সৈন্যস [illegible] তাদের আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

শ্বেতকেতু। যদি না পারি?

বাহ্লীক। সারাটা বনে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

শ্বেতকেতু। যথা আজ্ঞা।

বাহ্লীক। দাঁড়াও; এই রমণীকে মহা নগরীর কদর্য্য অংশে বার জনের উপভোগ্যার্থে বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

পুষ্প। সে কি?

বাহ্লীক। এই ঠিক্। কই সে ধৈর্য্য—সে পাণ্ডিত্য—সে ন্যায়ের তর্ক—সে উপদেশ কোথায় ?

পুষ্প। আমি তোমার পত্নী—

বাহ্লীক। তবে নিরুত্তরে শ্বেতকেতুর সহিত যাও।

পুষ্প। চল শ্বেতকেতু!

শ্বেতকেতু। কোথায় ?

পুষ্প। রাজার আদেশ কি ?

শ্বেতকেতু। ওঃ হোঃ—ঠিক্—ঠিক্! নরকের পথে আমি যে মহারাজকে ছায়াদান কর্‌তে প্রতিশ্রুত।

[পুষ্প ও শ্বেতকেতুর প্রস্থান।

বাহ্লীক। এইবার গাও দেখি সুন্দরীরা এমন একখানা গান—যাতে ইহকাল পরকাল ভুলে যেতে পারি।

নর্ত্তকীগণ—

গীত।

পিয়া হামারি—পিয়া হামারি।
ক্যায়সে মুখ্‌সে তুহারি গুণ বিচারি॥
আও আও বঁধুয়া চুপে চুপে, কালা রাতি আছ গুজরি সুখে,
নজরা বাজরা ধাও হো প্রেম ফুকারি।
ঝুমু ঝুমু নুপুর রিণি রিণি, তালে তালে খেলে ছিনিমিনি,
উতলা মাতলা পরাণে হো-হো উজরি॥

বাহ্লীক। সুন্দর! মনোরম! ভুলিয়ে দিলে ইহকাল পরকাল। এখন চাই একখানা দর্পণ; কে আছ, দর্পণ নিয়ে এস।

১ম নর্ত্তকী। মুখের প্রতিবিম্ব এই কক্ষের চারিদিকে প্রতিফলিত, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ? দর্পণে আর অধিক কি দেখ্‌বেন ?

বাহ্লীক। দর্পণ—দর্পণ কৈ ?

১ম নর্ত্তকী। আমরা যে প্রাচীরগাত্রে আপনার হৃদয়, মন ও বদনের প্রতিচ্ছবি দেখে চোখের জল রাখ্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ !

বাহ্লীক। দর্পণ কৈ ? দর্পণ আনো—দর্পণ আনো, নিশ্বাস ফেলে দেখ্‌বো দাগ ধরে কি না ?

সসৈন্য পুষ্প ও ঘাতকের প্রবেশ।

পুষ্প। বন্দী কর। দ্বিরুক্তি ক'রো না।

বাহ্লীক। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা ?

পুষ্প। বন্দী—আগে বন্দী কর, বিচার বিতর্ক পরে।

বাহ্লীক। এত স্পর্দ্ধা! এই পুরীতে আমার আজ্ঞাবাহী কে আছিস্ ?

সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। জনপ্রাণীও নাই মহারাজ—জনপ্রাণীও নাই।

বাহ্লীক। কি ?

সত্যবান। উপর্য্যুপরি অত্যাচারের অধর্ম্ম আচরণ চূর্ণ হ'য়ে ধর্ম্মের সহস্র ফণা সমুত্থিত হয়েছে। পুঞ্জীকৃত পাপরাশির তুলাদণ্ডহস্তে ভগবান মূর্ত্ত হ'য়ে জগতে অবতরণ করেছেন, বিবেক তার সহস্র কূট প্রশ্নভারে বুদ্ধির দ্বারে করাঘাত করেছে।

বাহ্লীক। সত্যবান্! এত স্পর্দ্ধা তোমার ? কি জন্য কার সাহসে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ ?

সত্যবান। মহীয়সী সম্রাজ্ঞী যে আমার সকল কর্ত্তব্য ঘুচিয়ে তাঁরই স্নেহের দ্বারে আতিথ্যগ্রহণে বাধ্য করেছেন রাজা! মায়ের কাছে

সন্তান যে কি সাহসে আসে, তা তুমি তোমার অতীত শৈশব স্মরণে বিচার কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

পুষ্প। রাজা! দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হও।

বাহ্লীক। আমায় দণ্ড দিতে সাহস কর তুমি, রমণী—বিলাসের সামগ্রী—পত্নী?

পুষ্প। না, তা কি কখন এ ক্ষেত্রে পারি, যখন এ রাজপুরীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী অতীত গৌরববক্ষে উপস্থিত?

বাহ্লীক। কি আশ্চর্য্য! রাজ্যের একটা সামান্য ব্যক্তিও বিশ্বাসের ভরে রাজসহায়ে উপস্থিত হ'চ্ছে না—

কাত্যায়নের প্রবেশ।

কাত্যায়ন। কেমন ক'রে হবে? 'রাজা যচ্ছীলাঃ প্রকৃতিং তচ্ছীলা ভবতি।' তা কি জান না?

পুষ্প। বৃথা কালক্ষেপ; রাজকুমার! তোমার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে পৈশাচিক উপদ্রবকারীর দণ্ড তোমার হস্তেই ন্যস্ত কর্‌লেম।

সত্যবান। সম্রাট! দণ্ডের অভিনব বিধান তুমিই সর্ব্বপ্রথম এ রাজ্যে প্রচার করেছ; তোমারি প্রচলিত দণ্ডগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমার অধিক আদরের?

বাহ্লীক। কি—আমাকে হত্যা কর্‌তে চাও?

সত্যবান। নিশ্চয়!

কাত্যায়ন। নৃশংসভাবে—কুকুরের মুখে অথবা জীবন্ত দেহ হ'তে চর্ম্ম-উৎপাটনে—

বাহ্লীক। সত্যবান!

সত্যবান। কি—ক্ষমা চাইবে তো? ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে—করুণার্দ্র-

চক্ষে—যুক্তকরে—আবেদনবক্ষে, এই তো? কিন্তু আমি যদি না দিই, তোমার অনবরত কাতরে প্রাণভিক্ষাটা যদি আমি বিদ্রূপ-হাস্যে উপেক্ষা ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই?

বাহ্লীক। না—না, ভিখারী রাজপুত্র সত্যবানের নিকট একজন রাজা যাচ্ঞা করে না।

পুষ্প। এই তো আমার স্বামীর উপযুক্ত কথা।

কাত্যায়ন। ঠিক্; এই তো অনুতপ্ত পাপীর যোগ্য প্রায়শ্চিত্তের অভিব্যক্তি।

সত্যবান। তবে দেখে নাও রাজা এ জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, যেটা জন্ম ভ'রে উপলব্ধি কর্‌বার জন্য বিবেককে তিলার্দ্ধের জন্য অবকাশ দাও নি; বুঝে নাও একবার জনমের মত এর পরের অবস্থাটা কতটা ভীষণ! দুই মুহূর্ত্ত পরে তোমার দর্শনশক্তি চিরবিনষ্ট করা হবে।

বাহ্লীক। উঃ! এমন নৃশংস কাণ্ড—এমন অনার্য্যোচিত ব্যবহার!

সত্যবান। হাঁ, তুমি যেটা আমার দেবতুল্য পিতার উপর করেছ—

কাত্যায়ন। তারই একটু মার্জ্জিত সংস্করণ।

পুষ্প। জল্লাদ! বন্দীর চক্ষু দু'টী ছুরিকা দ্বারা উৎপাটিত কর—

বাহ্লীক। কুমার! যদি প্রকৃত বীর হও, তা হ'লে আমায় একেবারে হত্যা কর্‌বার আদেশ দাও—

পুষ্প। জল্লাদ! বিলম্ব কিসের?

ঘাতক। কিছু না; কিন্তু মা, ভেবে দেখ ইনি কে?

পুষ্প। জানি—একজন অত্যাচারী—বিলাসের কীট।

সত্যবান। কিন্তু জল্লাদ, দেবী-প্রতিমা পুষ্পরাণীর আরাধ্য স্বামী।

ঘাতক। তবে কেমন ক'রে—

পুষ্প। দ্বিধা কিসের? অত্যাচারীর দণ্ড না হ'লে বিধাতা বিমুখ হবেন।

সত্যবান। আর পতিহারা সতীর মর্ম্মভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভগবানকে পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে হবে।

ঘাতক। তবে? কি করি—কি করি? দু'জনেই মনে প্রাণে দণ্ড চাও বুঝেছি, অথচ পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। তৃতীয় ব্যক্তি কে? কাকে জিজ্ঞাসা করি? কার আদেশমত কার্য্য করি? রাণী—না রাজপুত্রের?

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। না—একটা রাজ্যচ্যুত অন্ধ রাজার ভিখারিণী পত্নীর।

ঘাতক। এ্যাঁ!

সত্যবান। মা? বড় সন্ধি-মুহূর্ত্তে এসে পড়েছ মা! ব'লে দাও, কি করবো—কি দণ্ড দেবো?

শৈব্যা। মুক্তি।

পুষ্প। না—না মা, বাধা দিও না, দণ্ড চাই—

শৈব্যা। এটা কি দণ্ড নয়? মুক্তি দাও—পাপী অবসরকালে কখনো না কখনো একদিন অনুশোচনা করবেই; তখন যে যাতনা ভোগ করবে, তার নিকট মানবপ্রদত্ত দণ্ড কিছুই নয়।

ঘাতক। মা—

পুষ্প। রাণীর আদেশ পালন কর।

ঘাতক। জয় সত্যবানজননীর জয়! জয় নারী-ঋষির জয়!

সত্যবান। এস মহামান্য নৃপতি! আমি তোমাকে শৃঙ্খলমুক্ত করি।

শৈব্যা। শুধু এইটে ভেবে ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'য়ো যে, তুমি পুষ্পের স্বামী।

সত্যবান। ভয় নাই রাজন! নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে রাজকার্য্যে অগ্রসর হও।

বাহ্লীক। যদি রাজ্য চাও, এই দণ্ডে নাও—বিনা বাধায় পাবে; এর পরে এত সহজে হবে না।

সত্যবান। না—না, শাল্ব বল হারিয়ে রাজ্য হারিয়েছে, আবার যদি বল পায়—আপন রাজ্য উদ্ধার সাধন করবে, এরূপ অনুগ্রহ বা ভিক্ষায় নয়।

বাহ্লীক। তা হ'লে অবিলম্বে প্রাসাদ পরিত্যাগ কর—

শৈব্যা। নিশ্চয় করবে। সোনার নন্দদুলাল কয়দিন পূজা বিহনে উপবাসী আছেন, সেই বিগ্রহ নিয়ে যেতেই সত্যবান এসেছে। যাও সত্যবান! দেবগৃহ হ'তে বিগ্রহ নিয়ে এস।

সত্যবান। তা হ'লে যাবার সময় এস রাজা, বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হই—

বাহ্লীক। এত শীঘ্র নয়, পরে।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। সত্যবান! বিগ্রহ নিয়ে এস।

[সত্যবানের প্রস্থান।

পুষ্প। মা!

শৈব্যা। কাঁদ্‌ছ? ছিঃ! বুদ্ধিমতী তুমি, চুপ্ কর। তবু শুন্‌ছো না—

পুষ্প। হৃদয়ের উৎস যে শতমুখে ছুটেছে মা!

শৈব্যা। তবে মরুভূমিতে ফেলো না মা, যাও—স্বামীর সম্মুখে ঢাল গে; তার বড় দাহন—কিছু তৃপ্তি দাও গে।

কাত্যায়ন। এস, আমি তোমার সঙ্গী হ'চ্ছি; কি জানি, আবেগে যদি পথ ভুল কর।

[পুষ্প ও কাত্যায়নের প্রস্থান।

শৈব্যা। কোমলে কঠোরে মিলনের যে কি আনন্দ, তা বিধাতা একমাত্র তুমিই বোঝ; আর বুঝেছিলেন যাঁরা, তাঁরা একদিন কূট উপনিষদের শুষ্ক হৃদয়পঞ্জরে কুসুম-কোমলা নারীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে দিন "নারী-ঋষির" গর্ব্ব নিয়ে রাজর্ষি জনকের সভায় ঋষির সহিত বেদান্তের তর্ক সিদ্ধান্তে জয়লাভ ক'রে ঋষির উচ্চ আসন অধিকার করেছিলেন। কঠোর রাক্ষস রাবণের অশোকবনে সীতা, নির্দ্দয় ইন্দ্রজিতের পার্শ্বে প্রমীলা, দশরথের পার্শ্বে বরগ্রহণোদ্যতা কৈকেয়ী প্রভৃতিকে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা ক'রে নারীতে ঋষিত্ব প্রদান করেছিলেন, তাঁহারাই এ ভারতের গৌরব-গরিমাবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ সাধক।

[নেপথ্যে "অগ্নি—অগ্নি—পলাও—পলাও—জল—জল"
ইত্যাদি কোলাহল।]

শৈব্যা। এ কি! কিসের আলো? সর্ব্বনাশ! এ যে পুরীতে আগুন লেগেছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিমেষের মধ্যে অগ্নির একি বিস্তৃতি! আত্মরক্ষা কর সত্যবান—আত্মরক্ষা কর—

[প্রস্থান।

সভয়ে পুরবাসীগণের প্রবেশ।

১ম। তাই তো, কোন্ দিকে যাই? চতুর্দ্দিকে আগুন—

২য়। ঐ দেখ্, সাম্‌নের জ্বলন্ত ছাদ ভীষণ শব্দে পতিত হ'লো—

৩য়। এখন এই পথটা বাকী; চল, আত্মরক্ষা করি—

৪র্থ। এ সর্ব্বনাশ কে করলে রে—

[সকলের প্রস্থান।

কাত্যায়নের প্রবেশ।

কাত্যায়ন। কে কোথায়, কিছুই তো খুঁজ্‌তে পার্‌ছি না, ওহো—

ঐ যে আগুনে পুড়তে পুড়তে সব কাতরাচ্ছে; ভগবান! সবাই যদি মরে, তা হ'লে আমায় যেন আর বাঁচিও না।

[প্রস্থান।

বিগ্রহ নাড়ুগোপাল-বক্ষে সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। বিগ্রহ উদ্ধার করেছি, কিন্তু রক্ষা করি কি ক'রে? চতুর্দ্দিকে আগুন! নাড়ুগোপাল! শেষ কি তোমায় বুকে ক'রে জীবন্ত দগ্ধ হ'তে হবে! যখন দিবানিশি মৃত্যু তোমায় আবাহন করেছিলেম, তখন ভুলেও তো দেখা দাও নি; আর এখন জীবন অতি মূল্যবান, তাই কি বাদ সাধ্‌তে আস্‌ছ? উঃ—কি ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত অংশটাও পতিত হ'য়ে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ কর্‌লে! বীণা—বীণা! আর বুঝি হ'লো না—পার্‌লেম না বোন্ তোর সংবাদ গ্রহণ কর্‌তে। কোথায় পথ—কোথায় পথ—[প্রস্থানোদ্যত]

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। এই যে—এ দিকে। চ'লে এস বিপন্ন যুবক! আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌লে প্রাণরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

সত্যবান। এ কি! কে তুমি? এই বহ্নি-সাগরের অভ্রস্পর্শী শত শত লেলিহান শিখার মধ্যে উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডলবর্ত্তিনী মহা-মহীয়সী দেবী—তুমি কে?

সাবিত্রী। পরিচয় পরে। একি—কাঁপ্‌ছো যে? তোমার উত্তরীয় যে অর্দ্ধদগ্ধ! আমায় ভর ক'রে এস, পরস্পর আগে আত্মরক্ষা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

মাখ্‌না ও চন্দনার প্রবেশ।

গীত।

মাখ্‌না।— হাতে পাঁজী তবুও খুঁজি বারটা আজকে কি?

চন্দনা।— ঝাঁকের কৈ মিশ্‌লো ঝাঁকে দুঃখু তাতে কি?

মাখ্‌না।— গতরে তোর শুঁয়ো, তাই ভেতরখানা ভূয়ো,
ভূয়ো দিয়ে বাজীমাৎ এ পালিয়ে গেল ঝি।

চন্দনা।— সে যে চাঁদের দেশের মেয়ে, ভুলে এসেছিল ধেয়ে,
বেয়ে চেয়েও রইল নাকো বল্‌ না করি কি?

চন্দনা। তুই মড়াই তো গোল বাধালি; গায়ে যদি কাণা কড়িরও মুরদ নেই, তবে নগরের পথে এলি কেন? তাই তো, রূপ দেখে রাজার লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

মাখ্‌না। কি করি বল্‌, এ যে 'ড্যাঙ্গায় বাঘ—জলে কুমীর।' বনের বাঘ ভালুকদের মুখ থেকে বাঁচ্‌বো ব'লে ঘোরা পথে যেতে লাগ্‌লুম, তা কি হয়! "যখন যার কপাল বাঁকে, দুব্বো বনেও বাঘ ডাকে" ছোঁ মেরে রাজপুরুষেরা কেড়ে নিয়ে গেল।

চন্দনা। বনের পশুরা কিন্তু এখানকার পশুদের মত নয়—তারা কিছু বল্‌তো না।

মাখ্‌না। না—বল্‌তো না! এ কি মড়া তুই আর আমি যে বনের হত্তুকি খেয়ে খেয়ে 'শিড়িঙ্গে' মেরে যমেরও অরুচি হ'য়ে আছি? রাজকন্যে—দুধ, ঘি, রাবড়ী, ছানা, ননী, মাখন, চাঁদের ঝোল, তারার

চচ্চড়ি, সুষ্যির চাট্‌নি খেয়ে দেহখানাকে ভরা ভাদরের একমুখী গঙ্গার ডিমওয়ালা তপ্‌সে মাছ গোছ ক'রে রেখেছে; অমন জিনিসটার লোভ সামলানো কি মুখের কথা?

চন্দনা। আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? রাজপুরী তো পুড়ে 'ভূইসাৎ' হ'লো, সে কি আ'র বেঁচে আছে?

মাখ্‌না। হায়,—হায়, কি হ'লো! মুঠোর ভেতর সোনার খনি এসে উপে গেল গা!

গীতকণ্ঠে পুরুষকারের প্রবেশ।

গীত।

পুরুষকার।— কিঞ্চিৎ মাত্র সঞ্চিত সোনা ল'য়ে বোকারাম।
মুঠোয় পেয়ে পরেশ পাথর কস্‌লে না তার দাম॥

গীতকণ্ঠে প্রাক্তনদেবীর প্রবেশ।

প্রাক্তন।— চোরের ভয়ে ঘুম হবে না, কেন মজ্‌লি পেয়ে গুঁড়ো সোনা,
নিতুই ধনের অধিকারী হতিস্ বুঝ্‌লে খনির দাম।

পুরুষকার।— সর্ব্বলোভের বাহিরে ব'সে ছিলি এ যাবৎ যে রঙ্গরসে,
এখন পাপে মৃত্যুর নীতি ধ'রে কাটাও জীবন শ্যাম॥

[প্রস্থান।

প্রাক্তন।— খোলা মাঠের খোলা হাওয়ায়, বন্য জাত খাওয়া দাওয়ায়,
ছিল কেমন সরল জীবন ভাব দেখি প্রাণারাম॥

[প্রস্থান।

মাখ্‌না। মাসী! শুন্‌লি তো, বুঝ্‌লি কিছু?

চন্দনা। ওরে পাঁজী-পুঁথির কথা লোককে উপদেশ দেবার সময়; নিজের বেলায় পাপ-পুণ্যির বিচার কর্‌লে কি চলে?

মাখ্‌না। তাই চ'—এইবার চ', পয়সা রোজগারের—

চন্দনা। প—ন্‌—থা—বুঝেছি, চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ধ্বংসাবশেষ শাল্ব-রাজপ্রাসাদ সন্নিকটস্থ বনপথ।

দ্যুমৎসেনের প্রবেশ।

দ্যুমৎসেন। পুষ্পরাণীকে উদ্ধার কর্‌তে একলা অন্ধকে পথে বসিয়ে কোথায় গেলে রাণী? এত বিলম্ব কিসের? বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্‌তে ভীষণ কোলাহলের দূরস্থিত শব্দ এলো, কারুণ্যের একটা হাড়-ভাঙ্গা বান বাতাসে ভেসে এলো, তারপর সব স্থির! কোথায় গেলে অন্ধের যষ্টি—বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন—গৃহের শান্তিদায়িনী—পথ-কষ্টের অংশভাগিনী—আমার চিন্তা, কল্পনা, প্রেরণা রাণী শৈব্যা, তুমি কোথায় গেলে?

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। আর কেন ও আবাহন? অতীত সুখের পুনরাবৃত্তি যে অনেক সময় বর্ত্তমান আশার অন্তরায় হয়, তা কি জান না আগন্তুক?

শৈব্যা। রাজর্ষি!

দ্যুমৎসেন। কে—শৈব্যা? কোথায় ছিলে শৈব্যা অন্ধকে একাকী এতক্ষণ রেখে? রাজরাণীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হ'লে?

শৈব্যা। হয়েছিলেম; বিদায়কালীন আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল, কিন্তু তারপর—

দ্যুমৎসেন। বল—নীরব হ'লে কেন? না—না, একি শৈব্যা? বহির্দৃষ্টি নাই—তোমায় দেখ্তে পাচ্ছি না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝ্ছি, তোমার মুখে কি যেন একটা মর্ম্মঘাতী দুঃখের গভীর কৃষ্ণ আভা প্রতিভাত; তোমার চক্ষে যেন সহানুভূতির সপ্ত সাগরের শান্তি-বারিতুল্য পীযূষধারা আজ বিষাক্ত—পঙ্কিল। বল, তারপর? তারপর কি হ'লো বল?

শৈব্যা। একটা খাম্‌খেয়ালী বিধাতার উন্মাদনা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিশোভিত গগনমার্গে—আর একটা আত্মম্ভরী সৃষ্টিকর্ত্তার বড় সাধের প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়া সূর্য্য চন্দ্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে নিশান্তে অতৃপ্তা বিরহিণীর পুষ্পমাল্য ছিন্ন করার মত চতুর্দ্দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তার কণিকামাত্র উপভোগের জন্য অনন্ত বারিধির আঁধার গহ্বর হ'তে ক্ষুদ্র শম্বুক হ'তে সুবৃহৎ তিমি অবধি ভেসে উঠ্‌লো, অষ্টফণার আসন কেড়ে নিয়ে বাসুকী পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়ালো, পাতালের ভোগবতী বহুযুগ পরে একটু নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু উপভোগ করতে মর্ত্ত্যের নন্দন তপোবনে এসে উপস্থিত হ'লো; কত সোনার রাজ্য পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল—কত পীযূষপূর্ণ বীণার ঝঙ্কারে পবন ঊনপঞ্চাশৎরূপে নেচে উঠ্‌লো—কত বেণুর মনমজানো সুরে ধর্ম্ম ভেঙ্গে মর্ম্ম ছিঁড়ে প্রলয়-বিষাণ ঘনঘন বেজে উঠে নিস্তব্ধ হ'লো, আর সেই প্রদীপ্ত আকরে তোমার চিত্রাশ্বদশের সত্যবান—আমাদের হৃদয়ের প্রতীক—

দ্যুমৎসেন। এঁ্যা! সত্যবান নাই?

শৈব্যা। কে তা জানে? থাকে—আছে, না থাকে—নেই। অস্তিত্বের প্রয়োজন বুঝ্‌লে বিধাতা রেখেছেন, না বুঝ্‌লে মেরেছেন। ব্রাহ্মণের বাণীর প্রকৃত মূল্য প্রকৃত মর্য্যাদা এখনও ভারতবর্ষে থাক্‌লে হয় তো সত্যবান মরে নি কিংবা ম'রে বেঁচেছে।

দ্যুমৎসেন। ধন্য ভগবান্! বলিহারী তোমার নির্ম্মম দণ্ড! এ জন্মে তো মনে পড়ে না দয়াময় যে তোমার চরণে অপরাধী; হয় তো পূর্ব্বজন্মে করেছিলেম এমন পাপ, যা বোধগম্য হবার নয়,—কিন্তু তার দণ্ড এত ভীষণ? রাজ্য গেল—মান গেল—যশ গেল—প্রতিষ্ঠা গেল—জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন চক্ষু গেল—একমাত্র পুত্রটি পর্য্যন্ত—

শৈব্যা। চ'লে গেল মহারাজ, যেন স্বপনেরও অগোচর! শিব-রাত্রের দ্বিপ্রহর পূজায় যখন দুগ্ধ ডাব গঙ্গাজলে 'সিদ্ধিরস্তু' ব'লে ভারত-নারীর মঙ্গল কামনায় মহাকাল মহেশ্বরকে স্নান করাতে উদ্যত হয়ে-ছিলেম, ঠিক্ সেই সময় মঙ্গলসূচক ঘৃত-প্রদীপের একমাত্র প্রজ্বলিত সলিতাটি নির্ব্বাণ হ'য়ে গেল নির্বাত নিষ্কম্প স্থানে! সে আঁধারে বিগ্রহ কেঁপে উঠ্‌লো—মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'লো—একটা শোকদায়ক সার্ব্বজনীন হাহাকার চারদিকে উঠ্‌লো—'কোথায় সত্যবান—কোথায় সত্যবান' ব'লে আমার প্রাণ কিন্তু একটুও কাঁপ্‌লো না, তেম্‌নি পাষাণবৎ; চক্ষু তেম্‌নি শুষ্ক রৌদ্ররসাত্মক—বদনে সেই গাম্ভীর্য্য—বাহুতে তেমনি পৃথিবীধারণের শক্তি!

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা! যে দিন রাজ্য হারিয়ে জন্মভূমি হ'তে চোরের মত বিতাড়িত হ'য়ে সর্ব্ব প্রথম পথে ভাগ্য নিক্ষেপ করি, যে দিন সেই ঝড় ঝঞ্ঝা ঘন ঘন বজ্রপাতময় দুর্যোগময়ী নিশীথে ক্ষুৎপিপাসা ও ভ্রমণক্লান্ত সত্যবান বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা মাথায় নিয়ে পথের ধারে শায়িত হ'লো, রাজপুত্রের সেই দশা দেখে পুত্রের জননী হ'য়ে—মহা-

মাণ্ড কাশীরাজের বড় আদরের দুহিতা হ'য়ে—শাম্বদেশের মহামহীয়সী সম্রাজ্ঞী হ'য়ে যে দিন নিজ বাহুতে মস্তক রক্ষা ক'রে জীবনে প্রথম বৃক্ষতলে শায়িত হয়েছিলে, সে দিনও তো এমন বিচলিত হও নি।

শৈব্যা। তখন যে তুমি কাছে ছিলে; স্বামীর সহিত যেখানেই থাকি না কেন, সেই আমার অমরাবতী। কিন্তু আজ যে তুমি কাছে ছিলে না; দেখ্‌লে না—সে কি অগ্নির ঘন আড়ম্বর, শুন্‌লে না—সোনার নাড়ুগোপালের বিগ্রহবক্ষে সত্যবানের বুকভাঙ্গা রোদন—

সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ।

সত্যবান। আর দেখ্‌লে না মা তোমার পুত্রকে অগ্নির কবল হ'তে উদ্ধার কর্‌বার জন্য অনাহুতভাবে এই বালিকার যমের সহিত ভীষণ সমর! এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কি ক'রে অক্ষুণ্ণদেহে অগ্নিরাশি হ'তে বেঁচে উঠ্‌লেম। এই দেখ, বক্ষোপরি ধৃত সোনার বিগ্রহ পুড়ে কি উজ্জ্বল আভা ধারণ করেছে; অথচ আশ্চর্য্য এই মা, যে বক্ষের একটি রোমও দগ্ধ হয় নি।

শৈব্যা। দুর্ভাগ্য যে মহারাজ, তোমার এমন সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য্য-দর্শন হ'তে দৃষ্টি বঞ্চিত।

দ্যুমৎসেন। কে শৈব্যা?

শৈব্যা। সত্যবানের জীবনরক্ষাকারিণী—নবযৌবন সমাগমে সৌন্দর্য্য-সুষমার পরিপূর্ণ ষোড়শ কলা। মহারাজ! কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ভগবানের প্রতীক মানবের সুন্দর হৃদয়েও আত্মাদর আছে, কিন্তু এ নবযৌবনার কালিমা কিছুতেই নাই।

দ্যুমৎসেন। এত সুন্দর?

শৈব্যা। এত সুন্দর! শেফালিগন্ধ-নিসেবিত মাধবী প্রাতের পাখীর ডাকের চেয়েও সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যে সম্মোহন আছে—কিন্তু লালসা নাই, উন্মাদনা আছে—তবে আত্ম-জ্ঞানশূন্য নয়, আকর্ষণ আছে—পবিত্রতা বজায় রেখে।

দ্যুমৎসেন। নবযৌবনা! কেন তুমি এমন সৌন্দর্য্য আগুনে আহুতি দিতে গিয়েছিলে মা?

সাবিত্রী। এক বৃদ্ধদম্পতী আমায় সাদরে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, পথে যেতে যেতে এই সৌন্দর্য্যরত্ন থাকায় তাদের নিকট হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে আমায় রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিল; পুরীতে পা দিতে না দিতে দেখি, সমস্ত পুরীটা হঠাৎ আগুনের কবলে। প্রাণরক্ষার্থে সে কি মর্ম্মভাঙ্গা আবেদন; তা শুনে কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকি বৃদ্ধ?

দ্যুমৎসেন। নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে—

সাবিত্রী। পঞ্চভূতের দেহখানা যে পঞ্চজনেরই উপকারার্থে, সে কথা বিস্মৃত হ'চ্ছেন কেন?

শৈব্যা। সত্যবান! কে এ? কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; এ যে আমার বিবেককে পর্য্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

সত্যবান। আমিও কিছু বুঝ্‌তে পারি নি মা; অনলের কবল হ'তে অকল্পিতভাবে উভয়ে রক্ষা পেয়ে এখানে আস্‌বার পথে কুমারী বরাবর আমার মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে এসেছে। সে দৃষ্টিতে মা, যেন আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোকিত ক'রে তুল্‌ছিল। কত কথা কইলেম, কত রকম প্রক্রিয়ায় পরিচয় জান্‌বার চেষ্টা কর্‌লেম, কথা কয় না—কেবল কথা শোনে। মনে হ'লো—কোলাহলময় জগতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-বক্তৃতামঞ্চে এ বক্তার অধিকার চায় না,—চায় পদতলে করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে ব'সে শ্রোত্রী হ'তে।

শৈব্যা। দিন ছিল মা, তোর পরিচয় সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ কর্‌বার। যখন জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ পদার্থটি অতি যত্নে বেছে বেছে অব্যবহার্য্য-ভাবে তুলে রাখ্‌তেম, বুঝি তোকেই দান কর্‌বার জন্য। যখন সৌন্দর্য্যের সার যোগাড় কর্‌তেম ভাবী একটা সুখের কল্পনায়, সে কল্পনার দেবী তুই কি না বল দেখি মা? এখন যে সে সাহস ও ইচ্ছা রাখি না। কেমন ক'রে সাত রাজার রত্ন-ভাণ্ডারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুই, সাগরশোষণে উদ্ভূত মাণিক তুল্য তুই, কেমন ক'রে এই ভিখারী তিনজনের জন্য ভিক্ষালব্ধ শাকান্ন, অবসন্ন অপরাহ্নে তোর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ধ'রে দেবো? কেমন ক'রে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যাশায়িনী তুই—তোকে গাছের তলায় কঙ্করের উপর শয্যা পাত্‌তে বল্‌বো?

সাবিত্রী। আমি যে স্বেচ্ছায় তোমাদের এই সকল দুঃখের অংশ-ভাগিনী হ'তে ছুটে এসেছি।

শৈব্যা। এঁ্যা! বলিস্ কি?

সাবিত্রী। নইলে মা, তোমাদের পুত্রকে যে মুহূর্ত্তে নিরাপদ স্থানে এনেছিলেম, সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার গন্তব্য স্থানে চ'লে যেতেম।

শৈব্যা। তুই কি ক্ষত্রিয়কন্যা?

সাবিত্রী। না হ'লে এমন আবেগ কি হয় মা?

শৈব্যা। তোর পিতার বংশ-মর্য্যাদা?

সাবিত্রী। উচ্চ না হোক্—অগ্নিবিপন্ন অপেক্ষা হীন নয়।

শৈব্যা। ঠিক্ জান?

সাবিত্রী। অনুমান মাত্র; ন্যায়দর্শনেও তো মা অনুমানেই ঈশ্বর-সিদ্ধি।

দ্যুমৎসেন। একি উপমা! কে তুমি বিদুষী?

সাবিত্রী। আপনারই আত্মীয়া।

দ্যুমৎসেন। পথে কেন ?

সাবিত্রী। কাল বৎসর—ষোড়শে আমি পদার্পণ করেছি। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ বহু অনুসন্ধানেও পিতা আমায় এখন পর্য্যন্ত পাত্রস্থা বা আমার পতি-নির্ব্বাচন কর্‌তে পারেন নি।

দ্যুমৎসেন। বটে!

সাবিত্রী। তাই তিনি আমায় আদেশ দিয়েছেন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে নিজের পতি নিজেকেই নির্ব্বাচন কর্‌তে। যদি অক্ষম হই, তা হ'লে পিত্রালয়ে আর আমার প্রবেশাধিকার নাই।

শৈব্যা। স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসারের অভিজ্ঞতায় তিনি যে তাদৃশ পরিপক্ব নন্, এ কথা সত্য ; তা না হ'লে কন্যাকাল অতীতে কন্যা অবিবাহিতা থাক্‌লে, তার জীবন্ত পিতার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের, স্বর্গগত পিতৃকুলের অনন্ত নরকগমন ও কৃমিকীট ভোজনের ব্যবস্থা কর্‌বেন কেন ? যাক্ মা, পিত্রালয়ে পুনঃ প্রবেশের অধিকারলাভ কর্‌বার সৌভাগ্য তোমার হয়েছে ?

সাবিত্রী। এত দিন কত তীর্থ বিফলে ভ্রমণ ক'রে আজ শাল্ব-রাজপ্রাসাদে সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছি।

দ্যুমৎসেন। সেকি! কাকে আপন ভাগ্য-বিধাতা নির্ব্বাচিত করেছ মা ?

শৈব্যা। নীরব কেন ? বল, তোমার চির-জীবনের ভাগ্যনির্ভরের স্থান কোথায় ?

সাবিত্রী। আপনারই কোমল অঙ্কে—

সত্যবান। পিতা ও মাতা এখনও উপবাসী, ফল ও জল সংগ্রহ কর্‌লে তবে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌বেন। মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নাও জীবনদায়িনী! মাকে বল, তোমার স্বামী কে ?

সাবিত্রী। তু—মি।

সত্যবান। এঁ্যা! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! বালিকা! এমন নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যে কালিমালেপনে আগ্রহ ক'রো না।

দ্যুমৎসেন। স্থির হও। বালিকা! তোমার পিতা কে?

সাবিত্রী। মদ্রেশ্বর-অধিপতি আমার পিতা।

দ্যুমৎসেন। কে—কে?

শৈব্যা। মহারাজ! আর কেন, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞারক্ষায় এমন অবসর হেলায় হারাবেন না।

দ্যুমৎসেন। অশ্বপতির কন্যা? যে অশ্বপতি—

শৈব্যা। শুনেছি, আপনার কৌমার্য্যে আপনাকে যে ঝটিকায় নদীবক্ষে তরণীভগ্নে নিমজ্জমান অবস্থা হ'তে রক্ষা করেছিল।

দ্যুমৎসেন। কৃতঘ্ন অশ্বপতি—

শৈব্যা। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আপনারই মুখে শুনেছি; আপনিই তখন বলেছিলেন যে, যদি কখন উভয়ে বিবাহ করেন, তা হ'লে আপনার ঔরসজাত প্রথম সন্তানের সহিত—যদি রাজা অশ্বপতির পত্নীর গর্ভে কন্যা জন্মে, তা হ'লে উভয়ের মধ্যে বিবাহ দিয়ে এই প্রীতি-সূত্র চিরদিনের জন্য অটুট রাখ্‌বেন।

দ্যুমৎসেন। অর্দ্ধ জ্ঞান অর্দ্ধ অজ্ঞান কৌমার্য্যের আবেগে—

শৈব্যা। যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটা তা হ'লে মূল্যহীন?

দ্যুমৎসেন। অশ্বপতি? যে অশ্বপতি বাহ্লীক-আক্রমণে বার বার সাহায্যভিক্ষায় নাম মাত্র এসে রণের সূচনায় আমাকে বিপদে ফেলে পালায়, তার কন্যা!

শৈব্যা। হাঁ, যে অশ্বপতির কন্যা এইমাত্র যমের মুখ থেকে তোমার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেছে।

দ্যুমৎসেন। চক্ষু গেছে, রাজ্য গেছে, বংশও যায় যায়—যাক্, তথাপি এ বিবাহ অসম্ভব !

শৈব্যা। সত্যবান !

সত্যবান। কেন মা ?

শৈব্যা। বালিকা তোমার কে ?

সত্যবান। জীবনদায়িনী।

শৈব্যা। মাতৃ-আদেশ পালন কর্‌তে প্রস্তুত ?

সত্যবান। প্রত্যক্ষ দেবী—মা ! তোমার আদেশ পালন কর্‌বো না ?

দ্যুমৎসেন। সত্যবান !

সত্যবান। পিতা !

দ্যুমৎসেন। পিতৃ-আজ্ঞা কি অপালনীয় ?

সত্যবান। কিছুতে নয়।

দ্যুমৎসেন। এ বালিকাকে বিবাহ কর্‌তে পাবে না।

সত্যবান। যথা আজ্ঞা।

শৈব্যা। সত্যবান !

সত্যবান। কেন মা ?

শৈব্যা। বালিকার সুখদুঃখ ভরণ-পোষণ জীবন-মরণের ভার তোমায় নিতেই হবে।

সত্যবান। তাই হবে মা ! গর্ভে বহু যত্নে যদি রক্ষা না কর্‌তে, সম্পূর্ণ অসহায় শৈশবে স্তন্যদানে যদি জীবনীপোষণ না কর্‌তে, তা হ'লে আজ পিতা মাতার আদেশ পালন কর্‌বার সৌভাগ্য কি আমার হ'তো মা ?

দ্যুমৎসেন। সত্যবান ! তা হ'লে কি কর্‌বে ?

সত্যবান। কিছুই নয়।

দ্যুমৎসেন। কার আদেশ পালন কর্‌বে?

সত্যবান। উভয়েরই।

দ্যুমৎসেন। রূপদর্শনে আত্মহারা যুবক, সাবধান! প্রকৃতিস্থ হ'য়ে প্রশ্নের উত্তর দাও। দুই আদেশ এক সঙ্গে পালন করা যায় না—কারণ পরস্পর বিরোধী।

সত্যবান। তবে? বীণা নাই, মীমাংসা করে কে? বালিকা! জীবন দান করেছ, এইবার একটা উপদেশ দান কর, যাতে পিতা মাতা উভয়েরই সম্মান রক্ষা হয়।

সাবিত্রী। কিন্তু রাজ-দম্পতি! আমি যে মনে মনে আপনাদের পুত্রকে বরণ করেছি।

দ্যুমৎসেন। সত্য, কিন্তু কি কর্‌বো—উপায় নাই।

শৈব্যা। না—না মা, জেনে রাখ, রমণীর অন্যবরা হবার মত মহাপাতক আর নাই।

সাবিত্রী। তবে?

দ্যুমৎসেন। এ মিলন অসম্ভব!

সাবিত্রী। মিলন অসম্ভব হ'তে পারে, বিবাহ অসম্ভব কেন?

দ্যুমৎসেন। তাতেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও—হ'য়ো; লোকাচারে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থায় এ বিবাহ সিদ্ধ নয়।

সাবিত্রী। কার মতে রাজা?

দ্যুমৎসেন। আমার; আমি পুত্রের জন্মদাতা—আমার মতে।

শৈব্যা। [সাবিত্রীর প্রতি] বিবাহ কর্‌বে সত্যবান তোমাকে, প্রাণ সমর্পণ কর্‌বে তুমি সত্যবানকে, অপরের মতের মুল্য নাই মা!

সাবিত্রী। তবে আমি; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের সেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে বঞ্চিত না হই। আর্য্যপুত্র!

সত্যবান। [বিস্ময়ে] আর্য্যপুত্র!

সাবিত্রী। হাঁ, আর্য্যপুত্র; বল, এ বিবাহ সিদ্ধ হ'লো? তুমি আমাকে চরণে স্থান না দাও, মনের অন্ধকার কোণে একটু স্থান দিও।

রবির আবির্ভাব।

রবি। বহুক্ষণ অতীত যামিনী,
তথাপি জননী!
প্রকাশ না হই গগণেতে;
সতী-অভিশাপে বুঝি
সৃষ্টি যায় রসাতলে!
ঐ হের গ্রহে গ্রহে
হয় সংঘর্ষণ, ছুটে যায়
সুগঠিত আকর্ষণী শক্তি ভুলি
পরস্পর অসীমের পথে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর কাতর,
দেবতারা কাঁদে ত্রাসে
ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ তরে।

মাণ্ডব্যের প্রবেশ।

মাণ্ডব্য। কোথা যাই? কোথায় আশ্রয় পাই?
উপরে দেবতা-শাপ,
নিম্নে বাসুকীর মনস্তাপ,
গ্রহ-নক্ষত্রের সংঘর্ষণে
কেমনেতে রক্ষা পাই অভিশাপ হ'তে?

কোথা সতী! প্রাণ ভ'রে
করি আশীর্ব্বাদ—'পতি তোর
সহস্র বৎসর পরমায়ু লভি
মর্ত্ত্যধামে রহিবে সুখেতে।'
ফিরাইয়া লহ মাতা অভিশাপ তব।

শৈব্যা। কল্পান্তের কাল সমাগত,
অন্তকালে গাহ সবে
তারকব্রহ্ম রাম নাম অবিরাম মুখে।

সকলে। জয় রাম—শ্রীরাম!

মাণ্ডব্য। এই যে হেথায় তুমি আদর্শা রমণী;
যাও ত্বরা আশ্রম-সান্নিধ্যে মোর।
তব শিক্ষামন্দিরের সেবিকা সে বীণা
কি মূর্ত্তি ধরিয়া সেথা
আতুর পতির সনে,
বর্ণনায় নাহি আসে ভাষা।
'রজনী প্রভাতে মৃত্যু হইবে স্বামীর'
আমার এ অভিশাপ উত্তরেতে
দেছে অভিশাপ—
'রজনী না হইবে প্রভাত কভু।'

রবি। সৃষ্টি রক্ষা কর নারী-ঋষি!

বীণার প্রবেশ।

বীণা। মহীয়সী খুল্লতাত-মহিষী জননী!
কেন মোরে করেছ স্মরণ?

সাবিত্রী।   মরা সূর্য্যে বাঁচাইয়া দাও।

দ্যুমৎসেন।   ব্রাহ্মণের চরণেতে
ক্ষমা-অর্ঘ্য করহ প্রদান।

শৈব্যা।   প্রকৃতি পুরুষে আজ পুনঃ সাম্যপথে ;
ঐ দেখ্, বেদান্তের ব্রহ্ম তাই
কুষ্ঠরোগে পম্পাতীরে স্বামীরূপে তোর।

সত্যবান।   আয় বোন্! বহু কাল পরে
মিশে যাই প্রাণে প্রাণে
ভ্রাতৃস্নেহ করুণ-বন্ধনে।
একবার দাঁড়া মধ্যস্থলে
নারী-ঋষি জননীর স্কন্ধে রাখি শির
ভারতের প্রেরণা-রূপিণী বীণা!
ঐ দেখ্ সাংখ্যের প্রকৃতি শক্তি হেরি
পুরুষ পিতৃরূপী অন্ধ ও অচল জড়
বাহু প্রসারণে আশ্রয়ভিখারী।
নবোদিত সবিতৃ-কিরণতলে
জনয়িত্রী সাবিত্রী বসেছে
বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে ;
পার্শ্বে তার যুক্তকরে
মাণ্ডব্য তাপস নারীর ঋষিত্ব মানি।
পথপ্রদর্শন-ভার স্কন্ধেতে আমার
সমর্পণ করি দিবাকর
বিজয়যাত্রার পথ কর আলোকিত।
ভারতের অমৃতের পুত্রগণে

অমৃত বিলাতে অমৃতসন্ধানী
আজি হয় আগুয়ান্।
বহেছে দক্ষিণ বায়ু,
দিব্যা শ্রী ও সঙ্গিনী যাত্রায়,
শ্রীদুর্গা স্মরণে চিরজয়ী হ'য়ে
পৃথিবীর বরণীয় করি ভারতেরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মদ্র-রাজোদ্যান।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে তপোবনের কোন্‌খানে।
লুকিয়ে ছিল যোগী নাগর প্রকাশ হ'লো এক টানে॥
তার কথা নাকি মিষ্টি, যেন বোশেখ মাসের বৃষ্টি,
ইষ্টিভরা দৃষ্টিটা তার জাগিয়ে মারে পাঁচ বাণে।
সে যে গাঢ় সবুজবর্ণ, তরুণ ধর্ম্ম মর্ম্ম,
অপাঙ্গে তার অনঙ্গ কাৎ, ছ্যাৎ করে সে নয়না-হানে॥

[সকলের প্রস্থান।

সাবিত্রী ও মালবীর প্রবেশ।

মালবী। রাজার কাছে গিয়েছিলে?

সাবিত্রী। গিয়েছিলেম মা; পিতার সহিত সাক্ষাৎ হ'লো না।

মালবী। কেন?

সাবিত্রী। দেবর্ষি নারদ এসেছেন; তাঁকে নিয়ে অর্গলবদ্ধ মন্ত্রণা-কক্ষে পিতা কথোপকথনে রত।

মালবী। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কেন মা?

মালবী। না—থাক্, কিছু নয়।

সাবিত্রী। বল্‌তে গিয়ে থেমে গেলে কেন? কি বল্‌বে বল, অমন ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে কেন?

মালবী। না, কিছু নয়।

সাবিত্রী। তোমাদের আদেশ মাথায় নিয়ে দেশ বিদেশে ভ্রমণ ক'রে কন্যার প্রতি পিতার কঠোর কর্ত্তব্যটা নিজেই গ্রহণান্তর মনোমত পতিনির্ব্বাচনে আবার প্রাসাদে ফিরি। সুসংবাদে সকলেই আনন্দে মগ্ন, তুমি কিন্তু সেইদিন থেকেই বিষণ্ণ; কারণ কি মা?

মালবী। কারণ?

সাবিত্রী। হাঁ; বল।

মালবী। বল্‌বো?

সাবিত্রী। অকুণ্ঠিতচিত্তে; যতই অপ্রিয় হোক্, বিচঞ্চল হবো না,—বল।

মালবী। কারণ—তুমি; অথবা তুমি কেন—তোমার দুর্ভাগ্য।

সাবিত্রী। ওঃ—রাজ্যহারা ভিক্ষুক রাজপুত্রকে পতিনির্ব্বাচন করেছি, তাই?

মালবী। আমাদের সর্ব্বসুখের সার বড় আদরের তুমি, কেমন ক'রে ভিখারীর ঘরে—

সাবিত্রী। স্বেচ্ছায় অমঙ্গলকে আবাহন ক'রো না মা! চোখের জলে কর্ত্তব্য ভুলো না; অদৃষ্টফল লঙ্ঘন হবার নয়। পিতা-মাতা কন্যাকে রাজ-রাজ্যেশ্বরের হস্তে অর্পণ ক'রে ভাগ্যচক্রে সেই কন্যাকে ভিখারী স্বামীর মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করতে দেখেছেন,

এ দৃষ্টান্ত তো জগতে বিরল নয়। হরিশ্চন্দ্র-মহিষী শৈব্যা, নলের দময়ন্তী, শ্রীবৎসের চিন্তা, স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী জানকী পরিণত কালে অশেষ কষ্ট উপভোগ করেছেন। প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর মা, দেখ্‌বে যে তোমার ভিখারী ভাবী জামাতা কালে রাজ-রাজ্যেশ্বর হ'য়ে তোমাদের আশীষের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌ছেন।

অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কেন পিতা?

অশ্বপতি। আমি বড় বিপন্ন।

সাবিত্রী। সে কি পিতা?

অশ্বপতি। বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত মা, এমন বিপদে দীনহীন মুষ্টিভিক্ষুকও বুঝি পতিত হয় না।

মালবী। সে কি কথা মহারাজ? এই না শুন্‌লেম, আপনি দেবর্ষি নারদের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন?

অশ্বপতি। সত্য; কিন্তু কি কথা হয়েছে জান? না—না, তুমি অবলা রমণী, তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

মালবী। এমন কি কথা, যা আপনার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হ'য়ে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না? বিশেষ স্বর্গীয় দূত এসেছিলেন—

অশ্বপতি। হাঁ—হাঁ, স্বর্গীয় দূতই এসেছিলেন; কি নিয়ে এসেছিলেন জান? একরাশ বজ্রাঘাত!

মালবী। আমি তো আপনার সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী; স্বর্গীয় দূত-প্রদত্ত দ্রব্য হর্ষ কিংবা বিষাদময় হোক্, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি কি তার অংশ পাবার অধিকারিণী নই?

অশ্বপতি। বিচঞ্চল হ'য়ো না—ধীরে। মা সাবিত্রী! তুমি পিতা-মাতার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আপন পতিনির্ব্বাচনে শুধু যে এই মদ্র-রাজবংশের কুলগৌরব রক্ষা করেছ—তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে জগতে পিতৃ-মাতৃভক্তির অতুলন আদর্শতার প্রতিষ্ঠা করেছ। কন্যাদায়গ্রস্থ বিবেকহারা পিতাকে এমনভাবে ক'জন কন্যা মুক্ত করতে পারে? তথাপি মা আমার অনুরোধ, তুমি এ নির্ব্বাচন পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে বরণ ক'রে—

মালবী। কেন মহারাজ, এ কথা বল্‌ছেন কেন? রাজা দ্যুমৎসেন তো আপনার বাল্যবন্ধু; তাঁর আচার-ব্যবহার চরিত্র সম্বন্ধে কি কোন আশঙ্কা আছে?

অশ্বপতি। শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের মত পরম ধার্ম্মিক সদা সত্যপ্রিয় প্রজারঞ্জক রাজা ত্রিলোকে দুর্লভ।

মালবী। তথাপি এ অনুরোধ কেন? ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি কোন ব্যভিচার আছে?

অশ্বপতি। বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই দ্যুমৎসেনকে বেষ্টন ক'রে থাকেন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

মালবী। তবে অসম্মতি জ্ঞাপনের কারণ কি?

অশ্বপতি। কারণ—সত্যবান স্বল্পায়ু।

মালবী। এঁ্যা! কি সর্ব্বনাশ!

অশ্বপতি। দেবর্ষি গণনা ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী ব'লে গেলেন যে অদ্য হ'তে ঠিক্ এক বৎসর পরে সত্যবানের পরমায়ু শেষ হবে।

মালবী। সাবিত্রী! মা! এ নির্ব্বাচন ভুলে যা।

অশ্বপতি। আমি স্বয়ং এবার তোমার অনুগমন কর্‌বো; সত্যবান ব্যতীত অপর কোন সৎকুলজাত ব্যক্তিকে বরণে মনস্থির কর।

সাবিত্রী। পিতামাতার আদেশ লঙ্ঘন কর্‌বার নয়, তথাপি কেমন ক'রে আমি অন্যবরা হবো ?

অশ্বপতি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধান আছে।

সাবিত্রী। সত্য ; কিন্তু শাস্ত্রকার কি সাবিত্রীর অবস্থা বিবেচনা ক'রে বিধান লিখে গিয়েছেন ?

অশ্বপতি। অল্পায়ু—এক বৎসর পরে যার মৃত্যু হবে, তাকে বরণ ক'রে চিরজীবন বৈধব্য-যন্ত্রণার নিদারুণ ক্লেশ নিজের সঙ্গে আমাদেরও উপভোগ করাতে চাস্ ?

সাবিত্রী। দৈবায়ত্ত বিষয়েতে শোক কিসের জন্য ? আমার অদৃষ্টে যদি বৈধব্যই থাকে, তা হ'লে সত্যবান ব্যতীত অপর যে কোন পুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ কর্‌লেও তাই হবে।

মালবী। তবু জেনে শুনে কে আগুনে হাত দেয় মা ?

সাবিত্রী। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ কার্য্যের পুরস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। পরিণাম শোকজনক, এই আশঙ্কায় ধর্ম্মচ্যুতা হ'য়ে কিছুতেই অপরকে বরণ কর্‌তে পার্‌বো না।

অশ্বপতি। বৃথা অনুরোধ রাণী! এস, আমরা সিদ্ধাশ্রমে যাত্রার আয়োজন করি। সাবিত্রীকে তথায় মাণ্ডব্য-আশ্রমে নিয়ে গিয়ে মনো-মত ব্যক্তির সহিতই বিবাহ দেবো।

মালবী। বলেন কি ? জেনে শুনে—

অশ্বপতি। হাঁ—জেনে শুনেও কর্‌তে হবে। সাবিত্রী কে, তা জান না কি ? সাবিত্রীর অসুখ উৎপাদন ক'রে নিজেরা সুখভোগী হ'তে চাই না। প্রস্তুত হও মা—তোমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি সত্যবানের করেই তোমাকে সম্প্রদান কর্‌বো।

[অশ্বপতি ও মালবীর প্রস্থান।

সাবিত্রী।—

গীত।

আকুল হিয়া উন্মাদিয়া তোমার স্মৃতিমাঝে।
(ও আমার) আবিল করা আঁধারে আলো আঁখিয়া মরে লাজে॥
গোপন কথা শুনি কাণে কাণে, পাগল হিয়া উতল সমীরণে,
ফাগুন রাতের শারদ প্রাতের রাগে বাঁশী বাজে॥
পথের মাঝে পথ হারিয়েছি, কেমনেতে বল তোমা খুঁজি,
বাঁধনহারা প্রাণের ধারা বুঝেও বোঝে না যে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

তাপসশিষ্যগণের প্রবেশ।

১ম শিষ্য। অশ্বপতি কে?

২য় শিষ্য। আমার বোধ হয় "অশ্বস্য পতিঃ" এই ব্যাখ্যাই সমীচীন।

১ম শিষ্য। উঁহু, তোমার ঘোর অনুপপত্তি দেখ্‌ছি; অশ্ব শব্দ পুংলিঙ্গ, তার পতি কেমনে সম্ভবে? বিশেষ রাজার কন্যা আছে, যার বিবাহ অদ্য রাত্রে গুরুদেবের আশ্রমে।

২য় শিষ্য। তবে বোধ হয় শব্দটা উপপতি, যূথপতি, সেনাপতি জাতীয় হবে।

১ম শিষ্য। তোমার ঘোর অনুপপত্তি। সে কন্যার বিবাহ আমার গুরুদেবের পুত্রবধূর ভ্রাতার সহিত, সুতরাং ওরা মানবজাতীয়।

মাখ্না ও চন্দনার প্রবেশ।

মাখ্না। প্রণাম বাবাঠাকুর!

১ম শিষ্য। তোমার ঘোর অনুপপত্তি হোক্।

মাখ্না। সেকি বাবাঠাকুর! উপপতি হবে কি?

২য় শিষ্য। আরে না, ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তি শব্দের অর্থ—

চন্দনা। ও মুখ্যু মিন্‌সেকে কি বল্‌বে দাদাঠাকুর, ও বুঝ্‌বে না।

১ম শিষ্য। কে তুমি ভদ্রে?

চন্দনা। আমি ভাদ্দরে হই নি দাদাঠাকুর—ফাগুনে হয়েছি।

মাখ্না। ওরে মাগী, দাঁড়া—একটা জিনিষ চেয়ে নিই; ওরা না কি সব পারে। বাবারা! বন-জঙ্গলে থাকি বড় কষ্টে, শুনেছি আপনারা না কি ইচ্ছে কর্‌লেই চোখ-মুখ দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারেন। দয়া ক'রে বিদ্যেটা শিখিয়ে দিন্ না!

২য় শিষ্য। অগ্নি? অগ্নিতে কি প্রয়োজন?

চন্দনা। অন্য কিছু নয় বাবারা! কাউকে পোড়াবে-টোড়াবে না, রান্নাবান্নার জন্য কাঠ-কুটো জ্বাল্‌তে বড় কষ্ট, তাই চাচ্ছে। দরকারের সময় হাঁ কর্‌লে বা কট্‌মটিয়ে চাইলে দপ্ ক'রে জ্বল্‌বে, আবার ইচ্ছামত নিবে যাবে।

২য় শিষ্য। কোন্ অগ্নি?

চন্দনা। আজ্ঞে দাদাঠাকুর! আগুন তো একরকমই।

১ম শিষ্য। মূর্খিণী! ঘোর অনুপপত্তিকারিণী! আগুন একটা? চতুর্দ্দিকেই আগুন, মাথার উপর সূর্য্য—এই পঞ্চাগ্নি তপ-জপে ব্যবহার্য্য।

২য় শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, অমর, যোষিদ্ —এই বিদ্যারূপ পঞ্চাগ্নি—

১ম শিষ্য। পঞ্চীকৃত অবয়ব ; পঞ্চই সর্ব্বস্ব। পঞ্চনদের তীরে প্রথম পঞ্চমস্বরে বেদ-গীতি—পঞ্চভূতে এ সংসার—

দেবালীকের প্রবেশ।

দেবালীক। কি বাবারা—বেণাবনে মুক্তো ছড়াতে ছড়াতে তব্লকি ভেজাল দিচ্ছ কেন ?

১ম শিষ্য। কি—পাষণ্ড, পণ্ডিতবাক্যের প্রতিবাদ ! মরণের পর নরকে কৃমিকীট ভবিষ্যতি।

দেবালীক। আর আপনারা ম'লে কি রাবড়ীর বাটীর মাছি হবেন ?

চন্দনা। হ্যাঁ—দেখ না বাবাঠাকুর ! উপপতি-টতি মেলা রকম হ'তে চাচ্ছে।

১ম শিষ্য। ঘোর অনুপপত্তি ; বল, কোন্ অগ্নি চাই ?

মাখ্না। উপপতি বাবারা ! ওই মুখের ভেতর থেকে—

১ম শিষ্য। দাঁড়াও ঘোর অনুপপত্তি ; অগ্নি আবিষ্কারেণ—

চন্দনা। ওরে মিন্সে ! পালিয়ে আয়, ছাই হ'য়ে যাবি।

২য় শিষ্য। 'মা ভূদ পরিবাদ' বসুধৈব কুটুম্বকম্—

মাখ্না। ওরে মাগী ! কুটুম্ব পাতায় যে !

চন্দনা। চ' মিন্সে, এরা কিছুই—

মাখ্না। এখন বুঝ্ছি ; তাই চ'।

২য় শিষ্য। উঁহু ; আজ আশ্রমে বিবাহোৎসব, অতিথি অভ্যাগত ফির্তে পারে না ; রাত্রে তোমাদের আশ্রমে থাক্তে হবে।

১ম শিষ্য। ঘোর অনুপপত্তির মীমাংসা রাত্রে হবে। স্বাগতম্—

চন্দনা। ওরে মিন্‌সে! আশ্রমে রাত্তির কাটাবো কি? কি সর্ব্বনেশে কথা!

দেবালীক। ভয় নেই—ভয় নেই। বাবা অনুপপত্তি! তোমার গুরুদেবের আশ্রমে তোমাদের মত আর কতগুলি অনুপপত্তি আছেন?

১ম শিষ্য। কি?

দেবালীক। আশ্রমে বিবাহ বল্‌ছিলে না কার?

১ম শিষ্য। গুরুদেবস্য পুত্র তস্য বধূ তস্যা ভ্রাতা সত্যবান ইতি খ্যাত সহ—

২য় শিষ্য। অশ্বস্য পতেঃ তস্য কন্যা সাবিত্রীদেবীনা—

দেবালীক। ওঃ—মাণ্ডব্য-আশ্রম; বুঝেছি। আচ্ছা অনুপপত্তি বাবা! মাণ্ডব্যমুনির পুত্রস্য বধূ—এই যে বল্‌লে, তার নামটা কি?

১ম শিষ্য। বীণা—অনুপপত্তি।

দেবালীক। বস্—বস্; ওরা বুনো, ওরা গিয়ে কি করবে? চল তো অনুপপত্তি বাবা, ত্রিভুবন খুঁজে মরছি—ঘরের কাণাচে তুমি সংবাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ? চল—

শিষ্যদ্বয়। সু-স্বাগতম্।

[শিষ্যদ্বয়সহ দেবালীকের প্রস্থান।

চন্দনা। চ' না, আমরাও রাজকুমারীর বিয়ে দেখি গে।

মাখনা। চ'; কিন্তু ক'দিন থেকে আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আশ্রম-সান্নিধ্য।

গালবের প্রবেশ।

গালব। ক্রোধ সম অন্য কোন রিপু
নাহি পারে মুহূর্ত্ত সময়ে
সুন্দরকে করিতে কুৎসিত।
বৃক্ষে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল,
ফুলে ফুলে নাহি বাস,
মেঘ মাত্রে বৃষ্টি কোথা ?
বনে বনে নাহিক চন্দন,
নাহি মুক্তা সর্ব্ব গজশিরে,
ব্রাহ্মণ মাত্রেই অভিশাপ-শক্তি নাই.
নারী চাহে ঋষি-অধিকার
জনমিয়া ক্ষত্রকুলে
ষড়রিপুঘেরা ভোগের সংসারে !

বীণার প্রবেশ।

বীণা। বিধাতার রাজ্যে জন্মের অধিকার নিয়ে জীব আস্‌তে পারে, আর কর্ম্মের অধিকারের স্পর্দ্ধা রাখ্‌তে পারে না ?

গালব। কে তুমি রমণী ? এ কূট তর্কে তোমার অধিকার নাই।

বীণা। জগদ্বরেণ্য মাণ্ডব্যতনয় অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত চৈতকের

সহধর্ম্মিণী অধিকারীবাদের তর্কের অধিকারী হ'তে পারে না, আর জন্মে ক্ষত্রিয়, বৃত্তিতে কাল্‌কের রাজা—আজকের ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র, তার পুত্র গালবই সম্পূর্ণ অধিকারী ?

গালব। কি চাও রমণী ?

বীণা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বহুদিন হ'তে তোমার সন্ধান কর্‌ছি, কিছুতেই সাক্ষাৎ পাচ্ছি না; আজ অপ্রত্যাশিতভাবে যদি সাক্ষাৎটা হ'য়েই গেল, তবে সন্দেহটা দূর করি।

গালব। তোমার জিজ্ঞাস্য কি ?

বীণা। জন্ম বড়—না কর্ম্ম বড় ?

গালব। কঠিন সমস্যা !

বীণা। সুতরাং বোঝাবার শক্তি তোমার নেই।

গালব। শাস্ত্রে কতদূর গালবের ব্যুৎপত্তি, তা তুমি কি বুঝ্‌বে সামান্যা রমণী ?

বীণা। বুঝি বা না বুঝি, প্রশ্নের উত্তর দাও; তোমার বিবেক অন্ততঃ উপলব্ধি করুক্।

গালব। যদি বলি, জন্ম হ'তে কর্ম্ম বড় ?

বীণা। তা হ'লে তোমাকে এই দণ্ডে আস্‌তে হবে।

গালব। কোথায় ?

বীণা। পম্পাতীরে—আমার শ্বশুরালয়ে।

গালব। কারণ ?

বীণা। তোমা হ'তে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ এক আদর্শ ব্রাহ্মণ তপস্যায় মায়াময় দেহখানারও মায়া পরিত্যাগ ক'রে প্রস্তরবৎ উপবিষ্ট; তোমাকে তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে হেঁটমুণ্ডে তাঁর পন্থার অনুসরণ কর্‌তে হবে।

গালব। কে সে ?

বীণা। আমার স্বামী—রম্ভার পুত্র ; তোমার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত।

গালব। কে? ঘৃণিত—জগতের পরিত্যাজ্য চৈতক? সেই কদাকার কুষ্ঠরোগী, সর্ব্বপ্রকার পিতৃ ও দেবকার্য্যে অনধিকারী, ঘৃণ্য জারজ পুত্র?

বীণা। হাঁ; তাই তো রম্ভার পুত্র ব'লে পরিচয় দিচ্ছি, মাণ্ডব্যের পুত্র বলি নি। পিতৃ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে, মাতৃ সম্বন্ধে তো নয়! বীজের সন্ধানকে ধর্ম্মসাক্ষ্যে তুমিই কি দিতে পার? তবে জেনো, ক্ষেত্রই স্থির, বীজ অনিশ্চিত। যাক্—দেখ্‌বে এস ব্রাহ্মণ! সেই ঘৃণ্য কদাকার পৃথিবীর অব্যবহার্য্য কুষ্ঠরোগী আজ কি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণনাভ দীপ্তিমান্ পদ্মাসনে তপস্যায় নিযুক্ত; দেখ্‌লে বুঝ্‌বে—বুঝি কৈলাস ভ্রমে অনিন্দ্য-সুন্দর গৌরীপতি পম্পাতীরে তপস্যায় নিযুক্ত।

গালব। কে? কুষ্ঠরোগী চৈতকের এমন সৌন্দর্য্য অসম্ভব!

বীণা। তাই তো বল্‌ছি, সঙ্গে এস—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। সে রূপের কি তুলনা দেবো রাজা বিশ্বামিত্রের হতভাগ্য পুত্র তোমাকে আমি! কখনো অকালবোধনের শারদীয়া পূজার কল্পারম্ভের মহাষষ্ঠীর শেষ নিশায় জোছনামণ্ডিত বকুল-শেফালিগন্ধবাহিত সমীরণের সুখপ্রবাহ উপলব্ধি করেছ? কখনো কি চোখ মিলে দেখেছ ব্রাহ্মণ, কোন বাসন্তী পূর্ণিমার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের সৌন্দর্য্য? তা হ'লে বোঝ, কি সৌন্দর্য্য-সুষমা আমার স্বামীর এখন?

গালব। অসম্ভব; কিরূপে সে এত সুন্দর হ'লো?

বীণা। সতী-পত্নীর প্রাণপাত সেবায় ও ভগবানের নিকট বুকভাঙ্গা প্রার্থনায়। এখন বল দেখি' ব্রাহ্মণ! নারীকে ঋষিত্বপদের অধিকার দেওয়া যায় কি না?

গালব। না; হ'তে পারে দ্রব্যগুণে, ঔষধপ্রলেপ ও উপযুক্ত পরিচর্য্যায় সে ব্যাধিমুক্ত, তা ব'লে নারী—চিরদিনই নারী। ঋষিত্বের স্পর্দ্ধা! হীনা! প্রণবে পর্য্যন্ত যার অধিকার নাই—

বীণা। যাক্; তা হ'লে আমার স্বামী সতত তোমার মত ব্রাহ্মণের নিকট সম্মান পাবার যোগ্য কি না? অবশ্য কর্ম্মগুণে?

গালব। যদি এখানে স্বীকার করি জন্ম বড়?

বীণা। ধর্ম্মে ব্যভিচার? এক পথ ধর।

গালব। জন্মাধিকারই শ্রেষ্ঠ।

বীণা। তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে গৈরিক রুদ্রাক্ষ করঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সংসারী ক্ষত্রিয়ের বেশে সজ্জিত হও।

গালব। কি নারী!

বীণা। ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব আজন্ম তাপস মাণ্ডব্য, তাঁর পুত্র চৈতক যে বেশ পরিধান করবে, ক্ষত্রিয় গাধিরাজপুত্র রাজা বিশ্বামিত্রের পুত্রের সে বেশে অধিকার থাকৃতে পারে না।

গালব। এত স্পর্দ্ধা! আরে নারী! অভিসম্পাতে এখনো ডর না?

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। না, কেমন ক'রে ডর্‌বে? কেন ডর্‌বে? সমাজকে শাসন করতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শাসক তাপস, আর সেই তাপসেরও শাসক সতী নারী, তখন ভয় কর্‌বে কেন? তোমরা প্রকৃতিকে ভাঙ্গবে, আমরা সতী নারী সেই ভাঙ্গাকে যুড়্‌বো—প্রয়োজন হ'লে নূতন ক'রে গ'ড়েও তুল্‌বো। একমুখে সতীর গুণকীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ-উৎপাদক ব্রহ্মা অপারগ; তাই সতী সন্ধ্যা গ'ড়ে দিলেন তার চার্‌টে মুখ। পরকীয়া প্রেমানলে নারায়ণের দ্বারা বিরজা আহুতি হ'য়ে নদীরূপে গ'ড়ে তুল্‌লে

একটা চিরারাধ্য জিনিষ, আর তার অভিশাপে নারায়ণকে ধর্‌তে হ'লো "দেহি পদপল্লব" ব'লে প্রণয়ের অনধিকারিণী একটা নারীর চরণ।

গালব। ভুলে যাচ্ছ কেন নারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ-শক্তি ?

শৈব্যা। তুমিই বা ভুলে যাচ্ছ কেন ব্রাহ্মণ! তোমাদের একাধিপত্য যে নারায়ণে, সেই নারায়ণ একটা সতী নারীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দূরে ফেলে পরিণামে বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে দেখেছিলেন— বাহান্নটা সতী নারীব বাহান্নরকম মূর্ত্তি এই ভারতেরই বুকে।

গালব। অনুতপ্ত হ'য়ে ছুটে এসেছিলেম নারী, আমার অভিশাপ হ'তে তোমার পুত্রকে অকাল-মৃত্যুব কবল থেকে বাঁচাবার উপায়ে, তা আর কর্‌বো না।

শৈব্যা। তোমার কি সাধ্য ব্রাহ্মণ একটা জীবনদানের? তা যদি থাক্‌তো, তা হ'লে জীবননাশের অভিশাপ উচ্চারণ কর্‌তে না। সত্যবান মর্‌বে স্থির; নারদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগামী কল্য জৈষ্ঠের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী নিশীথে। কিন্তু সেটা আমার প্রতি "পুত্রহারা হও ব্রাহ্মণ!" তোমার এ অভিশাপে নয়, সত্যবান মর্‌বে সতী সাবিত্রীর ভাগ্যে বৈধব্য, সেই জন্য। মাত্র এক বৎসর তার সধবা-ভাগ্য, তার অধিক যেতে পারে না। ব্রাহ্মণের কি দেবতাদের আশীর্ব্বাদে দিন পরে যেতে পারে না বা অভিশাপে আগেও আস্‌তে পারে না।

গালব। এ বিশ্বাসযোগ্য নয়; একটা সামান্য নৃপতি অশ্বপতির একটা বালিকা তনয়া সতী হ'তে পারে?

শৈব্যা। শোন ক্ষত্রিয় তপোধন! ব্রহ্মার ঔরসে শত বর্ষ গর্ভধারণের পর সাবিত্রীদেবী যখন একসঙ্গে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, সর্ব্ব শাস্ত্র, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, চারি যুগ, বর্ষ, মাস, দিবস, রজনী, তিথি, ঋতু, সন্ধ্যা, মেধা, পুষ্টি, দেবসেনা, জয়া, বিজয়া ও কৃত্তিকাদি ছয়জনকে প্রসব

করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় কামনা করেছিলেন, মর্ত্যে এসে বিবাহের সুখই উপলব্ধি করবেন, সন্তান সম্ভাবনার পূর্ব্বেই যেন বিধবা হন।

বীণা। সাবিত্রী তখন নবযৌবনা ; স্বর্গে তাঁর ক্ষণিক ক্লেশের জন্য আত্মহারা অবস্থার সে বাণীর কি প্রতিবিধান হয় না ?

শৈব্যা। হয়—সে অঘটন ঘটাতে পারে সতী নারী মাত্রেই ; বিশেষতঃ সত্যবানের জননী কিংবা গৃহিণী।

গালব। তাই কর নারী ! তা হ'লে বুঝ্‌বো, নারী ঋষিরও শ্রেষ্ঠ ; অবনতমস্তকে তোমার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করবো।

শৈব্যা। বিষণ্ণ হ'য়ো না ; রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের তপোবন এই কাম্যক বনে অতিথি তুমি, আতিথ্য-ধর্ম্ম রক্ষা না ক'রে চ'লে যেতে পাবে না—এস। জেনে রেখো, সতীর মহিমা সতীতেই—ব্রাহ্মণে নয় ; ব্রাহ্মণের মহিমাও সতীতে সম্ভবে না। তথাপি লোকাচারবশতঃ তোমার পায়ের ধূলা আমার মস্তকে তুল্‌তে আমি অবশ্য বাধ্য। এস ব্রাহ্মণ ! নারীর ঋষিত্ব প্রমাণের আরও উপকরণ সংগ্রহ করবে এস।

গালব। ভাবিয়ে তুল্‌লে নারী—ভাবিয়ে তুল্‌লে ! চল, চতুর্দ্দশী শেষ না হ'লে অন্য কোথাও আমার যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।

[শৈব্যা ও গালবের প্রস্থান ।

বীণা। গৃহিণী পারে ; অপেক্ষা কর গে ব্রাহ্মণ রাজর্ষির তপোবনে, ভক্তি-অর্ঘ্যও সংগ্রহ ক'রে রাখ, দাদার মৃত্যু রোধ হবেই। পার না কি আমার স্বামী এই অঘটন ঘটাতে তুমি ? যে যৌগিক শক্তিতে কুষ্ঠরোগী কদাকার তুমি আজ মদনবিমোহন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সেই শক্তি দ্বারা প্রাক্তনদেবীর কাছ থেকে ভাগ্যপট্‌খানা পার একবার ছিনিয়ে নিতে ? তোমাকে মাল্যদানের সময়ও বুঝ্‌তে পারি নি—এখনো যে বুঝ্‌তে পারছি না।

বীণা।—

গীত।

তোমার বীণা তোমা বিনা কেমন ক'রে বাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনি না যে॥
গোপন কথা কইতে ধরার কাণে,
গুঞ্জরিত ত্বরিত পাখা মধুকরের গানে,
কখন ভুলি কখন তুলি মানস-কানন মাঝে;
ফাগুন রাতে সুর আগুনে ছুটি,
ঘোর স্বপনের বাঁধনখানা টুটি,
আকুল হিয়ায় উন্মাদিয়া আঁখিয়া মরি লাজে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

অশ্বপতি ও মালবীর প্রবেশ।

মালবী। যদি তপোবনের এত কাছে এসে না দেখা ক'রে চ'লে যাবেন, তবে আয়োজন ক'রে সত্র ত্যাগ ক'রে এলেন কেন?

অশ্বপতি। এসেছিলেম একটা অদম্য কামনা নিয়ে, বনপথে পা দেবামাত্র সেটা ভেঙ্গে গেছে।

মালবী। আজ সেই কাল-চতুর্দ্দশী; একবর্ষ পূর্ণ হবার দিন।

অশ্বপতি। তবে কি সাহসে এ দেশের ত্রিসীমানায় থাক্‌তে চাচ্ছ? সংবাদ পেলেম, এখনো পর্য্যন্ত সত্যবান সুস্থদেহে আছে; কিন্তু কাল-রোগে ধর্‌বেই।

মালবী। ষাট্—ষাট্! ও রকম অমঙ্গলের কথা উচ্চারণ কর্‌বেন না মহারাজ!

অশ্বপতি। আমি কর্‌ছি নি; দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কেমন একটা আবিল ছায়া মধ্যাহ্ন-তপনের প্রখর রৌদ্রকে ঢেকে ঢেকে বেড়াচ্ছে? ঐ দেখ, উঃ—কি ভয়ঙ্কর কাল মেঘ! দ্রুতপদে চ'লে চল—বনের বাহিরে গিয়ে রথারোহণে মদ্রে ফিরে আজকের অহোরাত্রটা নির্জ্জন কক্ষে দু'জনে ব'সে কল্পনার বৈচিত্র্যময় ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মায়া-নারীগণের প্রবেশ।

মায়া-নারীগণ।—

গীত।

পথের মাঝে পথ ভোলা লো মনভোলা সব নারী।
দুলিয়ে দিয়ে যুগল হৃদয় মানভরা বাণ মারি॥
কাজল-কালো ঘুট্‌ঘুটে আঁধার,
বিদ্‌ঘুটে খেয়ালে সই বধূয়া নাচার,
উতল পবন গাছের ডগায়, শীষ দিয়ে যায় ভারি॥
অশোক শাখে অরুণ রেণু রাগে,
কখনো ভোলে কখনো দুসে জাগে,
সুর বহিয়া চল চলিয়া, ভাঙ্গি যমের জারিজুরী॥

[সকলের প্রস্থান।

সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।

সাবিত্রী। বচনে মধুর ধারা বদনে গাম্ভীর্য্য,
মধু বায়ু মধু নভঃ মধু পৃথ্বী আজি।
কহ মধুময়, অতঃপর কি হইল—
কেমনে বিগত তব মধুর শৈশব?

সত্যবান। স্থান—শাল্ব জন্মভূমি,
দৃশ্য—উপবন;
সন্তাপনাশক এক শরতের সাঁজে
খুলিল জীবন-কাব্য কৃষ্ণসারে হেরি,
প্রস্তাবনা-গীতি মনোরমা
গাহিল মধুরকণ্ঠী বীণা-বিনিন্দিতা
বীণা ভগিনী আমার।
প্রথমাঙ্কে অভিনেতা—
মাতা শৈব্যা, পিতা দ্যুমৎসেন,
আর ভগিনীর ভাবী পতি—
বিপর্য্যস্ত প্রকৃতিতাড়নে
নাম-ধামহারা আহা চৈতক ব্রাহ্মণ!

সাবিত্রী। কত মনোরম জীবনের নাট্য-কাব্য তব!
যত শুনি, ততই আকাঙ্ক্ষা।

সত্যবান। তারপর এক ঘাত-প্রতিঘাতময়
সুদীর্ঘ গর্ভাঙ্কে মৃগবধ-বিচারের শেষে
শাল্ব-রাজসভামাঝে
শেষ হ'লো প্রথমাঙ্ক হরিষে বিষাদে।

আরম্ভিল দ্বিতীয়াঙ্ক তীব্র ;
সূচনায় হাহাকার—মধ্যেতে সমর,
অনাচার—অত্যাচার—ব্যভিচার যত
ওতঃপ্রোত চলিল সমানভাবে।
আরম্ভে শোণিত—মধ্যেতে শোণিত—
সর্ব্বত্রই রক্তময় শুধু।
শোণিতের লালিম বরণে
রাঙিয়া সে পটখানি ধীরে ধীরে
প'ড়ে গেল দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে।
আরম্ভ তৃতীয় অঙ্ক ; শ্যামলা মেদিনী
সর্ব্বসুখে ঐশ্বর্য্যশালিনী,
সতী নারী ঋষির আসনে বসি
আহ্বানিল স্বর্গের রাজায়।
নামিল সপ্তাশ্বরথে আদিত্য মহান্,
হাসিল সুন্দর উষা নমেরুর শিরে,
অমৃত বিলাতে অমৃতের পুত্রগণ
বিজয়যাত্রার পথে হ'লো আগুয়ান্,
মহানন্দে হ'লো শেষ তৃতীয়াঙ্ক মোর।

সাবিত্রী। এও স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্,
পুরাণ হ'তেও পূতঃ নির্ম্মল চৈতন্যময়।
অতঃপর—অতঃপর ?

সত্যবান। অতঃপর পড়েছে চতুর্থ অঙ্ক।
প্রথমাংশে পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ,
পরেতে বিবাহ।

দুইটী বিভিন্ন গতি
একসূত্রে হইল আবদ্ধ,
হ'য়ে গেল পরিণয় মোর ;
মিলনান্ত নাট্য-কাব্য তেঁহ।

সাবিত্রী। তবে এখনও অবশিষ্ট চতুর্থাঙ্ক
জীবনের তব ? এত স্বল্প দিনে
ঘন ঘন অঙ্ক-আবর্ত্তন !
কয় অঙ্কে শেষ এ নাটক ?

সত্যবান। পঞ্চমাঙ্কে মানবজীবনের
নাট্য-কাব্য-অংশে হয় যবনিকাপাত।

সাবিত্রী। তাই ভাল ;
নাট্য-কাব্য অংশ মাত্র,
নহে সম্পূর্ণ নাটক।
সুদীর্ঘ অবশ্য তাহা ?

সত্যবান। কারো ষষ্ঠ, কাহারও দশম,
অষ্টাদশ স্বর্গে কোথাও বা
ভব-রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ফেলি'
নাট্য-কাব্য অভিনয় শেষে
চ'লে যায় নিজ নিজ ধামে জীব
প্রবাসের কষ্টবাস ত্যজি।

সাবিত্রী। এই বাহু সুকুমার শৈশবেতে
নিষ্ঠুর কঠোর বর্দ্ধিত জীবন ?
প্রত্যয় না হয় প্রিয় !
পশুনাশে তোমার আনন্দ হ'তো।

সত্যবান। ওহোঃ, কথায় কথায় ভুলিয়াছি প্রিয়ে!
ত্রিরাত্র যে উপবাসী তুমি।
যাও আশ্রমেতে, পিতৃপদে বসি
জননীর বদননিঃসৃত
পুরাণের পবিত্র কাহিনী শুনি
শান্ত হও, উপবাসে শ্রান্ত তনু ল'য়ে।

সাবিত্রী। না—না প্রিয়তম, ক'রো না নিষেধ;
আজি আমি সঙ্গ না ছাড়িব।
কত কষ্টে আদেশ লভিনু
পিতা ও মাতার তব,
পতিসাথে বনগমনেচ্ছে।
এ সুখ তো লভে নাই রামসনে
বনবাসে যাত্রাকালে জনকদুহিতা,—
কেন না—সেথা সে আবেগের
অলক্ষ্যেতে ছিল ইচ্ছাশক্তি,
বিরুদ্ধ আচার; আর হেথা
আমাদের ঠিক্ বিপরীত ভাব।

সত্যবান। সাবিত্রী! কেন আজি
হেন মনোভাব তব?
আসিবার কালে কত শত
প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য—কত কি না
দেখালেম শুনালেম তোমা,
কিন্তু নয়ন শ্রবণ তব বদ্ধ যেন
আমার মুখের পানে!

সাবিত্রী। জগতের সকল সৌন্দর্য্য
বদ্ধ ঐ শ্রীমুখ-পঙ্কজে নাথ!
আর কতদূর যাবে প্রভু কাষ্ঠ-আহরণে?

সত্যবান। এখনও বহু দূরে যেতে হবে প্রিয়ে!
যত দিন আসিয়াছ তপোবনে তুমি,
তত দিন হ'তে, যতদূর সাবিত্রী-
সুষমা ধায়, ততদূর সঞ্জীবনী-শক্তি
লভে চেতনার লীলা; শুষ্ক বৃক্ষ
ফলফুলে বিশোভিত নবীন জীবনে।

কাত্যায়নের প্রবেশ।

কাত্যায়ন। এই যে দাদা! সেই দেখা—আর এই দেখা।

সত্যবান। উপকারী ভাই! এতকাল কোথায় ছিলে?

কাত্যায়ন। তোমার মত আমারও যে বাপ-মা আছে দাদা!

সত্যবান। পিতার অমতে কোন কার্য্য ক'রো না বালক।

কাত্যায়ন। অনেক দিন অমতে চলি নি; দেশ গেল, তোমাদের রাজ্য গেল, রাজার চক্ষু গেল, আমার খেলার সাথীরা এক এক ক'রে যুদ্ধে ম'লো—আমার মরণ হ'লো না। যাতে কেউ বাঁচে না, এমন সব দুর্ঘটনায় প'ড়েও যম আমায় নেয় নি, কেন জান?

সাবিত্রী। সময় হ'লে মৃত্যু আদর ক'রে তোমায় কোলে তুলে নেবেন, অসময়ে তাঁকে ডাক্‌লে তিনি রাগ ক'রে এমন সোনার পৃথিবীটা তার সাম্‌নে ভয়ঙ্কর ক'রে ধরেন।

কাত্যায়ন। না—না, তা কেন? পিতার অমতে কাজ করি নি, তাই মরণ নিয়েও নিতে পারে নি। এইবার এই দেখ, বাবার দেওয়া

পায়ের বেড়ী, গলার মাদুলী, কবচ-টবচ সব ফেলে দিয়েছি ; বাবার বারণ না শুনে এইবার মৃত্যু যে কোন মুহূর্ত্তে আমায় নেবে।

সত্যবান। কেন এমন কাজ করলে বালক ?

কাত্যায়ন। বাহ্লীক রাজা তোমার কাটা মুণ্ড নিয়ে যেতে গুপ্তচর রেখেছেন। [সহসা একটি বাণ আসিয়া কাত্যায়নের বক্ষ বিদ্ধ করিল।] উ-হু-হুঃ—ওগো মা—ওগো বাবা—

সাবিত্রী ও সত্যবান। কি সর্ব্বনাশ! বালক—বালক—

কাত্যায়ন। তোমরা পালাও! শত্রুরা সন্ধান পেয়েছে, এখানে থেকো না ; আমি আর বাঁচ্‌বো না—

দেবালীক ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।

দেবালীক। পঞ্চাশ হাজার সোনার মোহর! বাহ্লীক! ধনাগার শূন্য ক'রে গুণ্‌তে আরম্ভ কর। একি! ওরে, এ কে ম'লো রে—

১ম সৈন্য। তাই তো! এ যে একটা ছোঁড়া!

সত্যবান। কেন এ নিরীহ বালককে হত্যা করলে তোমরা ?

২য় সৈন্য। হায়-হায়-হায়!

দেবালীক। ওরে ও রকম তীরন্দাজী করতে গেলে দু'-চারটে ফস্কায়। এখন সত্যবান বাপধন! লক্ষ্মী ছেলের মত ধড় থেকে মুণ্ডুটি নামাতে দাও দেখি!

কাত্যায়ন। বাবা! পাপ পথ থেকে ফেরো ; উপরে গিয়ে ভগবানের পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইবো বাবা, আবার তোমার ছেলে হ'য়ে জ'ন্মে তোমার আদর নিতে। মা—[মৃত্যু]

সত্যবান। সামান্য অর্থের লোভে নিজের একমাত্র ছেলেটাকে হত্যা করলে!

দেবালীক। হাঁ; ও বেটা জন্মে পঞ্চাশ হাজার সোনার মোহর রোজগার ক'রে আমায় দিতে পার্‌তো? টাকা—টাকা—টাকাই সর্ব্বস্ব!

সত্যবান। আগে এসে আমায় জানালে আমি হাসিমুখে নিজের শির নিজে ছিন্ন ক'রে তোমার হাতে দিতেম। ব্রাহ্মণের যাচ্ঞা তো প্রত্যাখ্যান কর্‌বার নয়!

দেবালীক। বেশ, মুণ্ড দাও!

সাবিত্রী। দয়া কর—তিন দিন সময় দাও, আমি আমার পিতার কাছ থেকে ঐ মুদ্রা এনে দেবো। অন্ধ রাজা ও রাণী উপবাসী, তাদের পুত্রকে ছেড়ে দাও—কাঠ কেটে নিয়ে গিয়ে তাদের জীবনরক্ষা করুক্।

দেবালীক। বৃথা অনুরোধ; হাতের লক্ষ্মী কেউ কখন ছাড়ে?

সত্যবান। প্রয়োজন নাই; এই নাও আমার শির।

সাবিত্রী। আমি যে ব্রত করেছি; ভগবান! সত্যই বৈধব্য অদৃষ্টে আছে?

দেবালীক। [সৈন্যদ্বয়কে] এই—কাট্।

সহসা মাখ্‌না ও চন্দনার প্রবেশ।

মাখ্‌না। [দেবালীককে ধরিয়া] ধরেছি বেটাকে; চন্দনা! বঁটী দিয়ে গলা কাট্ বেটার—

দেবালীক। এই—এই—হনুমান সিং—গন্ধমাদন চোবে—

সৈন্যদ্বয়। হাঁ—হাঁ, মার্—মার্—

চন্দনা। [সৈন্যদ্বয়কে ধরিয়া] মাখ্‌না! ধরেছি; তুই কাঠচেলা কুড়ুলে দু' বেটাকে চেলা কর্।

সৈন্যদ্বয়। বাপ্ রে—

[সভয়ে বেগে প্রস্থান।

দেবালীক। এই বেটা-বেটী! ছেড়ে দে, মরা ছেলেটাকে একবার দেখি।

সত্যবান। করুণার দেব-দেবী! ছেড়ে দাও, প্রাণরক্ষা করতে এসে প্রাণীহত্যা ক'রো না।

মাখ্না ও চন্দনা। নে ব্যাটা, ছেলে তুলে।

দেবালীক। বাবা কাতু! ঘুমুচ্ছ বাবা? এস—বুনোদের বাড়ী জলযোগটা সেরে পথ হাঁটবো, কেমন? ওরে—ছেলে বড় না অর্থ বড়? সত্যবান! বাহ্লীকের কাছে এইটে দিলে দ্বিগুণ দেবে না?

মাখ্না। চ'—বনের বার ক'রে দিয়ে আসি।

দেবালীক। জগতের বার ইচ্ছে ক'রে হয়েছি, ভয় দেখাস্ কারে? চ' বেটা-বেটী!

[সাবিত্রী ও সত্যবান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাবিত্রী। প্রভু! বিলম্ব হ'চ্ছে যে?

সত্যবান। কেন—কেন—কেন লো সাবিত্রী!
ত্রিরাত্র ব্রতেতে
পরমায়ু বাড়ালে আমার?
মৃত্যুমুখ হ'তে শত বার
রেখেছে যে শিশু,
সেই ম'লো সম্মুখে আমার,
নিরুপায়ে দেখিনু নীরবে।
বীণা! আয়—কোথা তুই?
বাজা একবার—ভুলে গেছি
করুণ রাগিণী। শুধু কি শুনিব
সবার ক্রন্দন-রোল?

কাঁদিতে কি পারিব না
পরহিত-ব্রত পালনেতে ?
না—না, পার্শ্বেতে সাবিত্রী
বিষাদ-আনত মুখ, অশ্রুভরা চোখ !
রাজার নন্দিনী, কত স্বার্থত্যাগে
মাল্য দেছ ভিখারীর গলে,
নিজ জীবনের সর্ব্বসুখে চিরতরে
দিয়ে বিসর্জ্জন ! কে পারে ?
না—না, সাবিত্রী !
মরিব না আর তোমারে কাঁদাতে।
যম যদি আসে, প্রতিজ্ঞা ভুলিব—
সত্যবান নামে দিব কালি, !
ভুলে যাবো অনাহারী জনক-জননী-কথা,
যুঝিব সমর ঘোর।
কয় বর্ষ ধ'রে যত জ্বালা যত তীক্ষ্ণ শর
জোর ক'রে হৃদে আছে ধরা,
একসাথে সকলি ত্যজিব ;
জগতের সতী সাধ্বী
সাবিত্রীদলের সিঁথির সিন্দুরে
কালিমা না দিব যমে দিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিবিড়-অরণ্য।

গীতকণ্ঠে যমদূতগণের প্রবেশ।

যমদূতগণ।—

গীত।

আমরা সবাই যমের দুত।
দিন ফুরুলে হাজির মোরা সেজে নানান্ রকম ভুত॥
কাঁটা বনে মার্‌বো পাড়ি, বেঁধে জীবের ঠ্যাংয়ে দড়ি,
কাণ দিই না কাঁদে যখন বাপ মা পত্নী মেয়ে পুত।
প্রাণপুরুষে কায়ায় পুষে, রঙ্গরসে হাস্‌ছো ব'সে,
কিছুতে কেউ বাদ যাবে না, যখন চিত্রগুপ্ত ধর্‌বেন ছুত॥

১ম দূত। ওরে কৈ, এখনো তো দেখা নেই?

২য় দূত। তাই তো, চতুর্দ্দশীর আঁধার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে; প্রথম প্রহর রাতও গেল!

১ম দূত। চিত্রগুপ্তের তলবপত্রখানা খুলে প'ড়ে দেখ্, সময়টা কখন?

২য় দূত। যখনই হোক্, কাজ না সেরে যখন পালাবার যো নেই, তখন আর হাঁক্-পাঁক্ ক'রে কি হবে বল্?

১ম দূত। আচ্ছা, আমাদের চারজনকে পাঠালেন কেন ?

২য় দূত। লাস্‌টা বোধ হয় জবর ভারী হবে।

৩য় দূত। ওরে না, শুনেছি সাবিত্রী না কি সতীর আদর্শ ; তার কাছ থেকে লাস্ ছিনিয়ে নেওয়া দু' একজনের কর্ম্ম নয়।

১ম দূত। চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মায়ের বুক থেকে সবে ধন নীলমণিকে আমরা ছিনিয়ে নিই, আর একটা ছুঁড়ীর কাছ থেকে ছোঁড়াকে নিয়ে যেতে পার্‌বো না ?

২য় দূত। ওরে ঐ দেখ্‌, কে আস্‌ছে ?

১ম দূত। চুপ্‌—চুপ্‌! আয়, ঘাপ্‌টি মেরে এই বনের একপার্শ্বে বসি গে। [সকলের অন্তরালে অবস্থান]

বীণার প্রবেশ।

বীণা। আজ সেই কাল-চতুর্দ্দশী ; কি অন্ধকারের ঘটা! কোলের মানুষকে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আমি স্বামীর সহিত তীর্থগমনের প্রলোভন ত্যাগ ক'রে কেন এখানে প'ড়ে রইলেম, তা ভগবান! তোমার তো অবিদিত নয়। জানি—পত্নীর পতি-সহবাস ব্যতীত স্বর্গবাস-তৃপ্তিলাভেও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। পতিই স্ত্রী-জাতির গতি, মুক্তি ও সকল সুখের আধার। সেই পতিসঙ্গ পরিত্যাগ কি মনোবেদনায় করেছি, তা কাকে বল্‌বো ? বাল্যের স্মৃতিতে কি অভিশাপ থাকে ? এক তপোবনের উভয় প্রান্তে অবস্থান ক'রেও দাদার নিকট বাল্যের সেই অধিকার আয়ত্ত করতে আমার সাধ হয় নি কেন ?

গীত।

কি মধুর সুরে উঠ্‌লো বেজে বীণ্‌।
শুন্‌লে না কো গাইলে না কো বাজিয়ে সে অচিন্।

অনেক দিনের পরে বেজে, কাঁদিয়েছে প্রাণ কাঁদিয়াছে,
হারিয়ে যাওয়ায় ফিরিয়ে পাওয়ায় বুঝিয়ে এখন ক্ষীণ।
সারে গা সারে গা পাধা নিসা, ফুরিয়ে গেছে বিষাদ-নিশা,
ঝঙ্কারে আজ সঙ্কটে ত্রাণ আমার সেতার তিন॥

[প্রস্থান।

যমদূতগণের পুনঃ প্রবেশ।

১ম দূত। ওরে দেখ্ না, এর সময় হয়েছে কি না?

২য় দূত। বাপ্! কি আগুনের ঝাঁজ্!

৩য় দূত। আগুনের তাপ নয় রে মুখ্যু, সতীর অঙ্গের জ্যোতির তেজ।

[পুনরায় সকলের অন্তরালে অবস্থান।]

বীণার পুনঃ প্রবেশ।

বীণা। যে অনন্যসাধারণ একাগ্রতায় গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হ'য়ে স্বামী আমার আজ সম্পূর্ণ সুন্দর স্বাস্থ্যবান, যে ঐকান্তিক অটল বিশ্বাসে গালব তাপসের অভিশাপও ব্যর্থ হ'য়ে স্বামী আমার প্রকৃতিস্থ শ্রীমান, সেই একাগ্রতা—সেই বিশ্বাস ঢেলে তোমার পদে আবার কায়মনে প্রার্থনা করছি ভগবান! ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ ক'রে দাদা আমার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে প্রেমের বাণী জগতে প্রচার করুন, আর মুছে যাক্ নিয়তির ভাগ্যপটে লিখিত সেই কাল-বাণী "অদ্য হইতে ঠিক্ এক-বৎসর পরে সত্যবানের অকাল-মৃত্যু।"

১ম দূত। ওরে—যায় না যে! ভয় দেখাই আয়—খিল্ খিল্ ক'রে হাসি—[তথাকরণ]

বীণা। বড় ভয় হ'চ্ছে, আর যে পা এগোয় না; এখানেও দাঁড়াতে

পারছি না। বনের মধ্যে যাবার এই একটা পথ। ভগবান্! আমার আগমনে এই পথ মাঙ্গলীয় শক্তি ধারণ ক'রে গন্তব্য প্রাণীদের সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলসাধন করুক্।

[প্রস্থান।

১ম দূত। গেছে?

২য় দূত। যাবে না? হাসির ঠ্যালা কেমন!

১ম দূত। ড্যাঙ্গস্‌গুলো বাগিয়ে ধ'রে দাঁড়াই আয়। আমাদের জীবমাত্রেই ভয় করবে, না আমরাই ভয়ে লুকুচ্ছি! আরে ছ্যাঃ!

২য় দূত। ঐ আবার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চুপ্—চুপ্!

[সকলের অন্তরালে অবস্থান।]

সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। সাবিত্রী! অতি সাবধানে অঙ্গে অঙ্গ
মিশাইয়া ধীরপদে এস সাথে মোর।
চারিদিকে বিভীষিকা! অরণ্যের
নীরবতা গাঢ় হ'তে গাঢ়তর
ক্রমে; নাহি শুনি কোনরূপ
প্রাণীর স্পন্দন। আঁধারের ডরে
স্তব্ধ বায়ু, স্তব্ধ ব্যোম্, স্তব্ধ ওই
অসংখ্য নক্ষত্রখচিতবক্ষ অনন্ত আকাশ,
আঁধারের আশে-পাশে কোলেতে আঁধার—
দৃষ্টি বদ্ধ আঁধারের বুকে। আঁধারের
পশ্চাতে আঁধারে—ভয়ঙ্কর বিভীষিকা!
বিকট প্রকট মুখ—দীর্ঘবাহু দীর্ঘপদ

ভীতিপ্রদ অবয়ব সারি সারি
কাতারে কাতারে ; অনুমানি—
ভূত প্রেত পিশাচের সনে
আত্মঘাতী নারকীয় হতভাগ্যগণ।

সাবিত্রী। আর কতদূরে প্রভু বিশুষ্ক পাদপ
অপেক্ষায় তোমার আশায় ?

সত্যবান। আঁধারেও লক্ষ্যভ্রষ্ট নই ;
প্রতিদিন বহুবার যাতায়াতে
অতি পরিচিত এ অরণ্য মোর।
ঐ অদূরে—ঐ কণ্টকময়
লতায় জড়িত গুল্মরাশি
কুঞ্জবন সম—উহারি পশ্চাতে
ক্রোশব্যাপী বিশাল ভূখণ্ড
শুষ্ক বৃক্ষে চারিদিক ভরা।

সাবিত্রী। কাজ নাই এ আঁধারে
বৃক্ষে উঠি কাষ্ঠ-আহরণে।
এস রহি অপেক্ষায় হেথা,
প্রভাত-আলোকে ফল জল
কাষ্ঠ ল'য়ে ফিরিব কুটীরে।

সত্যবান। অন্ধ পিতা, আত্মহারা জননী আমার
অনাহারে সারাদিন। আশ্রম-কুটীরে
কণামাত্র আহার্য্য, কাষ্ঠ, ফল, জল নাই ;
ল'য়ে গেলে তবে ক্ষুধা-তৃষা যাবে তাঁহাদের,
ভুলিছ সে কথা কেমনে সাবিত্রী ?

রহ সাবধানে হেথা ক্ষণকাল
মনে মনে স্মরি রাম নাম,
কাষ্ঠ ছেদি অচিরে ফিরিব।

সাবিত্রী। একি বাণী গুণমণি শ্রীমুখে তোমার ?
শুনিয়াছি বেদবেত্তা আর্য্যগণ পাশে—
যতদিন বিবাহ না হয় পুরুষের,
তত দিন অর্দ্ধ অঙ্গ তার ; পরিণয়ে
পূর্ণ অবয়ব হয় শাস্ত্রের বিধান।
তবে অর্দ্ধ অঙ্গে ত্যজিয়া হেথায়,
কেমনেতে যেতে চাও একাকী প্রাণেশ ?

সত্যবান। যাবো আর পল দুই মধ্যে পুনঃ
আসিব ফিরিয়া ; নাহি ডর
কোমলা আমার !

সাবিত্রী। আমিও যাইব সাথে তব ;
আজি রাতে তব সঙ্গ না ছাড়িব কভু।

সত্যবান। তা কি হয় ? ভয়ঙ্কর স্থান অতি।
কণ্টকে বিন্ধিবে পদ অঙ্গ সুকোমল,
ভয়ঙ্কর বিষধরগণ পদে পদে
বাধা দিতে গর্জ্জিবে ভীষণ !
অভ্যস্ত আমি এ পথে,
অনভ্যস্তা কিরূপেতে যাবে তুমি সেথা ?

সাবিত্রী। স্ত্রী-পুরুষের একাত্ম ভাবই শুধু
দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রভু ! স্ত্রী-জাতির
পতিসঙ্গ পতিসেবা একমাত্র মুখ্য কর্ম্ম ;

যখন যেমন যেইরূপ অবস্থাতে
যেখানে যাইবে স্বামী, দাসী সমা
পত্নী যাবে পরিচর্য্যা হেতু।

সত্যবান। অন্যায় এ অনুরোধ সাবিত্রী তোমার!
অনশনে ত্রিরাত্র কাটায়ে
চতুর্থ দিবসে অনাহারী;
নানারূপ শাস্ত্রবাক্যে ভুলাইয়ে
জনক ও জননীরে মোর
আসিলে আমার সাথে দুর্গম অরণ্যে,—
এতটা দুঃসাহস প্রাণের মমতা ত্যজি,
কি কারণে বুঝি না সাবিত্রী!

সাবিত্রী। পতি একমাত্র স্ত্রী-জাতির
সর্ব্ব সুখাধার প্রিয়তম!
তব সহ ভ্রমণেতে কোন সুখে
অসুখী তো নহি। রাজার তনয় তুমি,
আজি যদি রাজবেশে রাজসুখে
রাজপ্রাসাদেতে যাপিতে জীবন,
তাহাতে যে তৃপ্তি হ'তো মোর,
আজি স্কন্ধেতে কুঠার,
ভিখারীর বেশে বনে বনে
কাষ্ঠ-আহরণে দেখিয়াও তোমা
সেই তৃপ্তি সেই শান্তি অন্তরে আমার।
যখন যেমন দশা হইবে উদয়,
তাহাতেই পূর্ণ তৃপ্তি লভি

যেই জন বিচরিতে পারে ধরাধামে,
সেই তো আদর্শ দেব !
সত্যবান। একি ! একি হেরি
অর্দ্ধাঙ্গিনী সম্মুখে আমার ?
কুরুক্ষেত্র-আবেষ্টনী হিরণ্বতীতীরে
ভারত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ব্রহ্মতেজ
সমবেত ধ্বংসের কারণ—
মোরে যেন উপলক্ষ্য করি।
আর ঐ নদীবক্ষে পঙ্কজ-কাননোপরি
স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীনা প্রাক্তনদেবীর
মণিমুক্তাবিকচিত হীরক-উষ্ণীষে
ধূলিধূসরিত নগ্নপদ তুলি নিরদয়ে
পুরুষকার দাঁড়ায়েছে পৌরুষত্ববলে।
না—না, ধর্ম্মপ্রাণা ধর্ম্মের জননী
তাপসগৃহিণী সতী সাধ্বী বীণার
যে গরবের ভাই আমি, আমার
না শোভে গতি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে।
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম
চলেছে অদম্যবেগে
একপথে অনন্ত অতীত হ'তে,
ঢেলে দিব স্বর্ণ-অঙ্গ যমের শৃঙ্খলে।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে !
সতী ডরে মৃত্যু ডরে নাহি আসে
মোর পাশে ধর্ম্মে জ্ঞান প্রতিষ্ঠার তরে ;

ছেড়ে দিয়ে দূরে দূরে জীবনের সাথী !
অনুগমন করহ আমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

যমদূতগণের পুনঃ প্রবেশ।

১ম দূত। গেছে—গেছে, গাছে উঠ্‌তে গেছে।

২য় দূত। এইবার ধুলোয় হাত ঘ'সে নিই আয়, পিছ্‌লে না যায়।

৩য় দূত। শিকৃলি দড়ি ঠিক্ ক'রে রাখ্।

১ম দূত। ঐ—ঐ, শব্দ হ'চ্ছে, গাছে উঠেছে—কাঠ কাট্‌ছে শোন্।

২য় দূত। অন্ধকারে আমাদের চোখ তো বাঘের মত জ্বল্‌ছে, শুন্‌বো কি ? চোখেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি—ছুঁড়ীটা নীচে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে।

৩য় দূত। হ্যাঁ,—যেন চকোর-চকোরী। আচ্ছা, আমরা ছোঁড়া-টাকে নিয়ে গেলে ছুঁড়ী বাঁচ্‌বে কি ক'রে ?

১ম দূত। প্রথম প্রথম দিন কতক হায়-হায় কর্‌বে, তারপর সংসারের চারদিকে এম্‌নি মায়ার লোভ, আবার হাস্‌বে—খেল্‌বে—আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বে।

২য় দূত। ওরে—কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে থেমে গেল যে !

১ম দূত। তাই তো ! তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়্‌ছে যে !

২য় দূত। ওরে—ঐ টল্‌ছে—মাথা টিপে ধরেছে ; আয় লুকোই।

[সকলের অন্তরালে অবস্থান।]

সত্যবান ও সাবিত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

সত্যবান। সাবিত্রী—সাবিত্রী—

সাবিত্রী। কেন প্রভু ?

সত্যবান। কোথায় তুমি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। এই যে প্রভু ; কি হয়েছে ?

সত্যবান। দারুণ শিরঃপীড়া ; উঃ ! আর পা যে পার্‌ছে না দেহখানার ভার বইতে—

সাবিত্রী। দরকার কি ? কোল পাতি—মাথা রেখে শোও।

সত্যবান। তাই ভাল ; উঃ ! অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌লে যে ! একি ! সারাটা শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে যে—পিপাসায় কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হ'চ্ছে ! গেল—বুঝি রাখ্‌তে পারি না ! ওহো-হো—সাবিত্রী—সাবিত্রী—[মৃত্যু]

সাবিত্রী। দেবর্ষি ! এতক্ষণে তোমার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'লো। চ'লে গেলে ? আমার জীবনের আশা—মরণের মোক্ষ—চিন্তার তৃপ্তি—জাগরণের সাথী, আমায় একলা ফেলে কোথায় গেলে প্রভু ? এই গহন বনে জনমানবের সমাগম নাই ; কোথায় যাই—কি করি—কি উপায়ে তোমার প্রাণরক্ষা করি ? হা ভগবান্ ! আমাকে চিরদুঃখ-ভাগিনী ক'রেই কি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'লো ? ওঠ ! অন্ধের এক-মাত্র অবলম্বন—মা শৈব্যার যথাসর্ব্বস্ব ! ওঠ—কথা কও ; তুমি বিহনে তাঁদের অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখ। ওঠ ! প্রভু—স্বামী—সাথী ! ওঠ ! ওহো-হোঃ, কথা কও—কথা কও !

যমদূতগণের পুনঃ প্রবেশ।

১ম দূত। ওরে—এগো না !

২য় দূত। তুই এগো না !

৩য় দূত। তুই এগো না !

৪র্থ দূত। তুই—

১ম দূত। আরে ভয় কি? আমি তাকিয়ে আছি, তোরা সব এগো না!

সকলে। ওরে বাপ্‌রে, আগুন—আগুন!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

সাবিত্রী। চারিদিকে ভূত-প্রেতের উপদ্রব, যমদূতেরা যাওয়া আসা কর্‌ছে! ভয় কি প্রভু, বাহুবেষ্টনে রেখেছি—কেউ বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার্‌বে না। জাগ—কথা কও! তোমার অন্ধ পিতা-মাতা যে অনাহারে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন, চল যাই তাঁদের তুষ্টি দিতে; উঠে দাঁড়াও!

গীত।

কথা কও—কথা কও, জাগো ওগো প্রিয় মম।
এ হেন দশাতে কেন বাজে বুকে শেল সম॥
ধূলাতে কোমল কায়া, ফেলে দিলে ছেড়ে মায়া,
দয়ার সাগর নাথ অকালে চলিলে কেন?
তোমা-হারা পিতা মাতা, কেমনে রবে এ বনিতা,
ভগিনী বীণার বীণে বাজিবে যে নিদারুণ॥

যমের প্রবেশ।

যম।　　　　সাবিত্রী!

সাবিত্রী।　　এঁ্যা! তেজঃপুঞ্জ মহাকায়
শ্যামবর্ণ পুরুষপ্রবর,
উজ্জল কিরীটধারী,
পাশ-দণ্ড ভীষণ করেতে,
রক্তবাসে আবরিয়া তনু
বাহন মহিষে রাখি দূরে

নৃশংস বীভৎস অনুচরগণ সাথে
কে গো তুমি বজ্র-নির্ঘোষে
নাম ধ'রে আহ্বানিলে মোরে ?
অমানুষিক আকৃতি নেহারি
ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ,
সংশয়ে দোদুল্য মন।
অবলা রমণী আমি
পতিসঙ্গে এসেছি কাননে ;
দয়া ক'রে কর যদি সামান্য সাহায্য
পতির জীবন রক্ষার কারণ,
চিরানুগৃহীত হ'য়ে রহিব সবার।

যম। যম নাম—নিয়মে চালিত,
সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভেতে জন্ম ;
বৈতরণী পারে পুরী,
ধর্ম্মরাজ অন্য নাম মোর।
সতী তুমি—তব তেজ সহিতে না পারি
প্রাণভয়ে পলাইয়ে দূতগণ
সংবাদ দানিল মোরে,
তাই আমি নিজে সতী এসেছি হেথায়।

সাবিত্রী। ধন্য ধর্ম্মরাজ ! চরণে করিছে নতি
আশ্রিতা তোমার ; এই ভয়ঙ্কর
অসময়ে সাহায্য করহ মোরে।

যম। কার কাছে সাহায্য যাচিছ মাতা !
যম আমি—পরিপূর্ণ জীবনের কাল,

তাই আসিয়াছি লইতে হেথায়
সত্যবান পতিরে তোমার।
পরিত্যাগ কর সতী,
অধিকার দাও গো জননী!
সত্যবানে ল'য়ে স্বস্থানেতে
ফিরে যাই মোরা।

সাবিত্রী। সাধুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যম মহাশয়!
এই সাধুজন-বিগর্হিত কার্য্যেতে
তোমারে হেরি বিস্ময়-বিমুগ্ধা!
শুনিয়াছি—পরমায়ু শেষ হ'লে
কিঙ্করেরা তব আসিয়া এ ধামে
ল'য়ে যায় জীবাত্মায় তব সন্নিধানে,
ইহজন্মার্জ্জিত সুকৃতি-দুষ্কৃতি-বিচারে
অনুরূপ ফল প্রদানের হেতু।
কিন্তু প্রভু! আপনারে এই
ঘৃণ্য দূতের কার্য্যেতে হেরি—

যম। অয়ি শুভে! গুণবান্,
পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয় পতি তব;
এমন পবিত্র আত্মা সাধু সত্যবান
অনুচরগণ দ্বারা হইলে বাহিত,
পরোক্ষেতে ধর্ম্ম-অপমান।

সাবিত্রী। এত যদি করুণা তোমার
মৃত্যুপতি! পতির জীবন
দান করহ আমায়।

যম। কেঁদ না জননী! বিশ্বপতির
অলঙ্ঘ্য নিয়ম—জন্মিলে মরণ।
বুদ্ধিমতী তুমি, পতিদেহ ত্যজি
যাও ফিরে আশ্রম-কুটীরে।

সাবিত্রী। না—না ধর্ম্মরাজ!
বিধি-নিয়মের বিরুদ্ধে না যাবো;
এই ত্যজিলাম পতিদেহ মোর,
নিয়ম রক্ষা করহ নিজের।

যম। ধন্য সতী ধর্ম্মপরায়ণা!
তবে মাতা, অনুমতি দাও—
সত্যবানের হৃদয় বিদারি
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মূর্ত্তি ল'য়ে যাই আমি?

[তথাকরণ, যমের প্রস্থানোদ্যোগ ও সাবিত্রীর পশ্চাদনুসরণ।]

যম। সাধুশীলে! কেন আস পশ্চাতে আমার?
অনুনয় বিনয়েতে ফিরে কি জননী
দস্যু-অপহৃত বস্তু? একবার মৃত্যু
হ'লে পরে, সহস্র আত্মীয়ের
মর্ম্মভেদী বিলাপ ও পরিতাপে
মৃত কভু নাহি পায় আবার জীবন।
যাও ফিরে গৃহে,
প্রিয় পতির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য
সম্পন্নের সদনুষ্ঠানে,
মৃত আত্মা পরিতৃপ্ত হ'য়ে
মুক্তি লভিবেন যায় যমের বিচারে।

সাবিত্রী । হে চির-কিশোর পিতৃপতি !
পতির জীবন ল'য়ে চলিয়াছ তুমি—
আমি যাই উদ্ধার সাধনে
অনুগমনে তোমার ।
চতুর্দ্দশ ভুবনের লোকে
সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলি ডাকে গো তোমাকে,
অহরহ প্রত্যক্ষ তোমার
মানবের পাপপুণ্য যত ।
স্ত্রী-জাতির পতিসেবা
একমাত্র নিত্য ব্রত পুণ্য কার্য্য ;
পতিভক্তি বিনা ব্রত-অনুষ্ঠান যত
মাত্র লৌকিক ধরম ।
নিজে ধর্ম্মরাজ হ'য়ে
অলীক প্রবোধ-বাক্যে ভুলাইয়া মোরে
অন্তর্দ্ধান হইও না প্রভু !

যম । একবার জীবদেহ ত্যজি বাহিরিলে প্রাণ,
আর তাতে পুনর্জ্জীবন না হয় সঞ্চার ।

সাবিত্রী । ধর্ম্মবলে অসম্ভব কিবা ?
বিশ্বপতির নিয়ম—মরণ ?
বিশ্বপতি নহে কি গো ধর্ম্মের অধীন ?

যম । যুক্তিযুক্ত বাক্যে তব অতি প্রীত আমি ;
সত্যবানের জীবন ব্যতীত
অপর যে কোন বর করিবে প্রার্থনা,
মুক্তপ্রাণে প্রদান করিব তাহা ।

সাবিত্রী। যাহারে পাবার তরে
জীবনান্ত তপ করে লোকে,
স্বামীমৃত্যু উপলক্ষ্যে অনায়াসে
পাইয়াছি সেই দুর্লভ ধর্ম্মেরে।
যদি যথার্থ ই প্রীত মোর প্রতি,
তবে পিতৃপতি, দেহ বর—
"শত্রুর তাড়নে অন্ধনেত্র শ্বশুর আমার
সর্ব্ব কর্ম্মে পরমুখপ্রত্যাশী জীবনে,
যেন অন্ধত্ব ঘুচিয়া
দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় তাঁর।
যম। তথাস্তু জননী!
যাও ফিরে গৃহেতে আপন।

[যমের প্রস্থানোদ্যোগ, সাবিত্রীর পথরোধ]

যম। একি! কেন পুনঃ রোধ পথ মোর?
সাবিত্রী। হরিয়া পতির প্রাণ,
প্রলোভিয়া মোরে
গৃহে ফিরিবার দিয়ে অনুমতি
চলিয়াছ বৈতরণী-পারে;
কোন্ প্রাণে কোন্ ধর্ম্ম পালিতে জগতে,
অনুসরণ ত্যজিয়া তোমার
গৃহেতে ফিরিব কহ ধর্ম্মরাজ?
যম। বার বার কহিতেছি মাতা,
উপায় যে নাই; সত্যবানের
জীবন ব্যতীত দ্বিতীয় বর করহ প্রার্থনা।

সাবিত্রী । তবে দেহ বর—
যেন শ্বশুর আমার
শত্রুকরে হারা রাজ্য পুনঃ ফিরে পান ।

যম । তথাস্তু জননী ; প্রার্থনা পূরেছে তব,
এইবার যাও ফিরে গৃহেতে আপন ;
আর মোর সাথে হ'লে অগ্রসর,
পরিশ্রান্ত দেহে মাতা
না পারিবে ফিরিতে হেথায় ।

[অগ্রে যম, পশ্চাৎ সাবিত্রীর প্রস্থান ।

বীণার প্রবেশ ।

বীণা । অথচ একটা গাছের পাতাও কেঁপে উঠ্‌লো না । শারদীয় শশধরের মত নির্ম্মল চরিত্র, গঙ্গার মত পবিত্র দেহ, আকাশের মত উদার প্রাণ নিবিড় বনানীবক্ষে প'ড়ে রইলো—অথচ এত বড় প্রকৃতিটার একটুও বিপর্য্যয় ঘট্‌লো না ! ওঠ দাদা ! একবার তেম্‌নিভাবে বীণা ব'লে ডাক । শুন্‌লে না ? তোমার হাতের তোমার মনোমত সুরে বাঁধা তন্ত্রীগুলো কি সুরে ঝঙ্কারিত হ'চ্ছে, একবার উঠে শোন !

শৈব্যার প্রবেশ ।

শৈব্যা । শুন্‌বে না ? আমার আদেশ কি কেউ আজ শুন্‌বে না ? সারাটা বন 'সাবিত্রী-সত্যবান' ব'লে চীৎকার করেছি, মানুষ জীব-জন্তু দূরের কথা, একটা পাতাও ন'ড়ে ইসারায় আমায় সন্ধান দিচ্ছে না। কোথা সত্যবান ! আজ রাত্রে তোমায় মর্‌তেই হবে। যদি এখনও বেঁচে থাক, তা হ'লে যত শীঘ্র পার, মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর ;

আর যদি যথার্থ ই ম'রে থাক, তা হ'লে সূক্ষ্ম আত্মায় একবার সাম্‌নে এস, তোমায় বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিই। কে ওখানে ?

বীণা। কাকী মা—

শৈব্যা। বীণা ? সংবাদ কি বীণা ? তুমি ওখানে কি কর্‌ছ ?

বীণা। সব শেষ !

শৈব্যা। সব শেষ ? সত্য ?

বীণা। দাদার প্রাণহীন দেহ ধূলি-ধূসরিত !

শৈব্যা। তাতে শোকের কিছুই নাই বীণা, আনন্দ কর বর্ণাশ্রমের আশ্রম-লক্ষ্মী ! আনন্দ কর এই জন্য যে, গালবের—ব্রাহ্মণের বাণী সার্থক হয়েছে, ব্রাহ্মণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সৌষ্ঠবান্বিত এই ভারতে ব্রহ্মশক্তির বিজয়-বাদ্য আবার বেজে উঠেছে ; আর আনন্দ কর এই জন্য যে, নারদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হ'য়ে ভারতের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোকে আজ পৃথিবীর অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত হয়েছে।

বীণা। একদিন আমি আমার স্বামীর মৃত্যুরোধের জন্য অসাধ্য সাধন করেছিলেম—

শৈব্যা। আজও তা পার—তা জানি, কিন্তু ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধ'রে সূক্ষ্ম বিচার কর্‌বার মহামানব এ যুগে যে জগতে নাই।

বীণা। তা হ'লে দাদার মৃতদেহটা সূর্য্যোদয় অবধি রাখ্‌বার অধিকার কি ভগিনীর নাই ?

শৈব্যা। আছে, দ্বাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত।

বীণা। তা যদি থাকে, তা হ'লে আর একবার দেখ্‌বো আমার নিজের শক্তি ; জগতকে দেখাবো, মদনমোহন চৈতক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণীর সতীত্ব-মহিমা !

শৈব্যা। তবে নিয়ে এস।

বীণা। একা কি ক'রে নিই? কুসুম-কোমল অঙ্গে যদি ব্যথা লাগে—

শৈব্যা। পারবি নি? মরা ছেলে বুকে ক'রে মা বাড়ী ফিরবে, আর পৃথিবী তবুও ঠিক্ থাক্‌বে? তাই হোক্; আয় সত্যবান! বহু বর্ষ পূর্ব্বের সেই পঞ্চমবর্ষীয় দিগম্বর খোকা আমার! তেম্‌নি ঝাঁপিয়ে আয়। [সত্যবানের মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া] আঃ! তবু শান্তি! কে আছ গো পুত্রবতী—চোখ বোজ, পুত্রহারা অভাগিনী মরা ছেলে নিয়ে চলেছে। কে আছ সধবা, অঞ্চলে চঞ্চল নয়নের দৃষ্টি রোধ কর; একটা নবযৌবনার মরা স্বামী তার মায়ের কাঁধে চলেছে—চোখ বোজ!

[সত্যবানের মৃতদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈতরণীতীর।

বাহ্লীকের প্রবেশ।

বাহ্লীক। কোথায় এলেম? জীবন্ত পুষ্পকে নিজে আদেশ দিয়ে তার চারি পার্শ্বে প্রাচীর গেঁথে হত্যা করেছিলেম, তারপর—তারপর ঘুমিয়েছিলেম যেন, না—মরেছিলেম; কিসে? রোগে নয়, শত্রুর অসিতে নয়, আত্মহত্যায় নয়, অপঘাতে নয়—তবে? কাঁটাবনে কারা যেন ঘুমন্ত আমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এল, যাতনায় ঘুম ভেঙ্গে

গেল—না? হ্যাঁ, এই তো পায়ে শিক্‌লি এখনো! একি! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সম্মুখে ভয়ঙ্কর তুফানপূর্ণ ভীষণ নদী, পারাবার নাই; ঢেউ—ঢেউয়ের উপর ঢেউ, বাঃ—কি আশ্চর্য্য! একপার্শ্বে নদী—শান্ত স্থির ধীর স্নিগ্ধ, অপর পার্শ্বে সেতুর এ ধারে ফুটন্ত জল; উঃ—কি উত্তাপ! কে আছ, রক্ষা কর—ভব-নদীর পারে একা; কে আছ কাণ্ডারী—

যমদূতের প্রবেশ।

যমদূত। আমি।

বাহ্লীক। কি ভীষণ আকৃতি! কে তুমি?

যমদূত। শরীরি! কোথায় তোমায় এনেছি, বুঝেছ?

বাহ্লীক। না।

যমদূত। এই সেই ভব-নদী—নাম বৈতরণী; জীবমাত্রকেই জীবনান্তে এ নদী পার হ'তে হবে।

বাহ্লীক। এঁ্যা! তরণী কৈ?

যমদূত। খেয়াঘাটে; পারের তরী এ ধারের জন্য নয়; চেয়ে দেখ—ঐ সেতুর অপর পার্শ্বে ভাঙ্গা হাটের নীচের বাঁধা ঘাটে খেয়ার তরী বাঁধা।

বাহ্লীক। কাণ্ডারী কৈ?

যমদূত। এই যে আমি।

বাহ্লীক। পার কর, সন্ধ্যা এলো ব'লে।

যমদূত। পারের কড়ি এনেছ?

বাহ্লীক। না, কেমন ক'রে জান্‌বো? ফিরে নিয়ে আসি।

যমদূত। ফির্‌তে পার্‌বে?

বাহ্লীক। ও বাবা! না, সে কাঁটাবনের পথে আর যেতে পারবো না।

যমদূত। কড়ি আছে?

বাহ্লীক। কুবেরের অধিক ধন প্রাসাদে—

যমদূত। থাকতে পারে, তাতে এখানে কোন ফল ফল্‌বে না; এখানে চাই পাঁচ কড়া কড়ি।

বাহ্লীক। সে কি!

যমদূত। প্রথম অহিংসা, দ্বিতীয় নারী-সম্মান, তৃতীয় পরদুঃখ-কাতরতা, চতুর্থ সত্য বাক্য, পঞ্চম দেব-দ্বিজ-গুরুভক্তি; একটাও আছে? জীবনে ভুলেও সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলে?

বাহ্লীক। না।

যমদূত। তবে কালবিলম্ব ক'রো না; ঐ উত্তপ্ত জলে ঝাঁপ দাও।

বাহ্লীক। না—না, তা পারবো না; দয়া কর—ক্ষমা কর!

যমদূত। দয়া ক্ষমা এখানে নাই; যাও—যাও—[প্রহার]

বাহ্লীক। উঃ—প্রাণ যায়! একি! এততেও প্রাণ দূরের কথা, জ্ঞান অবধি যায় না যে! পৃথিবীতে মরণে শান্তি বলে—

যমদূত। ঠিক্; যারা ধার্ম্মিক, তারা তোমার মত শরীরী হ'য়ে এ পথে আসে না; অশরীরী আত্মায় ঘুমিয়ে এসে ঐ সেতুর উপর দিয়ে পরপারে যমপ্রাসাদে প্রবেশ করে। যাও,—ঝাঁপ দাও—[প্রহার]

[প্রস্থান।

বাহ্লীক। আর সহ্য হয় না—ক্ষমা কর। এঁ্যা! কৈ? কেও কোথাও নাই! বাপ্—কি নির্জ্জন! সাঁঝের আঁধার বিভীষিকা মেখে চারদিক্ থেকে ঝাঁপিয়ে আস্‌ছে, কেমন ক'রে একা থাকবো? এ দুঃসময়ে রাজার কি একজনও সাথী নাই—

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। আছে।

বাহ্লীক। কে?

পুষ্প। দাসী।

বাহ্লীক। পুষ্প? সতী সাধ্বী পুণ্যবতী! কি পাপে, কি কর্ম্মফলে তুমি এ পথে?

পুষ্প। ইহকালেই কি আর পরকালেই বা কি, পতি ব্যতীত সতীর যে অন্য গতি নাই।

বাহ্লীক। তোমাকে না দেয়ালে গেঁথে মেরে ফেলেছিলেম্?

পুষ্প। ছিলে; আগে এসে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, সেতু পার হ'তে পার্‌ছি না। সকল সাধ্বী সধবাতেই এইরকম অপেক্ষা করে; যত দিন না পতি আসে, ততদিন এই লাল বস্ত্র—এম্‌নি সিঁদুর-চুপ্‌ড়ী মাথায় নিয়ে এই বৈতরণীতীরে অপেক্ষা করে।

বাহ্লীক। [ব্যাকুলভাবে] পুষ্প—পুষ্প! আমায় এই দারুণ যম-দণ্ড থেকে রক্ষা কর—

পুষ্প। উপায় যে নাই! তোমার এই দশা দেখে প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না—কিন্তু কি কর্‌বো, উপায় নাই। পতির এই দুর্দ্দশাটা চোখে দেখাও সতীর জঘন্য কর্ম্মফলের পরিণাম, গত জন্মেরই হোক্ বা তার পূর্ব্ব জন্মেরই হোক্। ঐ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো—এখনি পুল বন্ধ হবে; আর এখন দেখা হবে না, কারণ এইবার দু'জনের পন্থা বিভিন্ন। এখনো কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত স্বামী পাই।

[প্রস্থান।

বাহ্লীক। পুষ্প—পুষ্প! কোথায় পালালে পুষ্প? সারাটা জীবন পশুরও অধিক পীড়ন সহ্য ক'রে একি পুরস্কার দিয়ে গেলে পুষ্প? উঃ!

যমদূতের পুনঃ প্রবেশ।

যমদূত। চোপ্, এটা গোলমালের স্থান নয়; এইবার চোখ উপ্ড়ে নেবো।

বাহ্লীক। উঃ! ক্ষমা কর—দয়া কর।

যমদূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বাহ্লীক। উঃ—কি বিকট হাস্য!

যমদূত। এখানে ক্ষমা দয়া মায়া নাই।

বাহ্লীক। স্বর্গে নাই! মর্ত্ত্যে যে আছে। সত্যবান ক্ষমা করেছে, দ্যুমৎসেন ক্ষমা করেছে, বীণাও ক্ষমা করেছে; পৃথিবীটা যে দয়া ও ক্ষমার—

যমদূত। তাই তো পাপের চরমে উপস্থিত হয়েছিলে! চুপ্—[প্রহার ও চক্ষু উৎপাটন] এইবার চ'—ঐ ফুটন্ত জলে ঝাঁপ দে।

বাহ্লীক। উঃ—দ্যুমৎসেন! এই যাতনা—এত যাতনা তুমি নীরবে সহ্য করেছিলে? দয়া নয়—মুক্তি নয়—দণ্ড হ'তে পরিত্রাণ নয়, পায়ের তলার মেঘগুলো একটু ফাঁক্ ক'রে দাও—পৃথিবী দেখুক্—আমিই দেখাই, পরিণামে আর যাতে আমার মত অত্যাচার কেউ না করে।

যমদূত। অনেক কথার স্থান এ নয়; ঝাঁপ দে—ঝাঁপ দে—

বাহ্লীক। [যাইতে যাইতে] উঃ—উঃ—

যমদূত। [নেপথ্যে] ঝাঁপ দে—

বাহ্লীক। ওহোঃ—সকল শরীর পুড়ে গেল—জ্ব'লে গেল!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে পুরুষকারের প্রবেশ।

পুরুষকার।—

গীত।

তবুও তোদের তরে কাঁদি।
যতই কেন হোস্ না পাপী তবুও বাসি ভাল নিরবধি॥
দেববাঞ্ছিত মানব-জনম, কাটিয়ে মিছে এলি রে মন,
আর কি পাবি তেমন সুযোগ, করবে কি আর মানুষ বিধি।
দীন নারায়ণ অশ্রুমোচন, কাঁদিয়ে দেওয়া আর্ত্তরোদন,
নাই কো স্বর্গে দুঃখের লড়াই, ভায়ের মায়ের আদরাদি॥

[প্রস্থান।

যমের প্রবেশ।

যম। উঃ—কি বিভ্রাটেই না পড়েছিলেম, আস্‌তে কি পারা যায়? বালিকাকে খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। প্রভু!

যম। এঁ্যা—এখানেও তুমি? কি জন্য আবার তুমি আমার অনুসরণ করেছ? ফিরে যাও! এ ভীষণ স্থান, জীবিত কেহ এখানে আস্‌তে পারে না। বিপদে পড়্‌বে—ফিরে যাও!

সাবিত্রী। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুল হয়েছিল, তাই এতদূর এসেছি।

যম। কি?

সাবিত্রী। আপনি দয়া ক'রে আমার শ্বশুরের নষ্ট দৃষ্টি ও হৃত রাজ্য

পুনঃপ্রাপ্তির বর আমায় দিলেন, অথচ এটা বুঝ্‌লেন না যে, অপত্যহীন ব্যক্তির জীবন, ধন-ঐশ্বর্য্য সকলি নিষ্ফল ; তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবন-দানে তাঁকে পরম সুখের অধিকারী করা কি আপনার ন্যায় ধর্ম্মাবতারের কর্ত্তব্য নয় ?

যম। আমি প্রাণ সংহার করি, তাই জগতে আমায় নির্দ্দয়াত্মা বলে ; কিন্তু তোমার এই ধর্ম্মার্থ-সম্বন্বিত বাক্যাবলী আমার আত্মায় করুণার প্রস্রবণ সৃজন করেছে। পুনরায় সদয়ে সত্যবানের জীবন ব্যতীত অপর যা কিছু কামনা পূরণে স্বেচ্ছায় বাধ্য হ'চ্ছি।

সাবিত্রী। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! কন্যার প্রতি সদয় হ'য়ে যদি তৃতীয় বরও প্রদান কর্‌লেন, তা হ'লে আমার বড় গৌরবের পিতা অপুত্রক, তিনি যেন নীরোগ, সচ্চরিত্র, দীর্ঘায়ু একশত পুত্রের জনক হন।

যম। তথাস্তু ; এইবার যাও, গৃহে ফিরে নিজপতির পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন কর গে। যাও—যাও—

সাবিত্রী। আপনি আমার প্রতি সদয় হ'য়ে বরদানে আমার শ্বশুর ও পিতাকে অশেষ সুখে সুখী কর্‌লেন, কিন্তু ভেবে দেখুন—আপনি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব পতির প্রাণহরণ ক'রে থাক্‌লে কেমন ক'রে আমার, আমার পিতার বা আমার শ্বশুরের আনন্দ উৎপন্ন হবে ?

যম। অন্যায় হবে সাবিত্রী! যাও—ফিরে যাও—

সাবিত্রী। হে ধর্ম্মরাজ! ব'লে দিন, পৃথিবীতে পতি বিনা স্ত্রীলোকের আর কি আরাধ্য আছে ?

যম। বৃথা উপদেশ ; আর অগ্রসর হ'লে তোমার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যাও—ফিরে যাও—

সাবিত্রী। ত্রিলোকপালক তপনতনয়! ত্রিদিবে আপনি বৈবস্বত নামে বিখ্যাত। আপনার নিরপেক্ষ ধর্ম্মশাসন সর্ব্বজীবে সমভাবে, তাই

আপনি ধর্ম্মরাজ ; আপনাকে প্রাপ্ত হ'লে কোন সুখেরই অভাব থাকে না। আমি অবলা রমণী, পতিসঙ্গে গমন ক'রে আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েছি। এখন বুঝেছি যে, পতিভক্তির প্রভাবে দেব-দুর্ল্লভ ধর্ম্ম-সন্দর্শনও দুষ্প্রাপ্য নয়। জন্মান্তরীয় পুণ্যপুঞ্জ বশতঃ বহু ভাগ্যে আমি আপনার ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্ন সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছি। যাবৎ আমার দেহে প্রাণ থাক্‌বে, তাবৎ আমি আপনার সঙ্গে গমন করতে পরাঙ্মুখ হবো না।

যম। তুমি আমার সহিত মানবের অগম্য স্থানে এসেছ—আর যত আস্‌বে, ততই ক্লিষ্ট হবে ; অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন অপর এক বর গ্রহণ ক'রে গৃহে প্রতিগমন কর।

সাবিত্রী। অখণ্ডনীয় ধর্ম্মবাক্য কভু মিথ্যা নহে।
বর দেহ বৈবস্বত—
দেহ বর সূর্য্যের নন্দন !
গর্ভে মোর এক এক করি
শত পুত্র জন্ম ল'ভি
দীর্ঘজীবী হ'য়ে যেন
পৃথিবীতে তোমারি কীর্ত্তি-মহিমার
প্রতিষ্ঠার হয় গো সহায়।

যম। তাই হবে ; কুলবর্দ্ধক ধর্ম্মজ্ঞ
শত পুত্র অবশ্য জন্মিবে মাতা
গর্ভেতে তোমার। যাও—
সন্তুষ্টচিত্তেতে ফিরিয়া স্বগৃহে সতী,
পারলৌকিক ক্রিয়া যত কর সম্পাদন।

[প্রস্থানোদ্যত]

সাবিত্রী।   কোথা যান্ ধর্ম্মরাজ ?
ধর্ম্মপুরী প্রবেশের অধিকার
আছে কি এখন তব ?
হ'য়ে ধর্ম্ম দিলে বর মোরে—
গর্ভে মোর শত পুত্র জন্মিবে নিশ্চয়,
তবে কি সাহসে যাও চ'লে
পতির জীবন ল'য়ে ?

যম।   এঁ্যা !

সাবিত্রী।   স্বামী ব্যতিরেকে কেমনেতে
শত পুত্রের হবো মাতা, কহ সংজ্ঞাসুত ?

যম।   এঁ্যা !

সাবিত্রী।   পতিহীনা রমণীর নিষ্ফল জীবন ;
পতির জীবনে জেনো সতীর জীবন।
পতির জীবন ফিরাইয়া দিয়া মোরে
যাও ধর্ম্ম ! পুনঃ অধিকার
লইতে তোমার আপন পুরীতে।

যম।   কে গো তুমি পতিব্রতা,
ধর্ম্মে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে বৈতরণীতীরে ?
সুদুর্ল্লভ শাস্ত্রজ্ঞানে ধর্ম্মের বিচারে
অতি পরিতুষ্ট আমি ;
এই লহ মাতা,
ধর্ম্মপ্রাণ সত্যবানের বিগত জীবন
প্রত্যর্পণ করিনু তোমায়।
[তথাকরণ]

চারিশত বর্ষ পরমায়ু লভি
সত্যবান তব সাথে
ধর্ম্মের মহিমা-কীর্ত্তি করিবে প্রচার।

সাবিত্রী। চির-কৃতজ্ঞতাপাশে করিলে আবদ্ধ
পতির জীবনদানে।
আজিকার এই পুণ্যময়
সাবিত্রী ও যম-উপাখ্যান
শুনিলে বা পড়িলে ভক্তিতে
চিরসাধ্বী রহিবে রমণী,
দাম্পত্য-প্রণয় ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ
শতগুণে হইবে বর্দ্ধিত,
লক্ষ্মীহারা পাবে পুনঃ লক্ষ্মীর করুণা ;
অপগত পাপে বিধবারা
অনন্ত স্বর্গের অধিকারিণী হবে সুনিশ্চয়,
আপামর সাধারণ সুখ-শান্তি সনে
নীরোগ ও সুদীর্ঘ আয়ুঃতে
সর্ব্বসুখে হবে সুখী।

যম। গোলোকের লক্ষ্মী সরস্বতী,
ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী সাবিত্রী,
তুমিই শিবলোকে শ্রীদুর্গা-মূরতি ;
এস মাতা! পদধূলি দিয়ে যাও
ধর্ম্মের পুরীতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন।

দ্যুমৎসেন, অশ্বপতি, মালবী ও গালবের প্রবেশ।

অশ্বপতি। তোমার অবস্থা দেখে যে আমি কন্যা সাবিত্রীর জন্য এক-বিন্দুও চোখের জল ফেল্‌তে পার্‌ছি না বন্ধু! স্থির হও!

দ্যুমৎসেন। কতকাল—কতকাল পরে বাল্যসখা তোমার এই 'বন্ধু' ব'লে সম্বোধন আমায় কি আনন্দ দেবে, তা অনুভব কর্‌বার শক্তিটা পর্য্যন্ত সত্যবান যে কেড়ে নিয়েছে। সত্যবান কি আমাদের শুধু একমাত্র পুত্র? কাষ্ঠভার বহনের ভৃত্য, আমার অন্নদাতা, আমার পৃথিবীতে দাঁড়াবার অবলম্বন; ওহো-হো, সত্যবান—বাপ্ আমার—

মালবী। কি কর্ম্মফলে রাজর্ষি আপনি, আপনার এমন দুর্গতি! সাবিত্রীর জন্য—সত্যবানের জন্য অনুশোচনাটা পর্য্যন্ত আস্‌ছে না রাজা তোমার অবস্থা দেখে!

গালব। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন! আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা অবশ্য নাই; তবে আপনি যখন সকল ভোগের অতীত অবস্থায় উপনীত, তখন শোকে মুহ্যমান হওয়া বিধেয় নয়। কেবা পিতা, আর কেই বা পুত্র, দু' দিনের জন্য এসে একটা অলীক মায়ার সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া মাত্র!

দ্যুমৎসেন। গার্হস্থ্য জীবনের এ মায়ার বাঁধন যে হৃদয়ের কোন্ কোমল তন্ত্রীর সহিত সংলগ্ন, তা বুঝ্‌তে গেলে সত্যবানকে আন্‌তে হয়। ওহো-হোঃ! আমার একমাত্র আশা সত্যবান, কোথায় তুমি?

অশ্বপতি। আমরা সন্দেহ ক'রে ভীষণ শোকে মুহ্যমান্ হ'চ্ছি, কিন্তু বন্ধু! ভেবে দেখ, যখন বিগত মধ্যাহ্ন হ'তে এই প্রথম প্রভাতেও বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন—

দ্যুমৎসেন। সে আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখে গেছে, বেঁচে থাক্‌লে এত বিলম্ব কর্‌তো না। বন্ধু! জান কি, সত্যবান আমার কি পুত্র? সাধারণ পুত্রের মত নয়। এই অন্ধের সেবা কর্‌তে সে তার নবমুকুলিত জীবন-তরুকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল; আহার ভুলেছিল, আমোদ ভুলেছিল, বেশ-ভূষা ভুলেছিল, বিশ্রাম ভুলেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলেছিল তার আবাল্যের সেই নির্জ্জন প্রকৃতির নীরব সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণের আনন্দটা পর্য্যন্ত। নিশ্চয় মরেছে—

অশ্বপতি। অবশ্য সাবিত্রীর বৈধব্যযোগের প্রাবল্যে তার বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য, তথাপি দৈববল সহায়ে প্রাক্তনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

মালবী। ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বত্র সিদ্ধ হয় কি? দেবর্ষি নারদের কি ভুল হয় না? কোথায় গেল সত্যবান? সীমন্তে কালি ঢেলে আমার বড় আদরের সাবিত্রী—মা, কার দোরে দোরে ঘুর্‌ছিস্ মা?

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণের অভিশাপবশতঃ যদিও তার মৃত্যু অনিবার্য্য—

গালব। না মদ্ররাজ! অনিবার্য্য নয়; সে ব্রাহ্মণ এই আমি, আর কেহ নয়। অভিশাপ দিয়েছিলেম দুই ক্ষেত্রে, এক ক্ষেত্রে সার্থক হয় নি। পতিপরায়ণা বীণা সতীর তেজে ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হয়েছে, চৈতক রোগমুক্ত হ'য়ে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন শরীর পেয়েছেন; তবে এ ক্ষেত্রে—

দ্যুমৎসেন। হবে না; হ'তো যদিও শৈব্যার প্রভাবে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে হ'তে দেবে না। এমন দুর্ভাগ্য আমার, যাতে শৈব্যার মত

নারী-ঋষির প্রভাবও রক্ষা করতে পারে নি রাজ্য, মান ও দৃষ্টি! সত্যবান! ওহো-হো! কোথায় বাপ্—

অশ্বপতি। হায়-হায়, বৈবাহিকের সহিত প্রথম সামাজিক আলাপন আমায় এই শোচনীয়ভাবে কর্‌তে হ'লো!

মালবী। কেন মহারাজ আমরা অপুত্রক রইলেম না! ওহোঃ—কেন মা সাবিত্রী তোর শৈশবে মৃত্যু হয় নি!

গালব। তবে সত্যই সত্যবান মরেছে!

বীণার প্রবেশ।

বীণা। সত্যই মরেছেন; মর্‌তেন না, ছিল দীর্ঘ পরমায়ু—সুন্দর স্বাস্থ্য—বাঞ্ছনীয় কর্ম্মফল, তথাপি মরেছেন। এ মরণ যমের দেওয়া নয়—রোগে নয়—আত্মহত্যায় নয়—অপঘাতে নয়, মায়ের দেওয়া মৃত্যুকে ভক্তিভরে আলিঙ্গন দিয়ে দাদা চোখ বুজেছেন।

দ্যুমৎসেন। কে, বীণা? এতকাল পরে দেখা দিলি! আয়—আয়, সত্যবান মরেছে—আমি অবলম্বন হারিয়েছি—আমাকে ধর্; আমাকে সত্যবানের কথা—সত্যবানের নাম—সত্যবানের গুণ-গরিমা শোনা—

বীণা। কাকা! সতীর অপ্রতিহত উদ্দামবাহিনী গতিস্রোতকে জোর ক'রে ধরে রেখে, কাকী মা ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা, ব্রহ্মশক্তি, ব্রাহ্মণের বাণীকে অগ্রগামিনী ক'রে গিয়েছেন, তবে দাদা মরেছেন।

দ্যুমৎসেন। বীণা! সত্যবান শক্রতাসাধন ক'রে দেহের বল, হাতের শক্তি কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে; ধর্—কৈ তুই?

বীণা। এই যে কাকা!

দ্যুমৎসেন। বীণা—একি!

বীণা। কি কাকা?

দ্যুমৎসেন। এই তুই বীণা! এই এত বড়! এত সুন্দর হয়েছিস্! বাঃ—সিঁথের কি পবিত্র সৌন্দর্য্য! বল্ মা, আমার বধূমাতা সাবিত্রীর মাথারও এমন সৌন্দর্য্য এখনো আছে কি?

বীণা। কাকা! চক্ষুর জ্যোতি ফিরে পেয়েছেন?

দ্যুমৎসেন। পেয়েছি; কি সুন্দর জগৎ! [অশ্বপতির প্রতি] কি সুন্দর তুমি বৈবাহিক! [মালবীব প্রতি] কি পুণ্যময়ী বৈবাহিকা! [গালবের প্রতি] কি প্রদীপ্ত ভাস্কর-জ্যোতি গালব তাপস তোমার দেহ হ'তে বাহির হ'চ্ছে! চোখ পেলেম্, যাকে যাকে পাবার—তাদের অনেককে পেয়েও যেন কাকেও পাই নি। কোথায় সত্যবান—কোথায় তোমার অনিন্দ্য-সুন্দর দেহ—

বীণা। শৈব্যারাণীর স্কন্ধে; মরা ছেলে মায়ের কাঁধে—

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কেড়ে নিয়ে গেছে।

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা! এই তুমি শৈব্যা! আমার ছেলে কৈ? তোমার সত্যবান কৈ? একা ফিরলে কেন? চক্ষু পেয়েছি—

শৈব্যা। কেন পেলে? কে মহান্ দয়াল অযাচিতভাবে তোমায় এ দান দিলে? কেন নিলে এ দৃষ্টি, যে দৃষ্টি সত্যবানকে আর দেখ্‌বে না?

দ্যুমৎসেন। দেখ্‌বো না? সত্যই মরেছে? সাবিত্রীর অমন কঠোর ব্রতের উদ্যাপনে—

শৈব্যা। হোতা মরেছে। বেশ আস্‌ছিলেম মহারাজ, মরা ছেলে কাঁধে তুলে তোমায় দেখাতে; কি সুন্দর হাসি হেসে সে মরেছে! আশ্রম-কুটীরের অতি সন্নিকটে কে যেন সত্যবানের দেহটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গেল!

দ্যুমৎসেন। মায়ের কোল থেকে ছেলেকে বিনা বাধায় কেড়ে নিয়ে গেল ?

শৈব্যা। নিতে পার্‌তো না, কার সাধ্য নেয় ? আমি ইচ্ছা ক'রে ছেড়ে দিলেম ; কেন, জান তাপস ? তোমার মানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিশাল ব্রাহ্মণজাতির ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের ব্রহ্মবাণীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে। কাঁধে চ'ড়ে মায়ের উন্মাদ-আবেগে মরা অসাড় সত্যবান ন'ড়ে উঠেছিল ; পাছে ব্রহ্মার পতন হয়—তাই সংজ্ঞালাভ হ'তে দিই নি, উপরে ছুঁড়ে দিলেম—লুফে নিলে সাবিত্রী বৈধব্য-মীমাংসায়--

সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।

সাবিত্রী। এই যে মা তোমার মীমাংসা সিদ্ধান্ত।

সকলে। হরি হরিবোল ! এই যে সত্যবান।

দ্যুমৎসেন। সত্যবান ! দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি !

সত্যবান। আপনার সতী সাধ্বী পুত্রবধূর কল্যাণে আপনি হারাণো দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন।

দ্যুমৎসেন। সেকি !

সত্যবান। যমের সঙ্গে মহাসমরে বিজয়-বৈজয়ন্তীলাভে শুধু সাবিত্রী আমার জীবন আর আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে নি মহারাজ, সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার অপুত্রকতাটা ভাগ্যদেবীর লিপিপট হ'তে মুছে ফেলে শত-পুত্রের বরলাভ করেছে। নিজে স্বয়ং একশত পুত্রের জননী হবার ও স্বামীর চারি শত বৎসর পরমায়ুর বর ধর্ম্মরাজের নিকট হ'তে তেজের সহিত লাভ করেছে।

দ্যুমৎসেন। সাবিত্রী ! তুমি কি ?

অশ্বপতি। আয়—বুকে আয় ; সৌভাগ্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে

অঙ্কলক্ষ্মী কর্‌লি! কন্যা! শুধু নিজ পতিনির্ব্বাচনে আমার অক্ষমতার কলঙ্ক দূর কর নি, পিতৃকুলের পিণ্ডপ্রাপ্তির ব্যবস্থা কন্যা হ'য়ে সমাধা করেছ; ধন্য আমি তোমার মত কন্যা পেয়ে।

মালবী। আয়—বুকে আয়; রত্নগর্ভা নামের পুণ্য ও যশ তোর জন্যই আজ আমার।

সাবিত্রী। এ তো তোমারি পদাঙ্কে মা! শৈশবের তোমার শিক্ষার পরিণতি পরিণত বয়সে।

সত্যবান। বীণা! নবজীবনলাভে আবার জগতে ফিরে এলেম্, শুধু যাবার সময় তোর সম্মতি নিই নি ব'লে।

বীণা। দাদা! আজ যে কৈশোরের সব স্মৃতি প্রাণের মাঝে জেগে উঠে চাইছে তোমার চরণে কিছু না কিছু উপহার দিতে।

সত্যবান। দাও; চাই তোর পার্শ্বে তোর স্বামীকে দেখ্‌তে।

বীণা। তিনি যে তীর্থযাত্রায়—

সত্যবান। তবে এ আনন্দ-মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পেলেম্ না মদনমোহন রূপবান চৈতককে।

অশ্বপতি। বীণার স্বামী কদর্য্য চৈতক আজ পরম সুন্দর শ্রীপুরুষ, পূর্ণযৌবনে পরিপূর্ণ চলচল লাবণ্য।

মালবী। তেমন পুণ্য আমাদের কোথায় মহারাজ, যে দেবদর্শন হবে!

শৈব্যা। এস বৈবাহিকা! তোমার জামাতাকে এই তপোবনে তুমিই বরণ ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রে যাও।

সাবিত্রী। কিন্তু মা, ধর্ম্মরাজ যম যে আমায় বর দিয়েছেন, শ্বশুরের হারাণো রাজ্য পুনরায় ফিরে আস্‌বে।

[নেপথ্যে সৈন্যগণ ও শ্বেতকেতু। "জয় মহারাজ দ্যুমৎসেনের জয়!"]

সকলে। কিসের কোলাহল ?

শ্বেতকেতু ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।

দ্যুমৎসেন। কে ও—শ্বেতকেতু ? তুমি এতকাল পরে কি অভি-সন্ধিতে ?

শ্বেতকেতু। আশ্চর্য্য ! মহারাজ ! একি ?

শৈব্যা। আশ্চর্য্য হ'চ্ছো রাজার হারানো চক্ষুজ্যোতিঃ ফিরে আসাতে ? ধর্ম্মের জয় পরিণামে, তা কি জান না ?

শ্বেতকেতু। মহারাজ ! অনুতপ্ত পাপী আজ আপনার চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষার্থে উপস্থিত।

সত্যবান। মহারাজা দ্যুমৎসেনের মার্জ্জনার কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ নয়, এমন লোক ভারতে বিরল।

শ্বেতকেতু। পরিণামে অধর্ম্মের পতন ও ধর্ম্মের জয় হয়েছে। পত্নী পুষ্পরাণীকে দেয়ালে গেঁথে মেরে, অনুতপ্ত পতি বাহ্লীকরাজ আত্মহত্যায় মরেছেন। শাল্ব-রাজসিংহাসন—

সত্যবান। কেন, সর্ব্ববিধ পাপের পাপী বাহ্লীকের অন্য আত্মা তুমি শ্বেতকেতু এখনো জীবিত যখন—

শ্বেতকেতু। সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেম, কিন্তু জাগরণে চিন্তা, নিদ্রায় বিভীষিকা আসে ; শেষ সিংহাসনের চারি পার্শ্বে অহোরাত্র সহস্র আশী-বিষ বেষ্টন ক'রে থাক্‌লো, প্রজারা বিদ্রোহী হ'লো, রাজকর্ম্মচারীরা গুপ্তভাবে আমায় হত্যা কর্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। ঘরে বাহিরে অশান্তিতে অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌তে মনে হ'লো, বুঝি মহারাজের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিলে শান্তি পাবো ! মনের ইচ্ছা আভাষে প্রকাশ করাতে সারাটা শাল্ব

বিজয়-বাদ্য বেজে উঠ্‌লো, "কোথা রাজা দ্যুমৎসেন—কোথা যুবরাজ সত্যবান!"

সত্যবান। না—না শ্বেতকেতু! অমৃতের সন্ধান তপোবন হ'তে যারা পেয়েছে, আর কি সংসারের অনিত্য কোলাহলে তারা জীবনকে বিপর্য্যস্ত করতে চায়?

শ্বেতকেতু। হস্তী, অশ্ব, রথাদি যান-বাহন তপোবনের বহির্দ্দেশে অপেক্ষায়। যদি মহাসমারোহে রাজকীয় শোভাযাত্রায় এই সমগ্র তপোবনটাকে না নিয়ে যেতে পারি, তা হ'লে আত্মহত্যায় আমার মনোবেদনা জানিয়ে যাবো। প্রাণহীণ দেহখানা প'চে প'চে জানাবে—কি দারুণ মর্ম্মব্যাথায় শ্বেতকেতু এখানে এসেছিল।

সত্যবান। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন বা তাঁর পুত্র রাজ্যের কাঙাল নয়।

সাবিত্রী। কিন্তু আমি যে কাঙালিনী হ'য়ে যমের নিকট ঐ যাচ্ঞাই করেছিলেম।

বীণা। আমিও যে আমার মনের প্রাণের দেবতার দ্বারে পিতৃকুলের হৃত রাজ্যের উদ্ধার নিত্য প্রার্থনা করছি।

শ্বেতকেতু। মা নারী-ঋষি! পুত্রের আবেদন কি বিফল হবে?

শৈব্যা। ভক্তিতে ভগবান বদ্ধ, মানুষ তো ছার! আয়োজন কর মহারাজ, শোভাযাত্রায় হৃত রাজ্যে পুনঃপ্রবেশের। সত্যবানের জীবন-রক্ষায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্রভেদী প্রাসাদের যতটা ধ্বংস হয়েছে—ধূলিসাৎ হয়েছে, ততটা রাজ্য গ্রহণ ক'রে তোমাকে আবার সংস্কৃত ক'রে দিতে হবে।

সত্যবান। মরণের কোলে শুয়ে জ্ঞান হারিয়েও শ্রবণশক্তি হারাই নি মা! অনবরত শুনেছিলেম, তোমার প্রাণভরা আবেদন বিধাতার কাছে আমার মৃত্যুর জন্য। যমকে জয় ক'রে সাবিত্রী যখন আমায় ডাকে

তখনো জাগ্‌তে চাই নি মা! কিন্তু কেন জাগ্‌লেম জান—কেন ফিরে এলেম জান? উপরে গিয়ে দেখ্‌লেম, নিম্নের সকলের অত্যাচারে বিপর্য্যস্তদের আমার জন্য আকাঙ্ক্ষা। পার্‌লেম না মা আর স্বর্গের অবিচ্ছিন্ন সুখে আত্ম হারিয়ে ডুবে থাক্‌তে; প্রাণ ব্যাকুল হ'লো, মর্ত্ত্যের দীন দরিদ্র অত্যাচার-প্রপীড়িত নর-নারায়ণগণের দুঃখ-দৈন্য-নিবারণে।

অশ্বপতি। বন্ধু! আর অন্যমত কর্‌বেন না, অগণিত সন্তান আজি পিতৃহারা; সিংহাসন উজ্জ্বল ক'রে তাদের সান্ত্বনা দিন গে।

মালবী। অধিকার দখল ক'রে, পরে আমার সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা কন্যা-রাণীকে নবীন রাজার পার্শ্বে বসিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন। আবার যাবো, তার একবার রাজর্ষির পবিত্র আসনে বস্‌বার সৌভাগ্য বর্দ্ধন কর্‌তে—

বীণা। নিশ্চয় যাবেন।

সত্যবান। কুশাসনে—সিংহাসনের পার্শ্বে বস্‌তে পিতা! সার্ব্ব-জনীন শান্তি-ব্যবস্থার রচনাতে। যদি পার্শ্বে আগেকার মত তেম্‌নি পূরবী রাগিণীতে বীণার ঝঙ্কার উঠে—যদি সিংহাসনটায় রাজ-রাজ্যেশ্বর হ'য়ে ব্রাহ্মণ চৈতক উজ্জ্বল করেন।

দ্যুমৎসেন। তবে শুভযাত্রার আয়োজন কর। অভিষেক হবে, মদনমোহন চৈতক ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণ হ'তে ফির্‌লে।

শৈব্যা। ব্রাহ্মণের গড়া সিংহাসনে আবার ব্রাহ্মণ ব'সে শত শত মনুর মত মহাপুরুষের সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌বে কি?

গালব। যদি পার্শ্বে নারী-ঋষি থাকেন; সাবিত্রী নারী হ'য়েও সতীত্ব-মহিমায় ও যমের সহিত ন্যায়-তর্কবাদে ঋষি; বীণাও নারী-ঋষি, কেবল ক্রিয়ার ভেদ মাত্র।

সত্যবান। আর এক নারী-ঋষি চ'লে গিয়েছেন বিধাতার কাছে

নারীর ঋষিত্ব-দাবী নিয়ে। সে পুষ্পের সৌরভ, ভারত! তোমার গন্ধবহ বহন করবে না কি?

গালব। তথাপি মহর্ষি তুল্য যাবতীয় নারী-ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি নারী-ঋষি শৈব্যা! ঋষি গালব আজ গললগ্নীকৃতবাসে তোমার সেই অংশটার চরণতলে প্রণাম করছে, যে অংশটা রক্ত-মাংসের চেয়ে উচ্চ উপাদনে গঠিত। জয় নারী-ঋষির জয়!

সকলে। জয় নারী-ঋষির জয়!

যবনিকা।

পণ্ডিত শ্রীপঙ্কজভূষণ কাব্যরত্ন প্রণীত—
বীর ও ভক্তিরসাশ্রিত নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

দুর্গোৎসবে সমাধি

["রয়েল বীণাপাণি-অপেরা" কর্ত্তৃক যশের সহিত অভিনীত।]

গুরুভক্ত শিষ্য সমাধির অতুলনীয় গুরুভক্তি, স্বজাতি-প্রীতি, ভ্রাতৃপ্রেম—অনাদির ভ্রাতৃভক্তি ও দেশাত্মবোধ—অত্যাচারী মহীধরের সাম্রাজ্য-লিপ্সা—রাজপুত্র দিলীপের মাতৃভক্তি—দাম্ভিক কুমতীর লোমহর্ষণকারী প্রতিশোধ গ্রহণ—পতিতা নমিতার সাত পাকে পাক দেওয়া বঁধুর জন্য মর্ম্মন্তুদ অনুতাপ—রাণী বাসন্তীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও পতিভক্তি—রাজভ্রাতা দিনকর ও সেনাপতি শঙ্করের মধ্যে প্রণয়-রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আর আছে সেই রহস্যময়প্রাণ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—অষ্টসিদ্ধির সাধক মেধস মুনির দেশ ও দশের সেবা—রাজ্যহারা শ্রীহারা সুরথের দুর্গাপূজা ও পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। (৪ খানি ফটোচিত্রসহ) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত—
ষষ্ঠাবতার পরশুরামের চরিত্রাবলম্বনে লিখিত,
বীর ও করুণ রসাশ্রিত যুগান্তকারী নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

মহামানব

বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় যাত্রা-সম্প্রদায়

"রয়েল বীণাপাণি অপেরায়"

মহা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।

ইহাতে দেখিবেন—কার্ত্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত—পরশুরামের মাতৃহত্যা—ব্রহ্মপুত্র-উদ্ধার—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক কামধেনু হরণ—জমদগ্নিহত্যা—রেণুকার আত্মাহুতি—শিব-রামের ভীষণ যুদ্ধ—কার্ত্তবীর্য্য-হত্যা—পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয়করণ—দুই রামের সংঘর্ষণ—পরশু-রামের পরাজয়, আর আছে কমলার অবিচলিত আত্মোৎসর্গ—অত্যাচার-প্রপীড়িতা বসুন্ধরার মুক্তি প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক :

বিন্ধ্য-বলি শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। গণেশ-অপেরা-পার্টির মহা যশের অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরসাধক অনুহ্লাদের অভিনব সাধনা, বলির অত্যাশ্চর্য্য দানব্রত, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরোচনের নির্ব্বাণ, বিন্ধ্যার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মী ও পুণ্যের করুণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসার ভাবপূর্ণ নৃত্যগীত। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ, কালিন্দী, লাল, মর, মহানাদ প্রভৃতি তো আছেই। বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল ১৷৷০ টাকা।

বাচস্পতি শ্রীরামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। দেবগুরু বৃহস্পতির বাচস্পতিরূপে জন্মগ্রহণ, ভারতের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, রাজপুত্র মধুমঙ্গলের হত্যারহস্য, কম্বোজপতির সিন্ধু আক্রমণ, সিন্ধুরাজের পলায়ন, কাপালিক কর্ত্তৃক মধুমঙ্গলকে অপহরণ, সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিজপুত্র মধুমঙ্গলের বলিদান চেষ্টা ও অদ্ভুত উপায়ে মুক্তি, আশালতা ও কিরাতকুমারী বীরার রণ-নৈপুণ্যে সিন্ধুরাজ্য উদ্ধার প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সমুদ্র-মন্থন শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত। দুর্ব্বাসার অভিশাপ, লক্ষ্মীর স্বর্গত্যাগ, ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি, দেবাসুরের সংগ্রাম, চণ্ডচূড়ের স্বর্গজয়, দেবগণের অভ্যুত্থান, দেব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থন, সুধার উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ, অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে সুধা দান, মহাদেবের কালকূট পানে মূর্চ্ছা, ভগবতীর শুশ্রূষা ও দেবগণের স্বর্গলাভ প্রভৃতি। সেই জম্ভ, কুম্ভ সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

দুষ্মন্ত-কীর্ত্তি ভাবুক কবি শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে যশের সহিত অভিনীত হইতেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সেই চির-মধুর কাহিনী। সেই দুর্ব্বাসা, কালকেয়, প্রসেন, ভাবানন্দ, মাণব্য, বক্রেশ্বর, হংসবতী, অমিয়া, উর্ব্বশী, সুদর্শনা, মেনকা প্রভৃতি সবই আছে। নাচে গানে ঘ্ - পরিমাণ। অল্প লোকে সহজে অভিনয় হয়। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ধর্ম্মের জয় পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। গণেশ-অপেরা-পার্টি কর্ত্তৃক যশের সহিত অভিনীত। সেই কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ, ভীম কর্ত্তৃক অন্যায় রণে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ, গান্ধারী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রাণে-প্রাণে গণেশ-অপেরার গীতিনাট্যের কোহিনূর। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতার সেই চির-নূতন বিদ্যাসুন্দরের সরস কাহিনী। বিদ্যার গান, সুন্দরের গান, মালিনীর গান, রাজপুত্রের গান, রাণীর গান, দাসীর গান, ফিরিওয়ালার গান, কোটালের গান। (সচিত্র) মূল্য ৷৷০ আনা।

ছিদ্র-কলস গণেশ-অপেরায় অভিনীত ২৫ খানি সুমধুর গীতি-পূর্ণ সচিত্র গীতি-নাট্য। শ্রীকৃষ্ণের সেই 'বাজরে মোহন মুরলী', শ্রীরাধার 'ঐ বাজে বাঁশী বাধালে গোল', যশোদার সেই 'আর দেবো না গোপালে গোধনে যেতে' প্রভৃতি করুণ সঙ্গীতে ল্প হইবেন। (সচিত্র) মূল্য ৷৷০ আনা।

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক প্রণীত। আর্য্য অপেরায় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভীষণ দ্বন্দ্ব—অহিচ্ছত্রাধিপতি সুমদের বিরুদ্ধে ছন্দক ও বলাদিত্যের ভীষণ ষড়যন্ত্র—রাজভ্রাতা কুমদের বিদ্রোহ—বিশালার মোহে অশোকার প্রতি কুমদের উপেক্ষা—রাজমহিষী করুণার সারল্য—মঙ্গলের প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সেই বিবাস, লালস, সত্যসন্ধ, নন্দন, নির্ব্বন্ধ সবই আছে। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১।৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মালাকার প্রণীত—আর্য্য অপেরায় অভিনীত। উর্ব্বশীর জন্ম, নারায়ণ ঋষির অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যে পুরুরবার সহিত বিবাহ—দৈত্য কেশীধ্বজ কর্ত্তৃক উর্ব্বশীর প্রতি অত্যাচার ও ভূস্বর্গ নির্ম্মাণ—রাজপুত্র আয়ুর হত্যাদণ্ড—অদ্ভুত উপায়ে প্রাণরক্ষা—দৈত্যপুত্র সহরের মহান আত্মত্যাগ—দৈত্যবাণী সুগৌতার মহাপ্রাণতা—স্যমন্তক মণিস্পর্শে উর্ব্বশীর শাপমোচন—পুরুরবার সহিত ঋষিকন্যা সুলক্ষণার বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১।৷৹ টাকা।

শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাণ্ডারা-অপেরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়া-সীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—ষড়রিপুর সহিত পৃথিবীর যুদ্ধ—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—ঊর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূ-প্রয়াণ—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১।৷৹ টাকা।

বা বজ্রসৃষ্টি। শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পৌলমীহরণ, দধীচির নির্য্যাতন, বৃত্রাসুরপুত্র রুদ্রপীড়ের মহত্ব—রাজপুত্রবধূ ইন্দুমতীর পরার্থপরতা, শনির চক্রান্তে রুদ্রপীড়ের নির্ব্বাসন—দৈত্যরাণী ঐন্দ্রিলার প্রতিহিংসাসাধন—ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ভীষণ যুদ্ধ—বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দধীচির অস্থিতে বজ্রনির্ম্মাণ, বৃত্রাসুর বধ প্রভৃতি। মূল্য ১।৷৹ টাকা।

বাসুদেব

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরার মহা যশের অভিনয়। পৌণ্ড্রাসুর কর্ত্তৃক সত্যভামা-হরণ, পৌণ্ড্রাসুরের প্রচ্ছন্ন প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ—বলরামের গভীর কৃষ্ণ-প্রেম—সাত্যকির গুরুভক্তি—সদাশিবের পৌরহিত্য—মাধবের নির্ভীক দেবসেবা—পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ—ত্রিপাণীর অতুলনীয় রাজভক্তি—দক্ষিণার বিরাট আত্মত্যাগ প্রভৃতি। ইহা ছাড়া মন্ত্রধাম, দণ্ডপাণি, বাতুল, নাগরী প্রভৃতি চরিত্র পাঠে হাসিয়া লুটোপুটি খাইবেন। ফটোচিত্র সহ, মূল্য ১।৷৹ টাকা।